Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিয়াম ও রমাযান

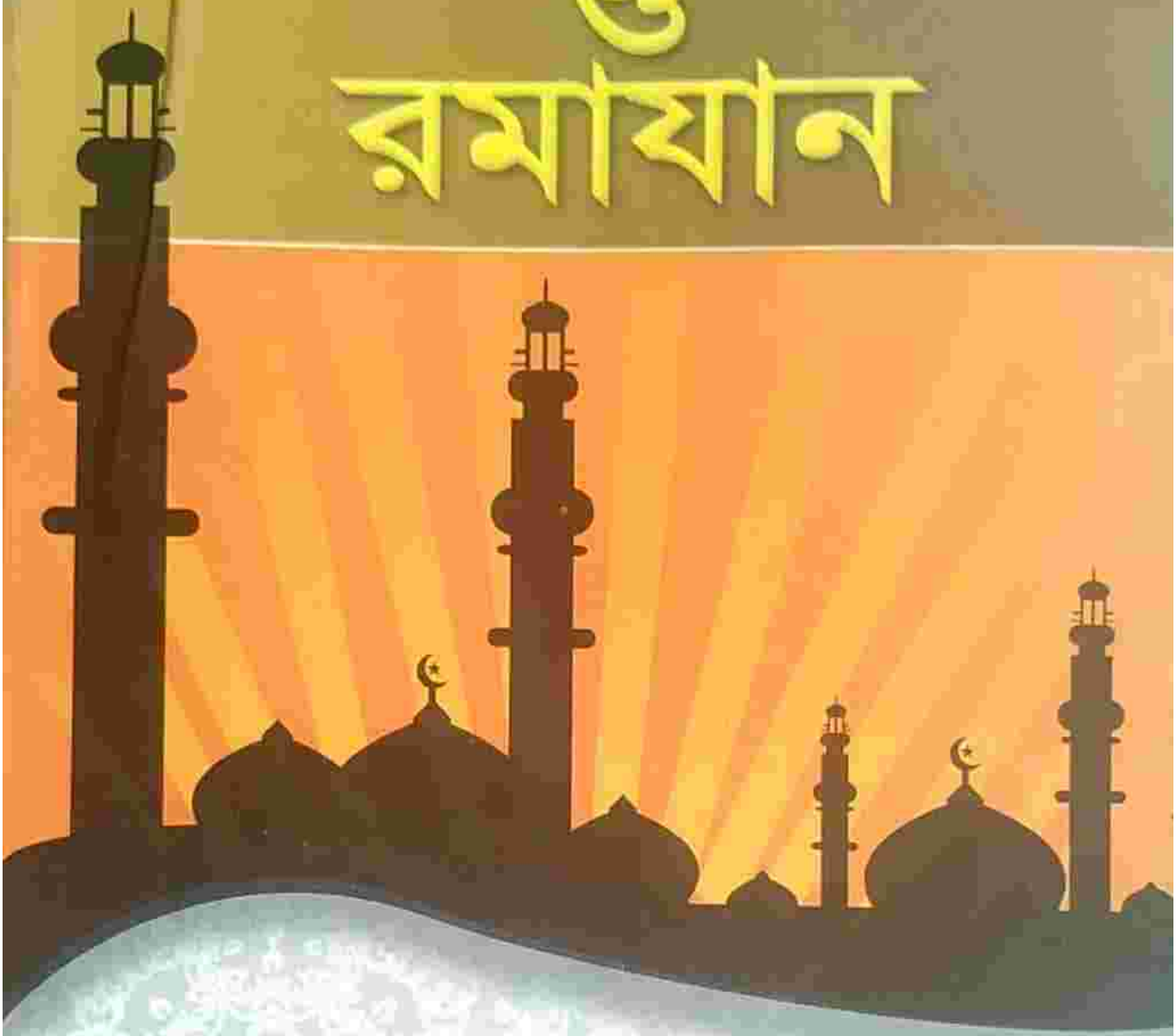

হাফিয শায়খ আইনুল বারী আলিয়াবী

সহীহ 'আক্বীদার সন্ধানে...
সুনান প্রকাশনী

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিয়াম ও রমাযান

হাফিয শায়খ আইনুল বারী আলিয়াবী
অধ্যাপক- কলিকাতা মাদরাসা আলিয়া
এম. এম. ফাস্ট ক্লাস, ফাস্ট রেকর্ড, এম. এ. (আলীগড়)

Sunan Prokashoni
সহীহ 'আক্বীদার সন্ধানে...
সুনান প্রকাশনী

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিয়াম ও রমাযান

হাফিয শায়খ আইনুল বারী আলিয়াবী

প্রকাশনায় : সুনান প্রকাশনী
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, মোবাইল : 01745-058686, 01777-756365
Gmail: sunan.prokashoni@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব : 'আল্লামাহ্ 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৮ ঈসায়ী
ষষ্ঠ প্রকাশ (সংস্করণ) : সেপ্টেম্বর ২০০৭ ঈসায়ী
সপ্তম প্রকাশ (সংস্করণ) : মার্চ ২০১১ ঈসায়ী
অষ্টম প্রকাশ (সংস্করণ) : মার্চ ২০১৭ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ : ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, মোবাইল : 01842-567370

মুদ্রণে : হেরা প্রিন্টার্স
হেমন্দ্র দাস রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা

মূল্য : ১৪০/= টাকা

SIAM O ROMAZAN By Hafiz Sheikh Aynul Bari Aliabi & Published By Sunan Prokashoni. 90 No. Hazi Abdullah Sarker Lane, Bangshal, Dhaka-1100. Mobile: 01745-058686, 01777-756365; Gmail: sunan.prokashoni@gmail.com, (All Rights Reserved). Price: Taka 140/- US$ 4. Only.

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঐকান্তিক দু'আ

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

মহান ও মহীয়ান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের
কাছে আমাদের ঐকান্তিক দু'আ :

'আল্লামাহ্ আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

ও

আলহাজ্জ ইউসূফ 'আলী ফকীর (রহ.)-দ্বয়কে

জান্নাতুন্ না'ঈমে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। আমীন!!

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিবেদন	১৩
অবতরণিকা	২০
সিয়াম-এর ইতিহাস	২৩
আদম (আলায়হিস সালাম)-এর সিয়াম	২৪
নূহ (আলায়হিস সালাম)-এর সিয়াম	২৫
ইব্‌রাহীম (আলায়হিস সালাম) ও বিভিন্ন জাতির সিয়াম	২৫
দাউদ (আলায়হিস সালাম)-এর সিয়াম	২৭
'ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর সিয়াম	২৭
জাহিলী আরবদের সিয়াম	২৯
ইসলামী সিয়াম	৩২
'সিয়াম' শব্দের ব্যাখ্যা	৩৪
সিয়াম বা রোযার মাহাত্ম্য	৩৪
রমাযান মাসের ফাযীলাত ও মাহাত্ম্য	৩৬
রমাযানের সিয়ামের গুরুত্ব	৩৮
শিশুদের সিয়াম	৩৯
যুদ্ধক্ষেত্রে সহাবায়ে কিরামের সিয়াম	৪০
রমাযান ও সিয়াম পালনকারীর বৈশিষ্ট্য	৪১
সিয়াম কার ওপরে ফার্‌য	৪১
যে দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষেধ	৪২
শা'বানের শেষে রমাযানের জন্য স্বাগতম রোযা নিষেধ	৪২

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিয়াম পালনের পারলৌকিক পুরস্কার	৪৪
সিয়ামের পার্থিব উপকার	৪৫
সাহারী খাওয়া	৪৬
ইফত্বার করানোর সাওয়াব	৪৬
সিয়ামের সামাজিক দিক	৪৮
কত বয়সে সিয়াম ফার্‌য	৪৯
রোযা ও ঈদের চাঁদের মাস্‌আলাহ্‌	৪৯
ইসলামে পঞ্জিকার কোন গুরুত্বই নেই	৫১
শা'বানের হিসাব রাখার গুরুত্ব	৫৩
মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চাঁদ দেখার বিধান	৫৫
দূরবর্তী এলাকার চাঁদের খবর	৫৭
হানাফী ফাতাওয়া	৫৯
শাফি'ঈ ফাতাওয়া	৬০
'আল্লামাহ্‌ রহমানীর ফাতাওয়া	৬১
রেডিও এবং টেলিভিশনের খবর	৬১
দিনে চাঁদ দেখা গেলে	৬৩
চাঁদ দেখার দু'আ	৬৩
তারাবীহের তত্ত্বকথা	৬৪
তারাবীহ নাম কেন?	৬৫
তারাবীর ফাযীলাত	৬৬
মেয়েদেরও তারাবীহ আদায় করা সুন্নাত	৬৭
তারাবীর জামা'আত ও তার সময়	৬৭
তারাবীর সলাত কত রাক্‌'আত?	৭০

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হানাফী মতে বিশ রাক্'আতের অবস্থা	৭২
শবে কৃদ্‌রে লম্বা তারাবীহ	৭৫
তারাবীহ চলাকালীন বিশেষ দু'আ	৭৬
জামা'আতে তারাবীহ ও একা তাহাজ্জুদ	৭৭
তারাবীতে কুরআন খতম	৭৮
খতম-তারাবীহ ফার্‌য ও সুন্নাত নয়	৮০
তারাবীতে কুরআন খতমের নযরানা	৮০
নফ্‌ল সলাত কুরআন দেখে পড়া	৮১
রমাযান ও কুরআন	৮১
রমাযানের বিশেষ দু'আ	৮২
সাহারীর জন্য আযান দেয়া সুন্নাত	৮৩
সাহারীর তত্ত্বকথা	৮৩
সাহারী ও সেহরী শব্দের বিশ্লেষণ	৮৪
সাহারীর গুরুত্ব	৮৫
সাহারীর মাহাত্ম্য ও ফাযীলাত	৮৬
সাহারীর সুন্নাতী সময়	৮৬
সাহারীর খাদ্য	৮৭
সাহারীর নিয়্যাত	৮৮
নাপাক অবস্থায় ভোর হলে	৮৯
সাহারীর শেষ সময়	৮৯
ইফত্বারের গুরুত্ব	৯২
ইফত্বারের প্রকৃত সময়	৯২
মাগরিবের সলাতের আগেই ইফত্বার	৯৪

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইফত্বারের দু'আ	৯৫
ইফত্বারের দু'আয় মনগড়া শব্দ	৯৭
ইফত্বারের সময়ের মর্যাদা	৯৮
ইফত্বার করানোর সাওয়াব	৯৯
ইফত্বার করানোর দু'আ	১০০
সিয়াম পালনকারীর পরনিন্দা ও মিথ্যা বলা অবৈধ	১০০
সিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ ও সহবাস	১০২
সিয়াম পালনকারীর বমি হলে বা করলে	১০২
সিয়াম পালনকারীর থুথু গেলা	১০২
সিয়াম পালনকারীর কিছু চাখার মাস্আলাহ্	১০৩
সিয়াম পালনকারীর নাকে, চোখে ও কানে ওষুধ দেয়ার মাস্আলাহ্	১০৩
রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা	১০৪
রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত খেলে	১০৫
সিয়াম পালনকারীর গালিগালাজ ও ঝগড়া	১০৫
রোযা অবস্থায় যা যা করা যায়	১০৬
গর্ভবতী ও দুধদানকারিণীর সিয়াম	১০৭
বয়স্ক ব্যক্তির সিয়াম	১০৮
নও মুসলিম ও পাগলের সিয়াম	১০৯
সফরে সিয়াম	১০৯
হায়িয ও নিফাসওয়ালীর সিয়াম	১১১
রোগীর সিয়াম	১১২
কিভাবে ক্বাযা সিয়াম হবে	১১৩

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মৃত ব্যক্তির ক্বাযা সিয়াম	১১৪
ই'তিকাফের বিবরণ	১১৪
রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ই'তিকাফ	১১৬
ই'তিকাফের ফাযীলাত ও মাহাত্ম্য	১১৭
ই'তিকাফ সম্পর্কে হানাফী ফাতাওয়া	১১৮
ই'তিকাফের জায়গা মাসজিদে হওয়া চাই	১২০
ই'তিকাফকারীর সিয়াম জরুরী কিনা	১২২
ই'তিকাফ কত প্রকার ও কত সময়	১২২
সুন্নাতী ই'তিকাফ	১২৩
নফ্‌ল ও মুস্তাহাব ই'তিকাফ	১২৩
ই'তিকাফের শুরু ও শেষ কখন	১২৪
ই'তিকাফকারীর যা করণীয় ও বর্জনীয়	১২৬
নারীদের ই'তিকাফের বিবরণ	১২৮
লায়লাতুল ক্বদ্‌রের গুরুত্ব	১২৯
লায়লাতুল ক্বদ্‌রের মাহাত্ম্য	১২৯
লায়লাতুল ক্বদ্‌র নাম কেন?	১৩০
লায়লাতুল ক্বদ্‌র কখন হতে পারে	১৩২
লায়লাতুল ক্বদ্‌রের বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন	১৩৪
ক্বদ্‌রের রাতে কী কী করণীয়	১৩৫
লায়লাতুল ক্বদ্‌রের বিশেষ দু'আ	১৩৭
লায়লাতুল ক্বদ্‌রের মেয়াদ কতক্ষণ	১৩৮
ফিত্বরার তত্ত্বকথা : 'ফিত্বরা' শব্দের ব্যাখ্যা	১৩৯
ফিত্বরার বিভিন্ন নাম	১৪০

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফিত্বরার নির্দেশ	১৪০
ফিত্বরা কাদের ওপরে ফার্‌য?	১৪১
অধীনস্থ অমুসলিমদের ফিত্বরা	১৪২
কেবল যাকাত দাতাই কি ফিত্বরা দেবে?	১৪৩
কারো ফিত্বরা মাফ আছে কি?	১৪৪
সিয়াম ত্যাগকারীর ফিত্বরা আছে কিনা?	১৪৫
ফিত্বরা কখন ফার্‌য হয়?	১৪৭
ফিত্বরা আদায় করার সময় কখন?	১৪৭
ঈদের পরে ফিত্বরা দেয়া যাবে কিনা?	১৪৯
ফিত্বরার পরিমাণ এক সা'	১৪৯
অর্ধ সা' হাদীসগুলোর পর্যালোচনা	১৫০
সা'র সম্পর্কে ব্যাখ্যা	১৫৪
ফিত্বরার দ্রব্য	১৫৬
গমের ফিত্বরা	১৫৭
টাকা-পয়সা দিয়ে ফিত্বরা দেয়া চলে কিনা?	১৫৮
ফিত্বরা জমা করা যায় কিনা?	১৫৮
ফিত্বরা কখন বণ্টন করতে হবে?	১৫৯
ফিত্বরা পাবে কারা?	১৬০
যাদেরকে ফিত্বরা দেয়া যাবে না	১৬৩
"ফী সাবীলিল্লা-হ"-এর ব্যাখ্যা	১৬৩
ঈদের প্রচলন ও ঈদ নামকরণের কারণ	১৬৬
ইসলামী ঈদের ধরণকরণ	১৬৭
তাকবীরের শব্দসমূহ	১৭০

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈদের রাতের গুরুত্ব	১৭০
শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)-এর ফাতাওয়া	১৭৩
'আল্লামাহ্ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর ফাতাওয়া	১৭৩
ঈদের সলাতের আগে করণীয়	১৭৪
ঈদের সলাতের সময়	১৭৫
ঈদের সলাতের জায়গা	১৭৬
ঈদের সলাতে আযান ও ইক্বামাত নেই	১৭৬
ঈদের সলাত কয় রাক্'আত	১৭৬
ঈদের সলাতের তরীকা	১৭৭
ঈদের সলাতে সুন্নাতী ক্বিরাআত	১৭৮
ঈদের সলাতে বাড়তি তাকবীর ক'টা	১৭৯
তাকবীরগুলোর গুরুত্ব	১৮১
তাকবীরগুলোর মাঝে দু' হাত তোলা হবে কিনা	১৮২
ঈদের জামা'আত না পেলে	১৮২
ঈদের সলাতের পরই খুত্ববাহ্	১৮৩
ঈদের খুত্ববাহ্ শোনার গুরুত্ব	১৮৪
ঈদের খুত্ববাহ্ দুই না এক?	১৮৫
ঈদের দিনে মুসাফাহ ও কোলাকুলি	১৮৬
ঈদগাহ থেকে ফিরার পর করণীয় সুন্নাত	১৮৭
ঈদের দিনে আপোষে মুবারকবাদ	১৮৭
ঈদের দিনের মাহাত্ম্য	১৮৮
নফ্ল রোযার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য	১৮৯
শাওওয়ালের ছয়টি সিয়াম	১৯০

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুহার্‌রম ও 'আশূরার রোযা	১৯০
যুলহিজ্জাহ্ ও 'আরাফার সিয়াম	১৯২
শবে বরাতের সিয়াম প্রমাণিত হয় না	১৯৩
প্রতি মাসে তিনটি সিয়ামের মাহাত্ম্য	১৯৪
সোম ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম রাখার বৈশিষ্ট্য	১৯৫
কেবলমাত্র জুমু'আহ্ ও শনিবারে সিয়াম নিষেধ	১৯৫
স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফ্‌ল রোযা নিষেধ	১৯৬
রজবের রোযা নিষেধ	১৯৭
রজবের রোযার জাল ফাযীলাত	১৯৭
সিয়ামে রমাযান ও হাশ্‌রের ময়দান	১৯৮
রমাযান ও 'আলিমদের তিলাওয়াতে কুরআন	১৯৯
রোযা রাখার রহস্য	২০০
জিহাদ ও সফরে রোযা পরিত্যাগ	২০১
প্রমাণপঞ্জী	২০৪

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিবেদন

প্রশংসা জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক মহান ও মহীয়ান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার জন্য। আমরা শুধু তাঁরই 'ইবাদাত করি আর তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। পৃথিবীর বুকে হিদায়াতের জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ.

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত :

১। এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর এ সাক্ষ্য দান করা যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রসূল,

২। সলাত প্রতিষ্ঠা করা,

৩। যাকাত প্রদান করা,

৪। রমাযানে সিয়াম (রোযা) পালন করা,

৫। এবং আল্লাহর ঘরের (কা'বাহ্ গৃহের) হাজ্জ করা।

সিয়াম বা রোযার বিধান ইসলামের একটি স্তম্ভ। এটা উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর পূর্ব হতেই ফার্‌য ছিল। ধনী-দরিদ্র সকল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের ওপর সিয়াম ফার্‌য। ইসলামী শারী'আতে সিয়ামকে পরিত্যাগ করার কোন বিধান নেই। সিয়াম দ্বারা তার ব্যক্তিগত জীবন, ক্ষুধা, পিপাসা ও কামশক্তি সহ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপরে তার নিয়ন্ত্রণ শক্তি ফিরে আসে। যেহেতু সিয়াম তাকে সংযমী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং জীবনকে

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
সুসংহত করে। ফলে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের প্রিয় বান্দা হবার পথ উন্মুক্ত হয়। আর যাবতীয় মানবীয় প্রয়োজনের উর্ধ্বে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার নির্দেশ পালনই স্থান পায়। তাই তার জীবন পথ এক অপরাজেয় বীর, সংযমী, মহৎ ও সাধু হবার পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলে। ফলে অন্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহর এক মুয়াহ্হিদ বান্দা হিসেবে নিজেকে সিরাতে মুসতাক্বীমের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর বুকে মুসলিম জাতির নেতৃত্বের সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত করার জন্যই এ সিয়ামের বিধান ফার্য করা হয়েছে।

মানবকুলের শ্রেষ্ঠ কৃতি সন্তান হিসেবে পৃথিবীর বুকে মুসলিম জাতির উত্থান হয়েছিল কল্যাণ ও মানবতার মহান পবিত্র দায়িত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এভাবেই পৃথিবীব্যাপী ইসলাম অন্যান্য সকল জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্বের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৩)

অপর আয়াতে আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজাল্লা বলেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾﴾

"রমাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।"

(সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫)

সুতরাং সিয়াম পালন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের এ বিধানের কোন ব্যতিক্রম নেই।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন অন্যত্র বলেন :

﴿وَمَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧﴾

"রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।" (সূরা আল হাশ্‌র ৫৯ : ৭)

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যে ব্যাপারে আমার কোন আদেশ নেই, সমর্থন নেই- তা পরিত্যক্ত বা বাতিল।
(বুখারী, মুসলিম)

আর সিয়াম অপরিহার্য হবার পর পরই তারাবীহ সংক্রান্ত বিষয় এসে যায়। এ প্রসঙ্গে 'হক' ও 'ইনসাফ'-এর সঙ্গে এ কথা বলতে হয় যে, কোন সহীহ হাদীসেই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিত্‌র সহ এগার রাক্'আতের বেশি তারাবীহ পড়ার প্রমাণ নেই।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবূ সালামাহ্ বিন 'আবদুর রহমান 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে জিজ্ঞেস করলেন :

كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهَا عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

মাদীনাহ্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুহসীন খান কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত সহীহুল বুখারীতে "তারাবীহ অধ্যায়"-এ বর্ণিত হাদীসটির হুবহু অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

Narrated Abu Salama bin Abdur Rahman : that he asked Aisha (Rh.). How was prayer of Allah's Apostle (Sm.) in Ramajan? She replied he did not pray more : than eleven Rakat in Ramajan or in any other month. [ইংরেজী অনুবাদ ৩/১২৮ পৃঃ]

"আবূ সালামাহ্ বিন 'আবদুর রহমান হতে বর্ণিত হয়েছে, 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, রমাযানে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত কেমন

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
ছিল? তিনি বললেন, রামাযানে অথবা অন্য কোন মাসে তিনি এগার রাক্'আতের বেশি পড়তেন না।" (সহীহুল বুখারী ৩/৪৫ পৃঃ)

অন্যত্র হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় : জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাসে আমাদেরকে নিয়ে আট রাক্'আত তারাবীহ এবং (তৎপর) বিত্র আদায় করালেন।

(ত্বাবারানী সগীর, আবূ ইয়া'লা, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মাহ্, মিরআত ১/২২৮ পৃঃ)

সায়িব ইবনে ইয়াযীদ ﷺ বলেন : 'উমার ফারূক ﷺ উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম দারী দুই সহাবীকে রমাযান মাসে এগার রাক্'আত (তারাবীহ) জামা'আতসহ আদায়ের হুকুম দিয়েছিলেন।

(মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক, মিশকাত ১১৫ পৃঃ)

আবূ সালামাহ্ বিন 'আবদুর রহমান 'আয়িশাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানে কিরূপে সলাত আদায় করতেন? মা 'আয়িশাহ্ বললেন, রমাযান অথবা অন্য কোন মাসে রসূলুল্লাহ ﷺ এগার রাক্'আতের অতিরিক্ত সলাত আদায় করতেন না। (সহীহ মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ)

অপর দিকে আমাদের কেউ কেউ আবী শায়বাহ্ ও বায়হাক্বীতে বর্ণিত ২০ রাক্'আত তারাবীহ আদায় করেন। যেমন মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা, ৭৬৮৫ নং হাদীসে বর্ণিত এসেছে।

عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِيْ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

অথচ ঐ রিওয়ায়াত সম্পর্কে হানাফী ফিক্হের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'হিদায়া'র ব্যাখ্যা লেখক ইবনে হুমাম (রহ.) বলেন, "উক্ত হাদীসটি দুর্বল এবং বুখারী-মুসলিমে রিওয়ায়াতকৃত সঠিক ও বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী।"

(ফাতহুল কাদীর ১/২০৫ পৃঃ)

ইবনে হুমাম (রহ.) হানাফী আরও বলেন : "নিশ্চয় রমাযানের তারাবীহ জামা'আতের সাথে এগার রাক্'আতই সুন্নাত যা মহানাবী ﷺ নিজে পড়িয়েছেন।" (মিসকুল খিতাম ১/২৪৮ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিদায়াতে বর্ণিত হাদীসসমূহের ভুল-ত্রুটি যাচাইকারী হানাফী পণ্ডিত 'আল্লামাহ্ যায়লা'ঈ (রহ.) বলেন, ২০ রাক্'আতের হাদীসটি দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিরোধী।

(নাসবুর্ রায়াহ ২/১৫৩ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ তাহতাভী ও 'আল্লামাহ্ আবূ সঊদ (রহ.) হানাফী বলেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ) ২০ রাক্'আত আদায় করেননি। বরং ৮ রাক্'আত আদায় করেছেন। (তাহতাভী'র হাশিয়া "দুর্রে মুখতার" ১/২১৬ পৃঃ, ফাতহুল মু'ঈন শারহে কান্য ২৫৬ পৃঃ)

মুহাদ্দিস শায়খ 'আবদুল হক দেহলভী (রহ.) হানাফী বলেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে ২০ রাক্'আত প্রমাণিত নেই। যেমন তা বাজারে প্রচলিত। কিন্তু ইবনে আবী শায়বাহ্'র রিওয়ায়াতে যে ২০ রাক্'আত আছে তা দুর্বল ও সহীহ হাদীসের বিপরীত।

(ফাত্হ সির্রিল মান্নান লিতায়ীদে মাযহাবীন নু'মান ৩২৭ পৃঃ)

দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওঃ কাসিম নানুতবী (রহ.) বলেন : এগার রাক্'আত সরওয়ারে দু'আলম (ﷺ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত। যা ২০ রাক্'আতের তুলনায় জোরদার। (ফয়ুযে কাসিমিয়াহ ১৮ পৃঃ)

হাদীসশাস্ত্রের পণ্ডিত 'আল্লামাহ্ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) হানাফী বলেন : নাবী (ﷺ) থেকে সহীহ হাদীস দ্বারা আট রাক্'আত প্রমাণিত। ২০ রাক্'আত তাঁর থেকে পাওয়া যায়। তবে এ হাদীস দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। (আরফুশ্ শাযী ৩২০ পৃঃ)

মোল্লা 'আলী ক্বারী (রহ.) হানাফী বলেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিত্র সহ ১১ রাক্'আত সলাত সহাবীগণকে আদায় করিয়েছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। (মিরকাত ১/১৭২ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ 'আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহ.) হানাফী বলেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে তিন রাতে সহাবীদের নিয়ে তারাবীহ পড়েছেন তা ছিল ৮ রাক্'আত ও ৩ রাক্'আত বিত্র। (উমদাতুর্ রিয়ায়া ২/২০৭ পৃঃ)

শায়খ রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (রহ.) হানাফী বলেন : ১১ রাক্'আত তারাবীহ রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে প্রমাণিত ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

(রিসালা আল-হাককুস সারীহ ২২ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভারতরত্ন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'আমাল দ্বারা তারাবীহ ১১ রাক্'আত প্রমাণিত।

(মুসাফ্ফা শারহে মুয়াত্ত্বা ১/১৭৭ পৃঃ)

সহীহুল বুখারীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্য গ্রন্থে হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন : ইবনে আবী শায়বাহ্, ইবনে 'আব্বাস হতে ২০ রাক্'আতের যে রিওয়ায়াত করেছেন তার সনদ দুর্বল এবং বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীসের প্রতিকূল। (ফাতহুল বারী ৩/১৮১ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ যায়লা'ঈ (রহ.) হানাফী বলেন : উল্লেখিত হাদীসটি আবূ শায়বাহ্ ইব্রাহীম বিন উসমানের কারণে দূষিত হয়েছে। কারণ তার য'ঈফ হওয়া সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ নেই।

(নাসবুর রায়াহ ১/২৯৩ পৃঃ)

রিজালশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে : ইমাম দারিমী ইবনে মুঈনের উক্তি উদ্ধৃতি করেন যে, "আবূ শায়বাহ্ বিশ্বস্ত নয়।"

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন : "তিনি য'ঈফ।"

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন : "তার হাদীস পরিত্যাজ্য।"

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন : "তার হাদীস দূষণীয়।"

ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন : "তার হাদীস বর্জনীয়।"

আবূ হাতিম (রহ.) বলেন : "হাদীসশাস্ত্রে তিনি দুর্বল, বিদ্বানগণ তার হাদীস বর্জন করেছেন।" (মিনানুল ই'তিদাল ১/২১ পৃঃ, তাহযীবুত্ তাহযীব ১/১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন অপর আয়াতে বলেন :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"

(সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৩৬)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন অপর আয়াতে বলেন :

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾

"বল, 'আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তো কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।"

(সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৩২)

পাঠক! এমতাবস্থায় আপনিই সঠিক ও সত্যকে নিজের বিবেক দিয়ে অনুধাবন করুন। কারণ দীনের প্রতিটি কার্যসমূহ রসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে আছে। তার এতটুকু ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য 'আমালকে পরিপূর্ণ করে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। কেননা আপনার দরজায় কখন কোন্ মুহূর্তে সকাল কিংবা সন্ধ্যায় মৃত্যুর ফেরেশতা এসে উপনীত হবে। আর সেদিন আপনার 'আমলের সকল কার্যক্রম চিরদিনের জন্য সমাপ্ত হবে। সেদিন শুধরানোর কোন রাস্তা থাকবে না।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿٢٥٧﴾﴾

"যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকে নিয়ে যান।" (সূরা বাক্বারাহ্ ২ : ২৫৭)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"- আমীন!

২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭ 'ঈসায়ী

আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
ডেপুটি ডাইরেক্টর
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবতরণিকা

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِىْ وَفَّقَنَا لِتَأْلِيْفِ هٰذَا الْكِتَابِ فِى الصِّيَامِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْأَنَامِ الَّذِىْ فَصَّلَ لَنَا جَمِيْعَ مَسَائِلَ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ وَرِضْوَانَ اللهَ عَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَرَحْمَتَهٗ عَلٰى مُبَلِّغِى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلٰى دُخُوْلِ الْجَنَّةِ دَارِ السَّلَامِ.

সর্বপ্রথম তাঁরই সব রকম প্রশংসা ও হাম্‌দ যাঁর অপার কৃপায় প্রকাশিত হল এ বইটি। অতঃপর শতকোটি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি যিনি ইসলামের সমস্ত বিষয় আমাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেছেন। মহান আল্লাহর আশিস পণ্ঢাবিত হোক তার মহান বংশধর ও সহাবায়ে কিরামের ওপর এবং করুণাময়ের অপার কৃপা ঝরে পড়ুক কুরআন ও হাদীসের প্রচারকদের ওপর।

ইসলামের পঞ্চম ভিত্তির তৃতীয় বুনিয়াদ রমাযানের সিয়াম। এ সিয়াম যাদের উপর ফার্‌য তারা যদি একটি রোযাও বিনা কারণে ইচ্ছাকৃত না করে তাহলে সারা জীবনও সিয়াম রাখলে ঐ ভাঙ্গা রোযাটির কাফফারা বা শরীআতী খেসারত হবে না।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্‌, দারিমী, মিশকাত)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রমাযানের রোযার গুরুত্ব কত ব্যাপক ও অপরিসীম।

এহেন গুরুত্বপূর্ণ রমাযানের রোযা সম্পর্কে বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজি প্রভৃতি ভাষাতে আজ পর্যন্ত এমন একটি বই লেখা হয়নি যাতে রোযা সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় লেখা থাকবে। ফলে ঐ বইটি পড়ে কুরআন ও হাদীসে অনভিজ্ঞ একজন আধুনিক শিক্ষিত এবং সাধারণ জনগণও

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
উপকৃত হতে পারে। ইতোপূর্বে কোনরূপ কাজ চালানের মত কিছু বই রোযার ব্যাপারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ঐ সব বই দ্বারা জ্ঞানপিপাসুরা তৃপ্ত হতে পারেন না বলে তাঁরা রোযার বিভিন্ন মাসআলা কোন না কোন যোগ্য 'আলিমকে মুখে মুখে প্রশ্ন করে জেনে নিতে বাধ্য হন। অনেক 'আলিমও তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হিমশিম খেয়ে যান। বিশেষ করে যখন তাঁদের নিকট থেকে কোন মাসআলার প্রমাণে কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স চাওয়া হয়।

উক্ত বিবিধ কারণে এবং ধর্মপরায়ণ জনগণের আন্তরিক চাহিদার নিরিখে আমি এ সিয়াম ও রমাযান– বইটি লেখার প্রয়োজনবোধ করি। এ বইটি দ্বারা জনগণ উপকৃত হলে এবং আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা এটাকে ক্বূল করলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴿٤٤﴾﴾

"তোমরা যদি কোন বিষয় না জান তাহলে আহলে যিক্‌র বা কুরআন ও হাদীসে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর– মৌখিক দলীল ও লিখিত প্রমাণ সহকারে।" (সূরা আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ৪৩-৪৪)

এ আয়াতের প্রত্যক্ষ নির্দেশ অনুসারে যে কোন প্রশ্নকারীর অবশ্য কর্তব্য হল দলীল সহকারে উত্তর চাওয়া। তেমনি এ আয়াতেরই পরোক্ষ নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক উত্তর দাতারই উচিত প্রমাণ সহকারে উত্তর দেয়া। তাই আমি এ বইয়ে রোযা ও রমাযান সংক্রান্ত মাসআলার প্রমাণে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ও ফাতাওয়া প্রভৃতি একশ গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়েছি যাতে কেউ দ্বিধাগ্রস্ত না হন, বরং সন্দেহমুক্ত হন।

আমি আমার জ্ঞানে এ বইয়ে প্রতিটি মাসআলাই সঠিক লিখেছি। কিন্তু মহানবী ﷺ বলেন : প্রত্যেক আদম-সন্তান ভুলকারী এবং সেরা ভুলকারী সে নিজের ভুলটা যে স্বীকার না করে।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারিমী, মিশকাত ২০৪ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ হাদীস অনুযায়ী আমার অজান্তে এতে কোন ভুলও থাকতে পারে। অতএব কোন তত্ত্বদর্শী মহান ব্যক্তি যদি ঐ ভুলটা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে আমাকে জানান তাহলে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ভুলটা শুধরে নেব ইন্‌শা-আল্ল-হ।

আরবী সিয়াম শব্দের যথাযথ বাংলা কোন প্রতিশব্দই নেই। ফারসী রোযা শব্দটি সিয়ামের প্রকৃত ভাব প্রকাশক নয়। কিন্তু বাংলা ও উর্দূভাষী জনগণ 'রোযা' শব্দ দ্বারা সিয়ামই বোঝেন। তাই আমি মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে বইটির নাম 'সিয়াম' শব্দটি ইচ্ছাকৃত ব্যবহার করেছি এবং ঠিক না হলেও জনগণের বোঝার সুবিধার্থে বইটির ভিতরে রোযা শব্দটি লিখতে বাধ্য হয়েছি।

এ বইটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য জাতির কল্যাণকামী ও সংস্কারবাদীরা আন্তরিক সুপরামর্শ দিলে বাধিত হব। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদের সবাইকে তাঁর মনোঃপুত কাজ করার তাওফীক্ব দিন– আমীন!

২৪শে অক্টোবর
১৯৮৮ 'ঈসায়ী

সিয়ামের শাফা'আত কামনাকারী
শেখ আইনুল বারী আলিয়াবী

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিয়ামের ইতিহাস

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ.

"ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর।"

তন্মধ্যে একটি রমাযানের সিয়াম। আরবী 'সিয়াম' শব্দের যথার্থ ভাব প্রকাশক শব্দ বাংলা ভাষায় নেই। যদিও কেউ কৃচ্ছ্রসাধনা ও উপবাস প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সিয়ামের ভাব প্রকাশ করে। সিয়ামের প্রতিশব্দ হিসেবে ফারসী ভাষাতে 'রোযা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যদিও তা সিয়ামের সঠিক ভাব প্রকাশক শব্দ নয়। 'রোযা' শব্দ দ্বারা সিয়ামের প্রকৃত ভাব প্রকাশ পাক বা না পাক, বাংলার মুসলিমগণ 'রোযা' শব্দটি দ্বারা সিয়ামই বোঝে। কিন্তু সিয়াম বললে বেশীর ভাগ লোকই বুঝতে পারেন না যে, এ আবার কী জিনিস। তাই আমি সিয়ামের বদলে রোযা শব্দটিই বাধ্য হয়ে ব্যবহার করছি।

আরবী 'সিয়াম' শব্দের শাব্দিক অর্থ বিরত হওয়া এবং শারী'আতের পরিভাষায় সিয়াম হল কতিপয় বিশেষ শর্তসাপেক্ষে বিশেষ বিষয় হতে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষভাবে বিরত থাকা। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২)

এ রোযা কবে থেকে চালু হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ পাওয়া খুবই মুশকিল। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴿١٨٣﴾﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফার্‌য করা হল যেমন তোমাদের পূর্বেকার লোকেদের ওপর ফার্‌য করা হয়েছিল।"

(সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৩)

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ওপরও রোযা ফার্‌য ছিল।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আদম আলায়হিস সালাম-এর সিয়াম

কোন কোন সুফী উল্লেখ করেছেন যে, আদম আলায়হিস সালাম যখন নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন এবং তারপর তাওবাহ করেছিলেন তখন ৩০ দিন পর্যন্ত তাঁর তাওবাহ ক্ববূল হয়নি যতক্ষণ তার শরীরে ঐ ফলের কিছু অংশ ছিল। অতঃপর তাঁর দেহ যখন তাথেকে পাক পবিত্র হয়ে যায় তখন তাঁর তাওবাহ ক্ববূল হয়। তারপর তাঁর সন্তানদের উপরে ৩০টি রোযা ফার্‌য করে দেয়া হয়। হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন, একথা প্রমাণে সনদ চাই। কিন্তু এর কোন দলীল পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা)

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম রোযা কে রেখেছিলেন– এ ব্যাপারে সাধক চূড়ামণি শায়খ 'আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, যির্‌ ইবনে হুবায়শ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশিষ্ট সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আইয়্যামে বীয (চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে আইয়্যামে বীয বলে) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা আদম আলায়হিস সালাম-কে একটি ফল খেতে মানা করেছিলেন। কিন্তু আদম আলায়হিস সালাম সেই ফল খেয়ে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নেমে আসতে বাধ্য হন। সে সময় তাঁর দেহের রং কালো হয়ে যায়। ফলে তাঁর এ দুর্দশা দেখে ফেরেশতাগণ কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! আদম তোমার প্রিয় সৃষ্টি!! তুমি তাঁকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলে, আমাদের দ্বারা তাকে সিজদাও করালে, আর একটি মাত্র ভুলের জন্য তার গায়ের রং কালো করে দিলে? তাদের জবাবে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা আদম আলায়হিস সালাম-এর কাছে এ ওয়াহী পাঠালেন, তুমি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়াম রাখ। আদম আলায়হিস সালাম তা-ই করলেন। ফলে তাঁর দেহের রং আবার উজ্জ্বল হল। এ জন্যই এ তিনটি দিনকে আইয়্যামে বীয বা উজ্জ্বল দিন বলে।

(গুন্‌ইয়াতুত্ ত-লিবীন [বাংলা অনুবাদ], ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭)

'আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) উক্ত বিষয়টির প্রমাণে কোন হাদীস বা তফসীরের উদ্ধৃতি দেননি। সুতরাং বিষয়টি কতটা সত্য তা চিন্তা

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
সাপেক্ষ। ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ও সফরে আইয়্যামে বীযে কখনো সিয়াম না করে থাকতেন না।

(নাসায়ী, মিশকাত ১৮০ পৃষ্ঠা)

নূহ আলায়হিস সালাম-এর সিয়াম

আদম আলায়হিস সালাম-এর পর নূহ আলায়হিস সালাম-কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। এঁর যুগেও সিয়াম ছিল। কারণ, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নূহ আলায়হিস সালাম ইয়াওমুল ফিত্‌র ও ইয়াওমুল আয্‌হা ছাড়া সারা বছর রোযা রাখতেন।

(ইবনে মাজাহ্ ১২৪ পৃষ্ঠা)

মু'আয, ইবন মাস্‌'উদ, ইবনে 'আব্বাস, 'আত্বা, ক্বতাদাহ্ ও যাহ্হাক রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, নূহ আলায়হিস সালাম-এর যুগ থেকে প্রত্যেক মাসে তিনটি করে সিয়াম ছিল। পরিশেষে রমাযানের এক মাস সিয়ামের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তা রহিত করে দেন।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৪)

ইবনে কাসীর (রহ.)-এর এ বর্ণনা প্রমাণ করে যে, নূহ আলায়হিস সালাম-এর যুগ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত রমাযানের সিয়াম ফার্‌য হবার আগে কমপক্ষে তিনটি করে সিয়াম ফার্‌য ছিল।

ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম ও বিভিন্ন জাতির সিয়াম

নূহ আলায়হিস সালাম-এর পরে নামকরা নাবী ছিলেন ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম। তাঁর যুগে ক'টা রোযা ছিল তার কোন বর্ণনা আমি পাইনি। তবে উপরের বর্ণনা দ্বারা এটা অবশ্যই অনুমান করা যায় যে, ইবরাহীমের আলায়হিস সালাম যুগে ৩০টি সিয়াম ছিল বলে কেউ কেউ লিখেছেন, কিন্তু তারা কোন প্রমাণ দেননি। সে জন্য আমি ঐসব লেখকদের ওপরে আস্থা রাখতে পারিনি। ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম-এর কিছু পরের যুগ বৈদিক যুগ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বেদ-এর অনুসারী ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও ব্রত অর্থাৎ উপবাস ছিল। প্রত্যেক হিন্দী মাসের ১১ তারিখে ব্রাহ্মণদের ওপর 'একাদশীর' উপবাস রয়েছে। এ হিসেবে তাদের উপবাস ২৪টি হয়। কোন কোন ব্রাহ্মণ কার্তিক মাসে

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
প্রত্যেক সোমবারে উপবাস করেন। কখনো কখনো হিন্দু যোগীরা ৪০দিন পানাহার ত্যাগ করে চল্লিশে ব্রত পালন করেন। হিন্দুদের মত জৈনরাও উপবাস রাখেন। তাদের মতে সুদীর্ঘ ৪০ দিন ধরে একটি করে উপবাস হয়। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের জৈনরা কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতি বছরে একটি করে উপবাস রাখেন। প্রাচীন মিসরীরাও উপবাস করতো। গ্রীস দেশে কেবল মেয়েরা থিমসোফিয়ার ৩রা তারিখে উপবাস করতো। পার্সীদের ধর্মগ্রন্থের একটি শ্লোক দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের ধর্মেও উপবাস ছিল। বিশেষ করে তাদের ধর্মগুরুদের জন্য পাঁচ সালা উপবাস জরুরী ছিল।
(ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা ১০ম খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা; সীরাতুন্ নাবী ৫ম খণ্ড ২৮৬ পৃষ্ঠা)

ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম-এর পর কিতাবধারী প্রসিদ্ধ নাবী মূসা আলায়হিস সালাম। তাঁর যুগেও সিয়াম ছিল। ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় (হিজরত করে) এসে ইয়াহূদীদেরকে 'আশূরার দিনে (মুহাররম চাঁদের ১০ তারিখে) রোযা অবস্থায় পেলেন। তাই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকে তোমরা কিসের রোযা করছো? তারা বলল, এটা সেই মহান দিন যেদিনে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা মূসা আলায়হিস সালাম ও তাঁর কওমকে মুক্ত করেছিলেন এবং ফির'আওন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। ফলে শুকরিয়াস্বরূপ মূসা আলায়হিস সালাম ঐদিনে রোযা রেখেছিলেন। তাই আমরা আজকে ঐ রোযা করছি। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮০ পৃষ্ঠা)

ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে আছে, মূসা আলায়হিস সালাম তূর পাহাড়ে ৪০ দিন পানাহার না করে কাটিয়েছিলেন। তাই ইয়াহূদীরা সাধারণভাবে মূসা আলায়হিস সালাম-এর অনুসরণে ৪০টি সিয়াম রাখা ভালো মনে করতো। কিন্তু ওর মধ্যে ৪০তম দিনটিতে তাদের উপর রোযা রাখা ফার্‌য ছিল। যা ইয়াহূদীদের ৭ম মাস তিসরিনের ১০ম তারিখে পড়তো। এ জন্য ঐদিনটিকে 'আশূরাহ বা ১০ম দিন বলা হয়। এ 'আশূরার দিনে মূসা আলায়হিস সালাম তাওরাতের ১০টি বিধান পেয়েছিলেন। এ কারণেই তাওরাতে ঐদিনের রোযার অত্যন্ত তাগিদ এসেছে। এছাড়াও ইয়াহূদী সহীফাতে অন্যান্য রোযারও স্পষ্ট হুকুম রয়েছে। (সীরাতুন্ নাবী ৫ম খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

ব্যবিলনে বন্দী যুগে শোক ও মাতম প্রকাশের জন্য ইয়াহূদীরা রোযা রাখতো। কোন বিপদের আশঙ্কা থাকলে কিংবা কোন গণৎকার ইলহাম ও

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রস্তুতিকল্পেও রোযা রাখতো। যখন তারা মনে করত যে, আল্লাহ তাদের প্রতি নারায হয়ে গেছেন তখনও তারা রোযা রাখতো। দেশে যখন কোন মহামারী ও বিপদ আসতো কিংবা দুর্ভিক্ষ দেখা দিত অথবা বাদশাহ কোন বড় অভিযানে বের হতেন তখনও রোযা রাখতো। এ সব সিয়ামের সংখ্যা ছিল পঁচিশ। বছরের ১লা তারিখে অনেক ইয়াহূদীদের মধ্যে রোযার প্রচলন আছে। ইয়াহূদীদের রোযা সূর্যোদয়ের সময় থেকে শুরু হয়ে রাতে প্রথম তারকা উদয় পর্যন্ত চলতো। কাফফারাহ্ বা শার'ঈ জরিমানার রোযার নিয়ম অবশ্য আলাদা। মে মাসের ৯ম তারিখে ইয়াহূদীরা রোযা রাখে। এ রোযা সন্ধ্যা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। সাধারণ রোযার জন্য তাদের বিশেষ কোন নিয়ম-কানুন নেই। অর্থাৎ এদিনে গোশত ও মদ পান নিষিদ্ধ। (জিউশ ইনসাইক্লোপেডিয়া দ্রষ্টব্য)

উপরের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মূসা আলায়হিস সালাম-এর যুগে এবং তাঁর আগে ও পরে ইয়াহূদীদের মধ্যে রোযার প্রচলন ছিল।

দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর সিয়াম

মূসা আলায়হিস সালাম-এর পর কিতাবধারী বিখ্যাত নাবী ছিলেন দাউদ আলায়হিস সালাম। তাঁর যুগেও রোযার প্রচলন ছিল। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন : আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা দাউদ আলায়হিস সালাম-এর রোযা। তিনি (আলায়হিস সালাম) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিনা সওমে থাকতেন। (নাসায়ী ১ম খণ্ড ২৫০ পৃষ্ঠা; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৯ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ দাউদ আলায়হিস সালাম অর্ধেক বছর রোযা রাখতেন এবং অর্ধেক বছর বিনা সওমে থাকতেন।

'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর সিয়াম

দাউদ আলায়হিস সালাম-এর পর কিতাবধারী বিশিষ্ট নাবী হলেন 'ঈসা আলায়হিস সালাম। তাঁর যুগে এবং তাঁর জন্মের আগেও রোযার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআনে আছে, 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর যখন জন্ম হয় তখন লোকেরা তাঁর মা মারইয়ামকে তাঁর জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন,

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾﴾

"আমি করুণাময়ের উদ্দেশে মানতের রোযা রেখেছি। সুতরাং আজকে আমি কোন মানুষের সাথে মোটেই কথা বলব না।"

(সূরা মারইয়াম ১৯ : ২৬)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) ও তাঁর উম্মাত (অনুসারী সম্প্রদায়) রোযা রাখতেন।

'ঈসা (আলায়হিস সালাম) জঙ্গলে ৪০ দিন সিয়াম রেখেছিলেন। একদা 'ঈসা (আলায়হিস সালাম)-কে তাঁর অনুসারীরা জিজ্ঞেস করে যে, আমরা অপবিত্র আত্মাকে কি করে বার করব? জবাবে তিনি বলেন, তা দু'আ ও রোযা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বের হতে পারে না।

(মথি ৭-৬৬; সীরাতুন্ নাবী ৫ম খণ্ড, ২৮৭-২৮৮ পৃষ্ঠা)

সৈয়দ আবুল হাসান 'আলী নাদভী লিখেছেন, মূসা (আলায়হিস সালাম) এর যুগে যে সিয়াম ফরযের পর্যায়ে ছিল 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) নিজে সিয়ামের কোন বিধিনিষেধ দিয়ে যাননি। তিনি শুধু সিয়ামের নীতি ও কিছু নিয়ম বর্ননা করেন এবং তার ব্যাখ্যা ও সমন্বয়ের ভার গির্জাওয়ালাদের উপর ছেড়ে দেন। খৃষ্টীয় ২য় শতক থেকে ৫ম শতকের মধ্যে খ্রীস্টানদের সিয়ামের নিয়মকানুন তৈরির বেশির ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে ইস্টার এর পূর্বে দুটি দিন সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট হয়। উক্ত দু'টি সিয়ামই অর্ধেক রাতে শেষ হত। ঐ দিনে যারা অসুখে থাকতো তারা শনিবারে রোযা রাখতে পারতো।

খৃষ্টীয় ৩য় শতকে সিয়ামের দিন নির্দিষ্ট করা হয়। তখন ইফত্বারের সময়েও মতভেদ ছিল। কেউ মোরগ ডাক দিলে ইফত্বার করতো, আবার কেউ অন্ধকার খুব ছেয়ে গেলে রোযা ভাঙ্গতো। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক পর্যন্ত ৪০টা সিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায়। রোমকদের সিয়াম , আলেকজান্দ্রিয়ান লাসানদের সিয়ামের তুলনায় অন্যরূপ হত। সংশোধন যুগের পর ইংল্যান্ডের গির্জাগুলো সিয়ামের দিন নির্দিষ্ট করে। কিন্তু সিয়ামের নিয়মাবলী ও বিধিনিষেধ সায়িমের বিবেক ও দায়িত্বানুভূতির উপর ছেড়ে দেয়া হয়। অবশ্য ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, প্রথম জেমস ও এলিজাবেথের যুগে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সিয়ামের দিনগুলোতে গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
ঘোষণা করে। তারা এর কারণ দর্শান যে, মাছ শিকার ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং ওর দ্বারা উপকৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ('ইল্‌মী ইন্তেখাব ডাইজেস্ট, রমাযান সংখ্যা, ৫৯-৬২ পৃষ্ঠা)

জাহিলী আরবদের সিয়াম

'ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পর শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগ। তাঁর (ﷺ) নাবী হবার পূর্বে আরবের মুশরিকদের মধ্যেও সিয়ামের প্রচলন ছিল।

যেমন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ «مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

"'আশূরার দিনে কুরাইশরা জাহিলী যুগে রোযা রাখতো এবং রসূলুল্লাহ ﷺ জাহিলী যুগে ঐ রোযা রাখতেন। অতঃপর যখন তিনি মাদীনায় আসেন তখনও ঐ রোযা নিজে রাখেন এবং (সহাবীদেরকে) রোযা রাখার শুকুম দেন। পরিশেষে রমাযানের সিয়াম যখন ফার্‌য হয় তখন তিনি 'আশূরার রোযা ছেড়ে দেন।"

(মুসলিম ১১২৫, বুখারী ১৫৯২, তিরমিযী ৭৫৩, আবূ দাউদ ২৪৪২, ইবনে মাজাহ্ ১৭৩৩)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ইসলামের পূর্বে জাহিলী যুগেও আরবদের মধ্যে রোযা প্রচলন ছিল। জাহিলী যুগে মাক্কার কাফিরদের রোযা রাখা সম্বন্ধে দু'টি মত পাওয়া যায়।

প্রথম মতে 'আশূরার দিনে কা'বাহ্ গৃহে নতুন গিলাফ চড়ানো হত। তাই আরবরা ঐদিনে রোযা রাখতো। (মুসনাদ আহমাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

অন্য মতে হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন, একদা এ রোযার ব্যাপারে ইকরামাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশরা একবার কোন পাপ করে। অতঃপর তাদের মনে ঐ পাপটা খুব বড় মনে হয়। তখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা 'আশূরার রোযা রাখ তাহলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপরোক্ত সমস্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, রমাযানের একমাস সিয়াম ফার্‌য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাক্কার কাফির, মাদীনার ইয়াহূদী, রোমের খ্রীস্টান, ভারতের হিন্দু ও জৈন, গ্রীসের গ্রীক ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যে সিয়ামের প্রচলন ছিল। অতঃপর ঐসব সিয়াম পালনকারী জাতির প্রতি ইঙ্গিত করে উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর রমাযানের সিয়াম ফার্‌য করা হল। যেমন তোমাদের পূর্বেকার লোকেদের ওপর তা ফার্‌য করা হয়েছিল। (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৩)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বেকার লোকেদের ওপরও রোযা ফার্‌য ছিল। কিন্তু পূর্বেকার লোকেদের ওপর কোন্ রোযা ফার্‌য ছিল সে সম্পর্কে কুরআনে কোন উল্লেখ নেই। হাদীস বা ইতিহাস দ্বারাও জানা যায় না যে, আদম আলায়হিস সালাম, নূহ আলায়হিস সালাম, ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম প্রমুখদের ওপর কোন রোযাটি ফার্‌য ছিল। এ ব্যাপারে হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন, সালাফরা এ বিষয়ে একমত নন যে, রমাযানের সিয়াম ফার্‌য হবার পূর্বে লোকেদের ওপর কোন্ রোযা ফার্‌য ছিল কি না? জমহূর (অধিকাংশ 'আলিম) ও শাফি'ঈদের প্রসিদ্ধ মত এই যে, রমাযানের পূর্বে কোন সিয়ামই কখনো ওয়াজিব বা অপরিহার্য ছিল না। অন্য মতে যা হানাফীদেরও মত, সর্বপ্রথমে 'আশূরার রোযা ফার্‌য ছিল। অতঃপর রমাযানের সিয়াম ফার্‌য হলে 'আশূরার রোযা রহিত হয়ে যায়।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

এ সম্পর্কে ১৩ শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান খান (রহ.) বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে প্রত্যেক মাসে ৩টি সিয়াম এবং 'আশূরার রোযা ওয়াজিব ছিল। তারপর রমাযানের সিয়াম ফার্‌য হবার কারণে ঐ সিয়াম রহিত হয়ে যায়। ইমাম বুখারী তদীয় তারীখে এবং ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ বলেন : খ্রীস্টানদের ওপর রমাযানের একমাস সিয়াম ফার্‌য ছিল। অতঃপর তাদের এক বাদশাহ অসুখে পড়ে। তখন তারা বলে যে, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন যদি একে আরোগ্য দান করেন তাহলে আমরা আরো ১০টা সিয়াম অবশ্যই বাড়িয়ে দেব। তারপর তাদের আর এক বাদশাহ গোশ্‌ত খেলে তার মুখে খুব বেদনা হয়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন যদি আমাকে

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
রোগমুক্ত করেন তাহলে আমি ৭টা সিয়াম নিশ্চয় বাড়িয়ে দেব। এরপর অন্য এক বাদশাহ এসে বলেন এ তিনটি সিয়াম আমরা না ছেড়ে ৫০ পুরো করে দেব এবং আমরা আমাদের সিয়াম বসন্তকালে করব। অতঃপর তিনি তাই করেন। ফলে ৫০টি সিয়াম পুরো হয়ে যায়।

(ফাতহুল বায়ান ১ম খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

'আল্লামাহ্ আবূ সউদ (রহ.) বলেন, বর্ণিত আছে রমাযানের সিয়াম ইয়াহূদী ও নাসারা উভয়েরই উপরে ফার্য ছিল। কিন্তু ইয়াহূদীরা সব সিয়াম ছেড়ে দিয়ে সারা বৎসরের যে কোন ১টি দিনে রোযা রাখতে থাকে। তারা মনে করে যে, ঐদিন ফির্'আওন ডুবে মরেছিল। এ ব্যাপারে তারা মিথ্যাবাদী। কারণ, ঐ দিনটি ছিল 'আশূরার দিন, বৎসরে যে কোন ১টি দিন নয়। আর খ্রীস্টানরা রমাযানে সিয়াম পালন করতে থাকে। অতঃপর তারা একবার রমাযানের প্রচণ্ড রোযা (ক্ষুধা) পায়। ফলে তাদের 'আলিমরা গ্রীষ্ম ও শীতের মাঝখানে একটি ঋতুতে ঐ সিয়ামকে সীমাবদ্ধ করতে একমত হয়। অতঃপর তারা ওকে বসন্তকালে রেখে দেয় এবং সেই সাথে আরো ১০টি সিয়াম বাড়িয়ে দেয় তাদের ঐ মনগড়া কার্যকলাপের কাফফারা হিসেবে। তারপর তাদের এক বাদশাহ অসুখে পড়ে কিংবা তাদের মধ্যে দু'টি মৃত্যু সংঘটিত হয় তখন তারা আরো ১০টি সিয়াম বাড়িয়ে দেয়। ফলে ৫০টি সিয়াম হয়ে যায়।

(তাফসীর আবূ সউদ ১ম খণ্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, তাদের এক বাদশাহ অসুখ পড়ায় মানত করে ৭টি রোযা বাড়ান। তারপর আর এক বাদশাহ বলেন এ ৩টির কী হল। তাই ৫০টি পুরো করে দেন। এ রিওয়ায়াতটি হাসান থেকে বর্ণিত।

(তাফসীরে কাবীর ২য় খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)

ইবনে আবী হাতিম হতে ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার আগে অন্যান্য উম্মাতদের উপরেও রমাযানের সিয়াম ফার্য করেছিলেন। কিন্তু এ রিওয়ায়াতের সনদে একজন রাবী মাজহূল বা অজ্ঞাত পরিচয় আছেন। (ইরশা-দুস সা-রী ৩য় খণ্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, আগের উম্মাতদের ওপরেও পুরো একমাস সিয়াম ফার্‌য ছিল। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা)

যা হোক নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগে অন্যান্য নাবীর উম্মাতের ওপরে রমাযানের সিয়াম ফার্‌য থাক বা না থাক আমাদের ওপর রমাযানের একমাস সিয়াম ফার্‌য করা হয়েছে।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾﴾

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ (রমাযান) মাস পাবে সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে।" (সূরা বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫)

ইসলামী সিয়াম

দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে এ আয়াত নাযিল হয় এবং তার পরের মাস রমাযান থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার ফার্‌য সিয়াম চালু হয়। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, যখন এ সিয়ামের নির্দেশ প্রথম চালু হয় তখন আমাদের সিয়ামের নির্দেশ খ্রীস্টানদের মতই ছিল।

(তাফসীরে তাবারী ২য় খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা)

বুখারী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী প্রভৃতিতে বারা ইবনে 'আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের বাদ ইফত্বার করার পর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস এশা পর্যন্ত জায়িয ছিল। যদি কেউ তারও আগে ঘুমিয়ে পড়তো তাহলে তার উপর খাওয়া দাওয়া ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত। সে ঘুম থেকে উঠে আর পানাহার করতে পারত না। ঐ রাত ও পরের দিন না খেয়ে সিয়াম অবস্থায় কাটিয়ে মাগরিবের সময় তার জন্য পানাহার হালাল হত। এমন পরিস্থিতিতে ক্বায়স ইবনে সিরমাহ্ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার সিয়াম অবস্থায় দিন ভর চাষের কাজ করে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরেন। অতঃপর বিবিকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না। তবে আমি যাই এবং কিছু খুঁজে আনি। তাঁর বিবি গেলেন। এদিকে তাঁর চোখ লেগে যায়। ফলে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর বিবি এসে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে আফসোস করতে

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
লাগলেন। এভাবে সারা রাত ও পরের দিন না খেয়ে থাকা যায় কি? তাই পরের দিন দুপুর বেলায় তিনি বেগুঁশ হয়ে পড়লেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ খবর দেয়া হল। এদিকে এ ঘটনা ঘটল আবার অন্যদিকে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক রাতে ঘুমাবার পরও স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেন। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে দুঃখ ও আক্ষেপ করে নিজের ভুলের কথা শোনালেন। ফলে সূরা বাক্বারার ১৮৭ নং আয়াত নাযিল হল।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿١٨٧﴾﴾

"সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে, তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন এবং অপরাধ ক্ষমা করলেন।

সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর।" (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৭)

ফলে মাগরিব থেকে সুবহে সাদিক্ব পর্যন্ত রমাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হল। এ জন্য সহাবীরা খুব খুশী হলেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা)

সারকথা এই যে, আদম (আলায়হিস সালাম) থেকে 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) পর্যন্ত সমস্ত উম্মাতের জন্য সিয়ামের নির্দেশ ছিল সে নির্দেশই উম্মাতে মুহাম্মাদীকে দেয়া হয়েছে। সে সাথে এ উম্মাতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বিশেষ মেহেরবানী করে আগের উম্মাতদের সিয়ামের তুলনায় নির্দেশ সহজ করে দিয়েছেন। তথাপি এ উম্মাত যদি রমাযান মাস পেয়ে নিজের পাপ ক্ষমা করিয়ে ধন্য না হতে পারে তাহলে তাদের চেয়ে অভাগা আর কে আছে? আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদের সিয়াম পালন করে সত্যিকার পরহেযগার- মুত্তাক্বী হবার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'সিয়াম' শব্দের ব্যাখ্যা

আমাদের দেশে রোযা বলতে লোকেরা যা বোঝেন তার আরবী প্রতিশব্দ 'রোযা' ও 'সিয়াম'। আরবী 'রোযা' ও 'সিয়াম' শব্দের শাব্দিক অর্থ কোন জিনিস থেকে বিরত থাকা, চায় তা পানাহার হোক কিংবা কথাবার্তা অথবা চলাফেরা। তাই যে ঘোড়া খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে তাকে খায়লে সা-য়েম বলে। (মুফরাদাতে ইমাম রাগিব ২য় খণ্ড, ২৯৯ পৃঃ)

রমাযান মাসে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম মুসলিম নারী ও পুরুষকে সুবহে সাদিক্ব (কাক ভোর) থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পানাহার ও যৌনসম্ভোগ, এবং অশ্লীল ও গর্হিত প্রভৃতি কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকতে হয় বলে ঐ বিশেষ বিরতির নাম দেয়া হয়েছে সিয়াম। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১০২ পৃঃ)

সিয়াম বা রোযার মাহাত্ম্য

সহাবী আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন :

كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ.

আদম সন্তানের প্রত্যেক কাজেরই নেকী দশগুণ থেকে বাড়িয়ে সাতশ' গুণ পর্যন্ত করা হয়। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন, কিন্তু সিয়াম নয়। কারণ, এটা আমারই জন্য। তাই আমিই এর বদলা দেব। সে আমারই জন্য তার কামনা বাসনা ও খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করেছে। সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি খুশী রয়েছে। একটি খুশী তার ইফত্বারের সময় এবং অপর খুশী তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। আর সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশ্‌কের সুগন্ধের চেয়েও উত্তম। তাই তোমাদের কেউ সিয়াম অবস্থায় যখন থাকবে তখন সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং চেঁচামেচিও না করে। তথাপি তাকে যদি কেউ গাল দেয় কিংবা তার সাথে লড়াই করতে চায় তাহলে সে যেন বলে যে, আমি সায়িম ব্যক্তি। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ১৭৩ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'উসমান ইবনে আবুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে বলতে শুনেছি :

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ، صِيَامٌ حَسَنٌ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ.

রোযা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল। যেমন হত্যা থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের কারো ঢাল থাকে। আর উত্তম রোযা হচ্ছে প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম।

(সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৯১)

আবূ 'উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন যা দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, তোমার জন্য অপরিহার্য হল সিয়াম রাখা। কারণ, ওর কোন তুলনাই নেই। তাই আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘরে দিনের বেলায় ধোঁয়া দেখা যেত না। কেবল তখন তা দেখা যেত যখন তাঁর বাড়ীতে অতিথি আসতো। (সহীহ ইবনে হিব্বান; সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১ম খণ্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৭৩)

ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সমুদ্রে একটি যুদ্ধে পাঠান। ঐ সময় এক অন্ধকার রাতে তাঁদের মাথার উপর থেকে এক অদৃশ্য আহ্বানকারী বলে, হে নৌকাবাসীগণ! তোমরা দাঁড়াও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর একটি সিদ্ধান্ত শোনাচ্ছি, যা তিনি নিজেরই জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তখন আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আপনি আমাদেরকে ঐ খবরটা দিন যদি আপনি সংবাদদাতা হন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা নিজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি রোযার দিনে আল্লাহর উদ্দেশে (রোযা রেখে) নিজেকে পিপাসিত রাখবে তার জন্য আল্লাহর এই দায়িত্ব হয়ে যায় যে, তিনি তাকে ক্বিয়ামাতের দিনে পেট ভরে পানি পান করাবেন। (মুসনাদে বায্যার ও ইবনে আবিদ্ দুন্য়া, পূর্বোক্ত সহীহুত্ তারগীব ৫৮৪ পৃঃ, হাদীস নম্বর- ৯৭০ ও ৯৭১)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

আবূ 'উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তার মাঝে এবং জাহান্নামের আগুনের মাঝে একটি গর্ত তৈরি করে দেন যা আসমান ও জমিনের মাঝের দূরত্বের মত।

(তিরমিযী ১৬২৪, মিশকাত তাহকীকে আলবানী, হাদীন নং- ২০৬৪)

রমাযান মাসের ফাযীলাত ও মাহাত্ম্য

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচ ওয়াক্ত সলাত এবং এক জুমু'আহ্ থেকে অন্য জুমু'আহ্ আর এক রমাযান থেকে অন্য রমাযান ওদের মাঝের পাপের খেসারতকারী হয়- যখন বড় বড় পাপ থেকে বিরত থাকা হয়।

(মুসলিম, সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১ম খণ্ড, ৪৮৮ পৃঃ, হাদীস নং- ৯৮০)

'আম্র ইবনে মুর্‌রাহ্ আল জুহানী (রাঃ) বলেন, একজন লোক নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার রায় কি? আমি যদি এই সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল। আর আমি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করি ও যাকাত দান করি এবং রমাযানের সিয়াম রাখি ও সেই রাতে সলাতে দাঁড়াই তাহলে আমি কাদের মধ্যে হতে পারি? তিনি ﷺ বললেন : তুমি সিদ্দীক্ব ও শহীদদের মধ্যে হতে পারবে।

(সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১ম খণ্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীন নং- ৯৮৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : রামাযানের প্রথম রাত যখন আসে তখন শায়তানদের এবং জিনের উদ্ধতদের বন্দী করা হয়। আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর তার মধ্যে কোন দরজাই খোলা হয় না। আর জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। তারপর তার মধ্যে কোন দরজাই বন্ধ করা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী এ আহ্বান করে, হে ভালো কিছুর আকাঙ্ক্ষী আগে বাড় এবং হে মন্দের উদ্যোগী পিছে ফিরে যাও। আর আল্লাহর জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত ব্যক্তিবর্গ রয়েছে (তুমি হয়তো তাদের মধ্যে হতে পার)। এ আহ্বান প্রত্যেক রাতেই হয়।

(তিরমিযী ৬৮২, ইবনে মাজাহ্ ১৬৪২, তাহক্বীক্বী- আলবানী : সহীহ; আহমাদ, মিশকাত- ১৭৩ পৃষ্ঠা)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ.

সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : জান্নাতে আটটি দরজা আছে, তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রইয়্যা-ন'। ওর মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র সিয়াম পালনকারী ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না।

(বুখারী ৩২৫৭, মুসলিম ১১৫২, মিশকাত ১৯৫৭)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেন : তাঁর উম্মাতকে রমাযানের শেষ রাতে ক্ষমা করে দেয়া হয়। বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! সেটা কি লায়লাতুল ক্বদ্‌র? তিনি বললেন, না। বরং একজন মজদুর যখন তার কাজ শেষ করে তখন তাকে পুরোপুরি তার বদলা দেয়া হয়।

(আহমাদ, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ)

আর এক বর্ণনায় তিনি (ﷺ) বদ্‌দু'আ দিয়ে বলেন : সে ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রমাযান পেল অথচ সে নিজেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত করে নিতে পারলো না। (তিরমিযী, মিশকাত ৮৬ পৃষ্ঠা)

অন্য বর্ণনায় আছে, জিবরীল আমীন তাঁর (রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর) ঐ বদ্‌দু'আতে 'আমীন! আমীন!' বলেছিলেন। (ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রমাযানের সিয়ামের গুরুত্ব

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভ রমাযানের সিয়াম। ইচ্ছাকৃত সলাত ত্যাগকারী যেমন কাফির হয়ে যায়, তেমনি ইচ্ছাকৃত সিয়াম বর্জনকারীও কাফিরে পরিণত হয়। উক্ত দুই নির্দেশ লঙ্ঘনকারীর গুকুমের বিষয় বিনা ব্যবধানে একই। সলাত দিন ও রাতের কর্তব্য, যা প্রতিদিনে পাঁচবার এবং সিয়াম বাৎসরিক কর্তব্য, যা সারা বছরের মাত্র একবার অপরিহার্য। (নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান খান রচিত "বাযলুল মানফাআহ্" ৭৮ পৃষ্ঠা)

আবূ 'উমামাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি সম্প্রদায় উল্টোভাবে ঝুলছে। তাদের গালটি ফাড়া। তাথেকে রক্ত ঝরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? বলা হল এরা তারা, রমাযান মাসে বিনা ওযরে যারা সিয়াম রাখে না।
(সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা; ইবনে হিব্বান, বাক্বারাতুল ফুস্সাক- ৩৭ পৃষ্ঠা।)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বিনা ওযরে রমাযানের সিয়াম ত্যাগকারী কাফির এবং গর্দান উড়িয়ে দেয়ার যোগ্য।
(আবূ ইয়া'লা, দায়লামী, ফিক্বহুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

যে ব্যক্তি শারী'আতী ওযর ছাড়া এ মাসের একটি রোযাও ছেড়ে দিবে সে যদি সারা জীবনও সিয়াম পালন করে তবুও তার পাপের খেসারত হবে না। (বুখারী)

যে ব্যক্তি এ মুবারাক মাসেও আল্লাহকে রাযী করতে পারল না, সে বড়ই অভাগা। (ইবনে হিব্বান)

যে ব্যক্তি জেনে শুনে সময়ের আগে রোযা ভেঙ্গে দেবে তাকে জাহান্নামে ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং বারংবার তার গলা চিরে দেয়া হবে। ফলে তার রক্ত ঝরতে থাকবে এবং সে কুকুরের মতো চেঁচাতে থাকবে।
(ইবনে হিব্বান, সহীহুত্ তারগীব হাদীস নং- ৯৯১)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কুরআনে কারীম এ মাসে নাযিল হয়েছে।
(ইবনে খুযায়মাহ্)

এ মুবারাক মাসে উদ্ধত শয়তানদের বন্দী করা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

রমাযানের প্রথম থেকেই আসমানের সমস্ত দরজাগুলো খুলে যায় এবং রমাযানের শেষ পর্যন্ত সেগুলো বন্ধ হয় না। (বায়হাক্বী)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ মাসে জান্নাত ও রহমাতের দরজাগুলো খুলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত একটিও বন্ধ হয় না। আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং তন্মধ্যে একটিও খোলা হয় না। এ মাসে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার তরফ থেকে বারাকাত ও রাহমাত নাযিল হয়। এটা গুনাহের ক্ষমা ও তাওবাহ কবূলের মাস। (ত্বারানী)

রমাযানুল মুবারাকের কারণে জান্নাতকে সারা বছরের জন্য সাজান হয় এবং রমাযানের প্রথম রাতে 'আরশ থেকে এক মনোরম বাতাস বয়ে যায় যা জান্নাতের গাছের পাতাগুলো ছুঁয়ে যায়। ফলে এক সুমধুর ও মিষ্টি আওয়ায সৃষ্টি হয়। তখন জান্নাতের গুরেরা ফরিয়াদ করে যে, এমন কেউ আছে কি, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমাদের দরখাস্ত পেশ করে? রমাযানের প্রত্যেক রাতে এক আহ্বানকরী এ আহ্বান করে, কোন প্রার্থনাকারী আছে কি? যাকে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন দেবেন? কোন তাওবাহকারী আছে কি, যার তাওবাহ তিনি কবূল করবেন। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? যাকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন? এমন কেউ আছে কি যে, সেই আল্লাহকে ঋণ দেবেন যিনি কাঙ্গাল নন এবং অদানশীল নন, বরং পুরোপুরি দাতা এবং অধিক দাতা। (ইবনে হিব্বান)

হে কল্যাণকামীগণ! এগিয়ে এসো এবং হে অন্যায়কারীগণ পিছনে সরে যাও আর বিরত থাকো। (ত্বারানী)

এ মাসে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতেন এবং তাঁর কাছ থেকে কুরআন শুনতেন। (বুখারী)

রমাযানে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রকারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং দু'আকারী বঞ্চিত হয় না। (ত্বারানী)

শিশুদের সিয়াম

সিয়ামের এ গুরুত্বের কারণেই সহাবায়ে কিরাম ছোট ছোট ছেলেদেরকেও রোযা রাখার অভ্যাস করাতেন। যেমন রুবাইয়্যি বিনতে মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে রোযা রাখাতাম এবং তাদের জন্য খেলনা রাখতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ যখন খাবার জন্য কাঁদতো তখন আমরা তাকে ওটা দিতাম। পরিশেষে ইফত্বারের সময় হয়ে যেত। (বুখারী ২৬৩ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুদ্ধক্ষেত্রে সহাবায়ে কিরামের সিয়াম

সফরের এবং যুদ্ধের মত সংকটময় মুহূর্তেও সহাবায়ে কিরাম সিয়াম ছাড়তেন না। যেমন আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে এক সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে মাখরামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু সিয়াম অবস্থায় যুদ্ধ করতে করতে খুব আঘাত পেয়ে জমিনে নেতিয়ে পড়েন। তাঁকে দেখে সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে এলেন। তখন যখমে জর্জরিত ও পিপাসায় ব্যাকুলিত ইবনে মাখরামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এমতাবস্থায় সিয়াম ভাঙ্গা যাবে কিনা? তিনি বললেন, হাঁ। তখন ইবনে মাখরামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে ভাই! এ ঢালে করে একটু পানি এনে দাও। ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু গেলেন এবং একটি হাওয থেকে আঁজল ভরে চামড়ার ঢালটি ভরলেন। অতঃপর পানি নিয়ে তিনি যখন এলেন তখন ইবনে মাখরামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখমে জর্জরিত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ফলে তিনি রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে শহীদ হয়ে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের কাছে ইফত্বার করতে গেলেন।

(তারীখে বুখারী, ইসা-বাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

আর এক সহাবী ইবনে আবী হাইয়্যাহ্ আহমাসী রাযিয়াল্লাহু আনহু একদা সিয়াম অবস্থায় যুদ্ধের মাঠে লড়ছিলেন। ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। লড়তে লড়তে তিনি আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গীরা তাকে নিজেদের জায়গায় নিয়ে আসলেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে পানি পান করতে দিলেন, কিন্তু সিয়াম ভেঙ্গে যাবে বলে তিনি তা পান করলেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁরই কাছে যাঁর জন্য তিনি সিয়াম রেখেছিলেন। (ইসা-বাহ্ ফী মা'রি ফাতিস্ সাহা-বাহ্)

সবাই দুনিয়াতে রোযা রাখে এবং দুনিয়াতেই ইফত্বার করে। কিন্তু এ সহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু দুনিয়াতে রোযা রেখে আখিরাতে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের কাছে ইফত্বার করতে গেলেন। তাই 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন তাঁর শহীদ হবার খবর শুনলেন তখন বললেন, তিনি দুনিয়া দিয়ে আখিরাতকে ক্রয় করে নিয়েছেন।

হায়! আমার সিয়াম ত্যাগকারী ভাইয়েরা এর থেকে কোন শিক্ষা নেবেন কি? আর তাঁদের সিয়াম রাখার সুমতি হবে কি?

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রমাযান ও সিয়াম পালনকারীর বৈশিষ্ট্য

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ হাফিয ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি বিনা অসুখে রমাযানের সিয়াম ছেড়ে দেয়, সে ব্যভিচারী ও পাঁড় মাতালের চেয়েও নিকৃষ্ট। বরং তার ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ আছে। লোকেরা তাকে যিনদীক মনে করে। (ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

নাবী ﷺ বলেন : আমার উম্মাতকে রমাযান মাসে পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে, যা আমার আগে কোন নাবীকেই দান করা হয়নি। প্রথম এই যে, রমাযান মাসের প্রথম রাত যখন আসে তখন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আর যার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে তাকে তিনি কখনো শাস্তি দিবেন না। দ্বিতীয় হল, তাদের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশ্‌কের সুবাসের চেয়ে সুগন্ধ। তৃতীয় হল, ফেরেশতারা তাদের জন্য প্রত্যেক দিন ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। চতুর্থ হল, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা জান্নাতকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি আমার বান্দাদের জন্য তৈরি হও এবং সজ্জিত হও। অতি শীঘ্রই তারা দুনিয়ার ক্লান্তি থেকে আমার ঘরে ও আমার সম্মানে স্বস্তি চাইবে। পঞ্চম হল, যখন শেষ রাত আসে তখন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। একজন লোক জিজ্ঞেস করল, এটা কি কৃদ্‌রের রাত? তিনি বললেন, না। তুমি কি মজদুরদের দেখনি যে, তারা যখন কাজ থেকে অবসর পায় তখন তাদের মজুরী পুরোপুরি প্রদান করা হয়। (বায়হাক্বী-এর "শু'আবুল ঈমান", কানযুল 'উম্মাল ৩০২ পৃষ্ঠা)

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার জন্য (রমাযানের) প্রত্যেক দিনে ও রাতে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেয়া অনেক দাস রয়েছে। ওর প্রত্যেক দিন ও রাতে প্রত্যক মুসলিমের জন্য ক্বূলযোগ্য একটি দু'আ অবশ্যই রয়েছে। (মুসনাদে বাযযার, সহীহুত্ তারগীব ১ম খণ্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর- ৯৮৮)

সিয়াম কার ওপরে ফার্‌য

সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, সিয়াম ফার্‌য এমন মুসলিমের ওপর যিনি প্রাপ্তবয়স্ক ও সজ্ঞান, সুস্থ ও ঘরে বসবাসকারী। এরূপ গুণসম্পন্না যে নারী হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্রা তার উপরেও

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
সিয়াম ফার্‌য। কিন্তু কাফির, পাগল, শিশু, রোগী, মুসাফির, হায়িযওয়ালী, নিফাসওয়ালী, বয়সের শেষ প্রান্তে অতিবৃদ্ধ, গর্ভবতী ও দুধদানকারিণীর উপর সিয়াম ফার্‌য নয়। (ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)

সিয়াম যেহেতু ইসলামী 'ইবাদাত সেহেতু এটা কোন অমুসলিমের উপর প্রযোজ্য হতেই পারে না। তেমনি পাগল ও শিশুদের সম্পর্কে একটি ব্যাপক নির্দেশ সম্বলিত হাদীসে প্রিয় নাবী ﷺ বলেন : তিনজনের ওপর থেকে (জওয়াবদিহীর) কলম তুলে নেয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে, যতক্ষণ না সে জেগে ওঠে। শিশু থেকে, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে। অজ্ঞান থেকে, যতক্ষণ না সে সজ্ঞান হয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারিমী, ইবনে মাজাহ্, মিশকাত ২৮৪ পৃঃ, মুসনাদে আহমাদ, হাকিম, বুলূগুল মারাম ৮১ পৃষ্ঠা)

যে দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষেধ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَالْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.

সহাবী আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ছয় দিন রোযা রাখতে মানা করেছেন। তা হল রমাযানের একদিন আগে এবং ঈদুল আযহা ও ঈদুর ফিত্‌রের দিনে আর তাশরীকের তিন দিন (অর্থাৎ ঈদুল আযহার পর থেকে পরপর তিন দিন)।

(মুসান্নাফে 'আবুদর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ১৬০ ও ৩০৫ পৃঃ, হাদীস নং ৭৩২০, ৭৮৮৫; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা; দারাকুত্বনী ২২৭ পৃঃ, মুসনাদে বাযযার, মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ৩য় খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)

শা'বানের শেষে রমাযানের জন্য স্বাগতম রোযা নিষেধ

রমাযানের সিয়াম অতি মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের কারণে কিছু ব্যক্তি অতি সাবধানতা অবলম্বন করে রমাযানকে স্বাগতম জানিয়ে রমাযানের একদিন আগে রোযা শুরু করে দেন। তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ রমাযানের একদিন কিংবা দু'দিন আগে অবশ্য অবশ্যই

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
যেন রোযা না রাখে। তবে হাঁ, যার আগে থেকে রোযা রাখার অভ্যাস আছে কেবল সে ঐ দিনে রোযা রাখতে পারে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৪ পৃষ্ঠা)

অন্য বর্ণনায় তিনি (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে (অর্থাৎ শা'বানের উনত্রিশ কিংবা ত্রিশ তারিখে) সিয়াম রাখে সে আবুল ক্বাসিম ﷺ-এর অবাধ্য হয়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারিমী, মিশকাত ১৭৪ পৃষ্ঠা)

আর এক বর্ণনায় তিনি (ﷺ) বলেন : তোমাদের এবং আকাশের মাঝে যদি মেঘের আড়াল সৃষ্টি হয় তাহলে তোমরা গণনায় ত্রিশ পুরো কর এবং রমাযান মাসকে বিদায় জানিও না।

(আহমাদ, সুনানে আরবা'আ, ইবনে খুযায়মাহ্, আবূ ইয়া'লা)

আবূ দাউদ তায়ালিসীর হাদীসে আছে যে, তোমরা শা'বানের শেষে একটি রোযা রেখে রমাযানকে স্বাগতম জানিও না।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, রাফিযীরা এরূপ করে [ঐ, পৃঃ ১২৮])

একটি হাদীসে নাবী ﷺ বলেন : শা'বান মাসের অর্ধেক যখন হয়ে যাবে তখন তোমরা আর রোযা রেখ না।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারিমী, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি মুনকার ও অস্বীকৃত। (বায়হাক্বী মা'রিফাহ, নাসবুর রায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪৪১ পৃঃ)

যারা শা'বানের পনের তারিখের পর রোযা রাখলে দুর্বল হয়ে পড়বে মনে করে, ফলে তারা রমাযানের ফার্য রোযা রাখতে কষ্টবোধ করবে- তারা অর্ধেক শা'বানের পর আর নফ্ল রোযা রাখবে না। তেমনি যারা নিজেদের ব্যক্তিগত ধারণায় সাবধানতা অবলম্বন করে রামাযানকে স্বাগতম জানাতে চায় তারা রমাযান মাস আসার এক বা দু'দিন আগে রোযা রাখতে পারবে না। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১২৯ পৃঃ)

যারা প্রত্যেক মাসের শেষে সিয়াম পালন করতে অভ্যস্ত কেবল তারাই শা'বানের উনত্রিশ বা ত্রিশে রোযা রাখতে পারে। কিন্তু তাদের ঐ সিয়ামের ফলে যদি রমাযানের সিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তারাও ঐ সিয়াম রাখতে পারবে না।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ত্বাবারানীতে আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কিছু লোক রমাযানের আগেই রোযা শুরু করতো। ফলে তারা নাবী (ﷺ)-এর আগে সিয়াম রাখতো। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করেন।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝١﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সামনে কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না।" (সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ১)

এজন্য সন্দেহের দিনে সিয়াম পালন করতে মানা করা হয়েছে।

('আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

সিয়াম পালনের পারলৌকিক পুরস্কার

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে মাত্র একদিন রোযা রাখে তাকে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা জাহান্নাম থেকে এতটা দূরে সরিয়ে দেবেন যতটা দূরে যায় একটি কাক, যে শিশুবেলা থেকে উড়তে থাকে। পরিশেষে সে বৃদ্ধ হয়ে মারা পড়ে।

(মুসনাদে আহমাদ, বায়হাক্বী-এর শু'আবুল ঈমান, মিশকাত ১৮১ পৃঃ, আবূ ইয়া'লা, ত্বাবারানী আওসাত্ব, বাযযার, হায়া-তুল হায়ওয়ান ২য় খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ)

প্রাণীবিদ্যার পণ্ডিতরা বলেন, কাকেরা সাতশো বছর বাঁচে। কারো মতে এক হাজার বছর বাঁচে। (মিরকাত ২য় খণ্ড, ৫৫৫ পৃঃ)

সুতরাং একটি কাক সাতশো বা হাজার বছর ধরে অবিরাম উড়তে থাকলে যতটা পথ অতিক্রম করবে ততটা দূরে ঐ সিয়াম পালনকারীকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে রাখা হবে। অর্থাৎ হাজার হাজার ও লাখ লাখ মাইল দূরে।

অন্য বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে মাত্র একটি দিন সিয়াম রাখবে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দেবেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৯ পৃঃ)

এ হাদীসে সত্তর বছরের পথ অতিক্রম কিসের দ্বারা হবে– পায়ে হেঁটে না ঘোড়ায় চড়ে, না অন্য কোন যানে– তা বলা হয়নি। সুতরাং এর ভাবার্থ হল শত শত মাইল কিংবা হাজার হাজার বরং লাখ লাখ মাইল দূর।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নাবী ﷺ বলেন : একদা আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা ঈসরাঈলদের নাবীর মধ্যে কোন এক নাবীর নিকট ওয়াহী পাঠান যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে এ খবর দাও; যে দাস আমার সন্তুষ্টির জন্য একদিন রোযা রাখবে আমি তার স্বাস্থ্য ঠিক করে দেব এবং তার সাওয়াবকে খুব বাড়াতে থাকবো। (বায়হাক্বী)

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন নফ্‌ল রোযা রাখে এবং সে এ রোযার কথা কাউকে না বলে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোন বদলা দিতে সন্তুষ্ট হন না।

(তারীখে বাগদাদ)

প্রিয় পাঠক! নফ্‌ল সিয়ামের সাওয়াব যদি এত হয় তহালে চিন্তা করুন যে, ফার্‌য.....।

সিয়ামের পার্থিব উপকার

কোন পুরুষ ও নারী যখন যৌবনে পা দেয় তখন দৈহিক কারণে তারা একে অপরকে প্রয়োজন বোধ করে। তাদের এ প্রয়োজন মেটাবার জন্য তাদের মধ্যে বিয়ের বন্ধন তৈরি করতে হয়। কিন্তু যে যুবক পুরুষের যৌবনশক্তি আছে, অথচ একটি নারীকে ভরণ-পোষণের সামর্থ্য তার নেই। এমতাবস্থায় ঐ যুবকটি কি করবে? সে কী ডুবে ডুবে পানি পান করবে অর্থাৎ সে ব্যভিচার করে সিফিলিস ও গনোরিয়ার মত মরণরোগে আক্রান্ত হবে? না, সে তার মাথাকে ঠাণ্ডা করার উপায় খুঁজবে? তার মাথা ঠাণ্ডা করার ওষুধ হচ্ছে সিয়াম রাখা। যেমন একটি হাদীসে আছে :

'আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কারণ তা চোখটাকে অতি সংযতকারী ও গুপ্তাঙ্গটাকে অতি হিফাযাতকারী। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তার জন্য

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, এটা (রোযা রাখাটা) তার জন্য (ব্যভিচার থেকে বাঁচার) ঢালস্বরূপ।

(বুখারী ৫০৬৬, মুসলিম ১৪০০, মিশকাত ২৬৭ পৃঃ)

সাহারী খাওয়া

নাবী ﷺ-এর এক সহাবী বলেন, একবার আমি নাবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন তিনি সাহারী খাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এটা বারাকাত (বৃদ্ধিময় জিনিস) যা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তোমাদেরকে দান করেছেন। তাই তোমরা এটাকে ছেড়ো না। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৩৫ পৃঃ)

ইফত্বার করানোর সাওয়াব

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِيْ أَهْلِهِ أَوْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُوْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْتَقِصَ مِن أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ.

যায়দ ইবনে খালিদ আল জুহানী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :, যে ব্যক্তি জিহাদকারীর সামান যুগিয়ে দেন, অথবা হাজ্জযাত্রীর সামগ্রী তৈরি করে দেন, কিংবা তার পরিবারের দেখা-শোনাকারী হন, নতুবা কোন রোযাদারকে ইফত্বার করান তিনি ওদের মতো পুরস্কার পাবেন। অথচ ওদের পুরস্কার থেকে কোন জিনিসই কম করা হবে না।

(সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নম্বর- ২০৬৪)

এক আমেরিকান ডাক্তার পিপলস্ বলেন, অনেক অসুখ এমনই আছে যার একমাত্র ওষুধই উপোষ থাকা। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় বলেন, কেবলমাত্র উপোষ দ্বারাই খুব জটিল রোগে তিনি সাফল্য পেয়েছেন। তাঁর মতে ওষুধহীন রোগের যদি কোন চিকিৎসা থাকে তাহলে তার একমাত্র ওষুধ উপোষ থাকা। আর রক্ত সম্পর্কে পরীক্ষাকারীদের বর্ণনা এই যে, উপোষ করানোর ফলে রক্তের লাল কণিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। একবার পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, রক্তের Cells-এর সংখ্যা পনের লাখ থেকে বত্রিশ লাখ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপোষের সূচনায় যকৃত ও পণ্টীহায় কিছুটা চাপ পড়ে বটে, কিন্তু ওর ফলে দেহের পরিষ্কারকরণের যে কাজ হয় তদ্দ্বারা যকৃত ও পণ্টীহার বিশেষ উপকার সাধিত হয় বদহজম ও পেটের গণ্ডগোলে খুবই উপকারী ওষুধ উপোষ থাকা। ফুসফুসে যদি রক্ত জমে যায় তাহলে উপোষ থাকলে ঐ ব্যাধি দ্রুত সেরে যায় এবং ফুসফুসের শুদ্ধির কারণে সর্বাঙ্গে সুস্থতার ঢেউ বয়ে যায় ও রঙে স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়। কিছু লোককে দেখা যায় যে, ক্ষুধা লাগলে খুবই অসহনীয় হয়ে যায়। তখন তাদের সাথে কথা বলাই মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু এরূপ লোক যদি রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয় তাহলে তার ঐ পাগলামি দূর হয়ে যায়। (মাসিক হুদা আগষ্ট ১৯৮০ সংখ্যা, ৭১-৭৯ পৃঃ)

১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ডা. গোলাম মুয়াযযাম সাহেব কর্তৃক মানুষের শরীরের উপর রোযার প্রভাব সম্পর্কে এক গবেষণায় প্রামাণিত হয় যে, রোযার দ্বারা মানুষের দেহের কোন ক্ষতি হয় না। কেবলমাত্র ওজন কিছু কমে। তাও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নয় বরং শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমানোর জন্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (Diet control) এর চেয়ে বহু দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ।

উক্ত ডা. সাহেব কর্তৃক ১৯৬০ সালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা মনে করে থাকে রোযা দ্বারা পেটের শুল ব্যথ্যা বেড়ে যায় তাদের ঐ ধারণা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। কারণ, উপবাস থাকলে পাকস্থলীর এসিড কমে এবং খেলেই তা বাড়ে– এ অতি সত্য কথাটা অনেক চিকিৎসকই চিন্তা না করে শুল ব্যথার রোগীকে রোযা রাখতে মানা করেন। তাই ১৭ জন রোযাদারের পেটের সব পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যাদের পাকস্থলীতে এসিড খুব বেশী বা খুব কম তাদের ঐ উভয় দোষই রোযা রাখার ফলে নিরাময় হয়ে গেছে।

এ গবেষণায় আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা মনে করে রোযা দ্বারা রক্তের 'পটাসিয়াম' কমে যায় এবং তাতে ক্ষতিসাধিত হয় তাদের এই ধারণাও অমূলক। কারণ, পটাসিয়াম কমার প্রতিক্রিয়া প্রথমে দেখা দিয়ে থাকে হৃৎপিণ্ডের উপর। তাই ১১ জন রোযাদারের হৃৎপিণ্ড অত্যাধুনিক ইলেকট্রোকার্ডিওগাম যন্ত্রের সাহায্যে (রোযার আগে ও রোযা রাখার ২৫

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
দিন পর) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রোযা দ্বারা তাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার কোনই ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সুতরাং বোঝা গেল যে, রোযা দ্বারা কোন মানুষের মেজাজ কিছুটা খিটখিটে হয়ে যায় সেটা সামান্য রক্তের শর্করা কমে যাবার কারণই। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়। অন্য কোন সময় ক্ষুধা পেলেও তা এরূপ হয়ে থাকে। (চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগের দান প্রবন্ধ- ঢাকার দৈনিক আজাদ, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৬০ সংখ্যার বরাতে মাওঃ নূর মোহাম্মাদ আজমী কর্তৃক অনূদিত বাংলা মিশকাত ৪র্থ খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ)

সিয়ামের সামাজিক দিক

সিয়াম মুসলিম জাতির মধ্যে এক অনাবিল মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে। কারণ, সারা বিশ্বের লাখ লাখ মুসলিম একই মাসে একই উদ্দেশে একই নিয়ম মেনে সিয়াম ব্রত পালন করে। বিশ্বের সমস্ত মানুষই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান। এ ধ্যান-ধারণাকে আরো জোরদার করে তুলে সিয়াম। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, ধনী-গরীব– যে দেশেরই হোক না কেন উপোষ থাকার একই অভিজ্ঞতা লাভ করে। এ উপোষ থাকার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিই কোন রকমই বিশেষ সুযোগ লাভ করতে পারে না।

এ সিয়াম গরীব ও দরিদ্রদের প্রতি দয়া এবং সহানুভূতি প্রদর্শনের চেতনাকে জাগিয়ে তুলে। কারণ, একজন ধনী ব্যক্তি একজন গরীবের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে কিছুটা কল্পনা করতে পারে এবং ক্ষুধার্তদের ক্ষুধার জ্বালা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পারে। কিন্তু ঐ ধনী নিজে দুর্দশাগ্রস্ত না হলে এবং ক্ষুধার জ্বালা ভোগ না করলে উক্ত গরীবদের প্রকৃত অবস্থা অনুভব করবে কেমন করে? রমাযানের রোযা ধনীদের ঐ জ্ঞান বাস্তবে দান করে। তাই তারা গরীব-দুঃখী ও দরিদ্র-অভাবীদের প্রতি এই সিয়ামেরই বদৌলতে সহানুভূতিশীল হতে বাধ্য হয়। সিয়াম পালনকারীরা একসাথে বসে ইফত্বার করতে চরম তৃপ্তি ও আনন্দ পায়। তখন মুসলিমদের মধ্যে সমাজবদ্ধতার এক স্বর্গীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় এ সিয়ামেরই কারণে। অতএব সিয়ামের এ সামাজিক দিকগুলোও খুবই শিক্ষণীয় এবং বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয়।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কত বয়সে সিয়াম ফার্‌য

একটি হাদীসে নাবী ﷺ বলেন : কোন বালক যখন পরপর তিনটি সিয়াম রাখতে পারলো তখন তার উপর রমযান মাসের সিয়াম অপরিহার্য হয়ে গেল। (মুসান্নাফে 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

অধিকাংশ 'আলিমের মতে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত কারো প্রতি রোযা রাখা অপরিহার্য হয় না। তাবি'ঈদের মধ্যে ইবনে সীরীন ও যুহরী প্রমুখ এবং ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন, বালকদের শক্তিতে যখন রোযা রাখা সম্ভব হবে তখন তাদেরকে রোযা রাখানোর জন্য অভিভাবকদের চেষ্টা করতে হবে এবং তারা দশ বছরে রোযা না রাখলে তাদেরকে বকাঝকা এবং মারধরও করা যাবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ.)-এর মতে যার বয়স দশ বছর তার উপরে রোযা অপরিহার্য। ইমাম ইসহাক্ব-এর মতে বার বছর। কিন্তু সঠিক মত অধিকাংশ 'আলিমেরই অভিমত আর তা হল যখন রোযা রাখা তার শক্তিতে কুলাবে তখনই তাকে রোযা রাখতে হবে এবং না রাখলে মারধোর করে তাকে রোযা রাখার অভ্যাস করাতে হবে।
('আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৬ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ৮৩ পৃঃ)

রোযা ও ঈদের চাঁদের মাস্‌আলাহ্‌

ইসলামী শারী'আতের কিছু বিধান সূর্যের সাথে জড়িত। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময় ও দু' ঈদের সলাতের সময় প্রভৃতি। আর কিছু বিষয় চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন রমাযানের সিয়াম শুরু করা ও সিয়াম শেষ করে ঈদ করা ইত্যাদি। সূর্যের হিসাবে খুব একটা জটিলতা নেই বলে সূর্যের সাথে জড়িত ইসলামী বিষয়সমূহের তেমন গোলমালও দেখা দেয় না। কিন্তু চাঁদের হিসাবে বেশ জটিলতা আছে। যার ফলে প্রায়ই চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোতে গোলমাল দেখা দেয় সুতরাং চাঁদের রহস্য সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক।

আমাদের দেশে তিনটি তারিখ প্রচলিত– ১। বাংলা, ২। ইংজেরী, ৩। চান্দ্র বা আরবী। যেমন মানুষের তৈরি বাঁধাধরা গদ অনুযায়ী ইংরেজী সনের ৭টি মাস ৩১শে হয়, ৪টি মাস ৩০শে হয় এবং ১টি মাস ৩ বৎসর

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
২৮শে হয় ও চার বৎসরের মাথায় ঐ ২৮টা ২৯শে যায়। বাংলা সনও ঐরূপ ধারাবাহিকতার নিয়মে চলে। কিন্তু চাঁদের সনের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। অবশ্য একটি নিয়ম বাঁধা আছে তা হল কোন মাস ২৯ ও কোন মাস ৩০। কিন্তু প্রতি বছরের ক'টি মাস ২৯ হবে এবং ক'টি মাস ৩০ যাবে তার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না– একমাত্র আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ছাড়া। তবে হ্যাঁ, দু'টি মাস সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন : রমাযান ও যুলহিজ্জাহ দু'টি মাসই অপূর্ণ হবে না।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ)

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ.) বলেন, উক্ত দু'টি মাস ২৯শে যাবে না। বরং একটি ২৯শে হলে অপরটি ৩০শে হবে। (বুখারী ২৫৬ পৃষ্ঠা)

অনেক জনগণের মধ্যে এ কথা প্রচার হয়ে আছে যে, চান্দ্র বৎসরের একটি চাঁদ ২৯শে যায় এবং তার পরের টি যায় ৩০শে। এ কথা ঠিক নয়। বরং উপরের হাদীসটি প্রমাণ করে যে, পর পর তিনটি চাঁদ ২৯শে বা ৩০শে যেতে পারে। কারণ, কোন বছরে রমাযান যদি ২৯শে হয় তাহলে উপরে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী সেই বৎসরে যুলহিজ্জাহ্ ৩০শে হবে। কিন্তু ঐ বৎসরের রমাযান ও যুলহিজ্জার মধ্যবর্তী দু'টি চাঁদ শাওওয়াল ও যিলকদ কত যাবে, তা কেউ বলতে পারে না। যদি ঐ দুটোও ২৯শে যায় তাহলে পর পর তিনটি চাঁদ ২৯শে হয় এবং ঐ দু'টো যদি ৩০শে হয় তাহলে পর পর তিনটি চাঁদও ৩০শে হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নাবাবী (রহ.) বলেন, কখনো পর পর দু'টি, তিনটি, এমনকি চারটি চাঁদও ২৯শে হতে পারে। কিন্তু পর পর ৪ এর অধিক ২৯শে হয় না। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ২য় খণ্ড, ৩৪পৃষ্ঠা)

শায়খ 'আবদুল বাকী মালিকী (রহ.) বলেন, পর পর পাঁচটি মাস ত্রিশ হয় না। (মিনহাতুল খালিক আলাল বাহরির রায়িক ২য খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ)

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বিশিষ্ট সহাবী ইবনে মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে যত সিয়াম রেখেছি তন্মধ্যে ৩০শের চেয়ে ২৯শে বেশী ছিল। (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৮৭ পৃঃ)

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ আবূ তাইয়িব সিন্ধী তিরমিযীর ভাষ্যে লিখেছেন, দুনিয়ার হাফিয শায়খ ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
বলেন, হাদীসের কতিপয় হাফিয বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনে মোট ৯টা রমাযান পেয়েছিলেন তন্মধ্যে ৭টা রমাযান ২৯শে ছিল এবং মাত্র দু'টি ছিল ৩০শে। এ হাদীস এটাও প্রমাণ করে, ৩০শের তুলনায় ২৯শে চাঁদ বেশী হয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড, ৩৪ পৃঃ)

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চাঁদের হিসাব সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

ইসলামে পঞ্জিকার কোন গুরুত্বই নেই

ইসলামী শারী'আতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনা ও পঞ্জিকাওলাদের বর্ণনার বিষয়ে এক পয়সাও দাম নেই। কারণ, মহানাবী ﷺ-এর যুগে আরবের অনেক কাফিররা আকাশবিদ্যায় ভালো পণ্ডিত ছিলেন। তারা গ্রহ নক্ষত্র দেখে যেসব হিসাব পেশ করত তা আরবের কাফিররা এবং ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানরা চোখ বুঝে মেনে নিত। ওদের দেখাদেখি কিছু মুসলিমরাও ওদের হিসাবে আস্থা রাখতো। ফলে মুসলিমদের এ শির্‌কী ধারণা দূর করার জন্য একদা রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমরা এমন একটা নিরক্ষর জাতি যারা লিখতে ও হিসাব করতে জানি না। তবে তোমরা এতটুকু জেনে নাও যে, মাস এরূপ হয়। অর্থাৎ কখনো ২৯শে এবং কখনো ৩০শে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ)

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় তের শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান খান (রহ.) বলেন, রোযার ব্যাপারে আমাদেরকে চাঁদ দেখার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং গ্রহ নক্ষত্রের গোলকধাঁধায় পড়তে মানা করা হয়েছে। কারণ, অন্য হাদীসে আছে, যদি তোমরা মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাও তাহলে গণনায় ৩০ পুরো করে নিও। ঐ হাদীসে নাবী ﷺ একথা বলেননি যে, যদি তোমরা মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাও তাহলে পঞ্জিকাওয়ালা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে যাও। কারণ, 'ইল্‌মে নুজুম বা জ্যোতির্বিজ্ঞানে মগ্ন থাকতে ইসলামী শারী'আত নিষেধ করেছে। তার কারণ, ঐ হিসাব নিছক অনুমান ও কল্পনা। ওতে কোনরূপ নিশ্চয়তা নেই এবং দৃঢ় ধারণাও নেই। বুলূগুল মারামের ব্যাখ্যা লেখক সুবুলুস সালামওলা বলেন, চাঁদের মনযিলসমূহের (কক্ষস্থান সমূহের) হিসাব

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
অনুযায়ী সন, মাস ও তারিখ নিরূপণ করা উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার সর্বসম্মত রায়ে বিদ'আত। সারা বিশ্বের কোন 'আলিম এ কথা দাবী করতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কিংবা খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ঐ হিসাবের প্রতি কানাকড়িও গুরুত্ব দেয়া হ'ত। এ বিদ'আত মনে হয় হারুন অর রশীদের ছেলে মামুনের যুগে চালু হয়। যিনি গ্রীক মনীষীদের বই পুস্তকের আরবীতে তরজমা করান। কিন্তু ঐ জ্যোতির্বিজ্ঞান এমন এক বিজ্ঞান, যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এটা এমন একটি বিদ্যা যা কোন ফায়দা দেয় না এবং না জানলে কোন ক্ষতিও হয় না। এটা আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানদের কাছ থেকে এসেছে। কারণ, তাদের ঈদ ও অন্যান্য উৎসবাদি সূর্যের চলাচলের হিসাব অনুযায়ী হয়। তাই মনে হয় ইয়াহূদী, খ্রীস্টান ও গ্রীকদের কাছ থকে এ ব্যাধি মুসলিমদের মধ্যে ঢুকেছে। এ বিদ্যা চর্চায় সারা দুনিয়া যখন মুখর সে সময়ই আল্লাহর রসূল ﷺ ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তিনি এর প্রতি বিন্দুবিসর্গও গুরুত্ব আরোপ করেননি। অতঃপর আহলে বায়ত ও সহাবায়ে কিরাম এবং তাদের পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম কেউই এ বিদ্যাকে মানদণ্ডের হিসেবে গ্রহণ করেননি।

('আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ৩১৪–১৩৫ পৃঃ)

চাঁদের ব্যাপারে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাবের কোন গুরুত্বই ইসলামে নেই। কারণ, মহানাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোন গনৎকার কিংবা জ্যোতিষীর কাছে যায়, অতঃপর সে যা বলে তা ঐ ব্যক্তি সত্য বলে মানে তাহলে সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরে যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করলো। (আল বাহরুর্ রায়িক ২য় খণ্ড, ২৬৪ পৃঃ)

যদিও মুসলিমদের একটি দল রাফিযীরা জ্যোতির্বিদদের প্রতি রুজু করতে বলেছে এবং কিছু ফকীহ ওদের ঐ মতকে সমর্থন করেছেন। 'আল্লামাহ্ বাজী বলেন, পূর্ববর্তী 'আলিমদের সর্ববাদী সম্মত মত ওদের বিরুদ্ধে। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১২৭ পৃঃ)

যা হোক অমুসলিম-জ্যোতিষী এবং কুরআন ও হাদীসজ্ঞানী-জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'আলিমের হিসাবও যখন চাঁদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে পারছে না তখন দেখা যাক সারা বিশ্বের গুরু মুহাম্মাদ ﷺ কী বলেন, তিনি বলেন : তোমরা রোযা রাখ চাঁদ দেখে এবং রোযা ছাড় অর্থাৎ ঈদ কর চাঁদ

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
দেখে। তবে হাঁ, তোমরা যদি মেঘের কারণে ধোঁকায় পড়ে যাও তাহলে শা'বানের চাঁদের গণনাকে ৩০ পুরো করে নিও।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ)

শা'বানের হিসাব রাখার গুরুত্ব

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, শা'বানের হিসাব কী করে পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, রামাযানের খাতিরে তোমরা শা'বানের নতুন চাঁদ দেখে হিসাব ঠিক করে রেখো। (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৮৭ পৃঃ)

সুতরাং রজবের ২৯শের সন্ধ্যায় খোঁজ করতে হবে যে, শা'বানের চাঁদ উঠলো কিনা। সেজন্য মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শা'বানের চাঁদের যত হিফাযাত ও দেখাশোনা করতেন অত সংরক্ষণ আর কোন চাঁদের করতেন না। তারপর তিনি রমাযানের চাঁদ দেখে সিয়াম রাখতেন। যদি ২৯শে শা'বানের মেঘ তাঁকে সন্দেহে ফেলে দিত তাহলে তিনি শা'বানকে ৩০ গুণে তার পরের দিন থেকে সিয়াম শুরু করতেন।

(আবূ দাউদ, মিশকাত ১৭৪-৭৫ পৃঃ)

উপরোক্ত ৩টি হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ ১২টি চাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র ১টি চাঁদ শা'বানের খুব বেশী খোঁজখবর নিতেন এবং আমাদেরকেও তিনি এ শা'বান মাসের খোঁজখবর নিতে বলেছেন। আর কোন মাসের কথা তিনি বলেননি। রমাযানকে ঠিক রাখার জন্য তিনি শা'বানের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কিন্তু হাজ্জ ও ঈদুল আযহা ঠিক রাখার জন্য তিনি যিলক্বদের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন বলে এমন কোন হাদীস আমি পাইনি। শুধু এতটুকু বলেছেন যে, রমাযান ও যুলহিজ্জাহ্ দু'টোই ২৯শে হবে না।

হাজ্জ যেহেতু যুলহিজ্জার ৮ই তারিখ থেকে শুরু হয় এবং ঈদুল আযহা ১০ই তারিখে হয় সে জন্য এটা আশা করা যায় যে, ৭/৮ দিনের মধ্যে কোন না কোন জায়গা থেকে চাঁদের সঠিক খবর নিশ্চয় পাওয়া যাবে। সে তুলনায় ঈদুল ফিত্‌রের চাঁদের খবর পাওয়ার সময় খুবই কম। অর্থাৎ ২৯শে রমাযানের মাগরিব থেকে তার পরের দিন শাওওয়ালের (সূর্য

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
মাথায় উপর থেকে একটু পশ্চিমে ঢলে যাবার) আগে পর্যন্ত আনুমানিক ১৫/১৬ ঘণ্টার মতো সময়। ওর মধ্যে ঈদের চাঁদের সঠিক খবর না পেলে ৩০টি রোযা পুরো করে ঈদ করতে অত ঝামেলায় পড়তে হয় না যতটা রোযা শুরু করাবার সময় অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ উপরে দেখলেন, হাজ্জের সঠিক তারিখ জানার জন্য ৭ দিন সময় পাওয়া যায় এবং ঈদুল ফিতরের চাঁদের খবর পাওয়ার জন্যেও ১৫/১৬ ঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশী সময় পাওয়া যায়। কিন্তু রমাযানের চাঁদের খবর পাওয়া থেকে সাহারী পর্যন্ত মাত্র ৯/১০ ঘণ্টা সময় হাতে থাকে। এই সংকীর্ণ সময়ের কারণেই রসূলে আকরাম ﷺ বলেন : তোমরা রমাযানের খাতিরে শা'বানের হিসাব ভালোভাবে গুণে রাখ। (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা)

এখানে একটা প্রশ্ন এটাও উঠতে পারে যে, মেঘের কারণে শা'বানের চাঁদ যদি দেখা না যায় তাহলে শা'বানের ১লা তারিখ জানা যাবে কিভাবে? এর উত্তরে যুক্তি ও কিয়াসের ঘোড়-দৌড়কারীরা হয়ত বলবেন, তাহলে ১২টি চাঁদেই আলাদা আলাদা হিসাব রাখতে হয়। কিন্তু রসূলের হাদীসের প্রতি যাদের অগাধ আস্থা আছে সেই আহলে হাদীসরা বলবেন, না। ১২টি চাঁদেই নয়। কেবলমাত্র শা'বানেরই তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন নাবী ﷺ নিজে রাখতেন এবং আমাদেরকে তা রাখতে বলেছেন।

রজবের চাঁদের ২৯শে যদি শা'বানের চাঁদ না দেখা যায় কিংবা স্বয়ং রজবের হিসাবেও কোন কারণে গোলমাল থেকে যায় তাহলেও আশা করা যায় যে, একটু চেষ্টাচরিত্র করলে গোটা শা'বান মাসের মধ্যে সুদীর্ঘ একমাসে ঐ গোলমাল নিশ্চয় মিটে যাবে এবং শা'বানের সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে। কারণ, সুদীর্ঘ ৫শ' মাইলের মধ্যে কোথাও যে চাঁদ দেখা যাবে না এমনটা বাস্তবে ঘটেনি। বিশেষ করে যোগাযোগের এই অকল্পনীয় উন্নতির যুগে। বর্তমানে এ উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস 'আল্লামাহ্ 'উবাইদুল্লাহ রহমানী সাহেব বিভিন্ন হাদীসের আলোকে বলেন, যদি পশ্চিমের কোন শহরে নতুন চাঁদ দেখা যায় তাহলে তার পূর্ব দিকে ৫শ' ৬০ মাইল পর্যন্ত ঐ চাঁদের হুকুম গ্রহণযোগ্য হবে। আর ঐ দেশের পশ্চিম দিকে তো কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব ছাড়াই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

(মির'আতুল মাফা-তীহ ২০৬ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেকে চাঁদ না দেখে কিংবা শারী'আতী প্রমাণ অনুযায়ী চাঁদের সঠিক খবর না পেয়ে বরং ক্যালেন্ডারের উপর ভরসা করে সন্দেহে পড়ে রোযা রাখে সে আবুল ক্বাসিম (মুহাম্মাদ ﷺ)-এর নাফরমানী করে।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, দারিমী, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ)

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সঠিক হিসাব অনুযায়ী ২৯শে শা'বানে যদি কোন এলাকার লোকেরা রমাযানের চাঁদ দেখতে না পায় এবং শারী'আতী প্রমাণ অনুযায়ী চাঁদের খবর না পেয়ে তারা শা'বান ৩০ গুণে তার পরের দিন থেকে যদি সিয়াম শুরু করে এবং প্রকৃতপক্ষে ২৯শে শা'বানে যদি রমাযানের চাঁদ হয়েও থাকে, যে খবরটা তারা পরে পেল তাহলে ঐ একটি রোযা ছাড়বার জন্য তারা গুনাহগার হবে না। বরং ঈদের পর তারা একটি রোযা ক্বাযা করে দেবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ২৯শে শা'বানে চাঁদ দেখতে না পায় এবং ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী শা'বান মাস ২৯ ধরে তার পরের দিন থেকে সিয়াম শুরু করে আর শা'বানের চাঁদ যদি বাস্তবে ৩০শে যায় তাহলে ঐ ব্যক্তি সিয়াম রেখেও গোনাহগার হবে। ঈদ করা ও না করার ব্যাপারেও এ মাস্আলাটি ঐরূপ হবে যেমন সিয়াম রাখা ও না রাখার ব্যাপারে বর্ণনা করা হল।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চাঁদ দেখার বিধান

নাবী ﷺ বলেন : তোমরা যদি রমাযানের চাঁদ দেখতে না পাও তাহলে শা'বানকে ত্রিশ দিন পূর্ণ এবং শাওয়ালের চাঁদ যদি দেখতে না পাও তাহলে রমাযান ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

(মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, শা'বানের ঊনত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায় রমাযানের চাঁদের খোঁজ করতে হবে। এই খোঁজ সবাই করবে। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকার কারণে সবাই যদি চাঁদ দেখতে না পায় বরং কেবলমাত্র একজন আল্লাহভীরু লোক চাঁদ দেখতে পায় তাহলে তার সাক্ষ্য মেনে নিয়ে সবাইকে সিয়াম রাখতে হবে। যেমন ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা একজন দেহাতী ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে এল। অতঃপর

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
সে বলল, আমি রমাযানের চাঁদ দেখেছি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই? সে বলল, হাঁ। এবার তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল? সে বলল, হাঁ। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বিলাল! লোকেদের মধ্যে এ কথার ঘোষণা করে দাও যে, তারা যেন আগামীকাল সিয়াম রাখে।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, দারিমী, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ)

উক্ত হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, রমাযান আসার ব্যাপারে মাত্র একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু শাওওয়াল অর্থাৎ রোযার ঈদের চাঁদের ব্যাপারে একজন আল্লাহভীরু লোকের সাক্ষ্য বৈধ হবে না। এ ব্যাপারে সমস্ত 'আলিমই একমত। (নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ৭২ পৃঃ)

কারণ, একটি হাদীসে আছে যে, একবার রমাযানের ব্যাপারে মতভেদ হয় তখন দু'জন পল্লীবাসী আসে। অতঃপর তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আল্লাহর কৃসম খেয়ে গত রাতে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদেরকে রোযা ছাড়ার হুকুম দিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, সকালে ঈদগাহে যাবার নির্দেশ দিলেন। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২০ পৃঃ)

সুতরাং ঈদের চাঁদ দেখার জন্য কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী অবশ্যই চাই।

ঈদুল আযহার চাঁদের ব্যাপারেও একজনের সাক্ষ্য চলবে না, বরং দু'জন আল্লাহভীরুর সাক্ষ্য চাই। কারণ, সহীহ হাদীসে আছে, মাক্কার গভর্নর হারিস ইবনে হাতিব বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ওয়াসিয়্যাত (বিশেষ নির্দেশ) করেছেন যে, আমরা যেন চাঁদ দেখে কুরবানী-হাজ্জ করি। অতঃপর আমরা যদি তা না দেখতে পাই এবং দু'জন আল্লাহভীরু লোক সাক্ষ্য দেয় তাহলে ঐ দু'জনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা যেন হাজ্জ ও কুরবানী করি। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ)

ইমাম নাবাবী (রহ.) বলেন, সে ব্যক্তি নিজ চোখে চাঁদ দেখলো তার উপরে সিয়াম ফার্‌য হয়ে গেল এবং যে ব্যক্তি চাঁদ দেখল না কিন্তু দু'জন পরহেযগার ব্যক্তির নিকট হতে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পেল তার উপরেও সিয়াম অপরিহার্য হল। চাঁদের ব্যাপারে মেয়েদের ও ক্রীতদাসদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে না। কোন ফাসেক্ব ও দূরাচার ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রাহ্য হবে না।

(রওযাতুত্ তালিবীন ২য় খণ্ড, ৩৪৫–৩৪৬ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দূরবর্তী এলাকার চাঁদের খবর

আকাশে মেঘ থাকার কারণে সবাই যদি চাঁদ না দেখতে পায় তাহলে আগে বর্ণিত সুনানে আরবা'আর হাদীস অনুযায়ী একজন দীনদার ব্যক্তির সাক্ষ্যানুসারে সিয়াম রাখা যাবে। আর আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী দু'জন দীনদার ব্যক্তির সাক্ষ্যানুসারেও সিয়াম রাখা হবে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, এক জায়গায় চাঁদের খবর অন্যত্র কতদূর পর্যন্ত চলবে। অর্থাৎ ঐ চাঁদের খবর পেয়ে কত দূরের লোকেরা সিয়াম ও ঈদ করতে পারবে। এ ব্যাপারে কোন হাদীসে পরিষ্কার কিছু পাওয়া যায় না। একটি হাদীস দ্বারা কেবল এতটুকু জানা যায় যে, সিরিয়ার চাঁদের খবর মাদীনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি। হাদীসটি এই :

কুরায়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমি সিরিয়ায় থাকাকালীন জুমু'আর রাতে রমাযানের চাঁদ দেখলাম। তারপরে ঐ মাসের শেষ দিকে মাদীনায় এলাম। অতঃপর আমাকে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছু জিজ্ঞেস করার পর বললেন, তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, জুমু'আর রাতে। এবার তিনি বললেন, তুমি নিজে দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ এবং আরো অনেক লোক দেখেছে। তাই তারা সিয়াম রেখেছে এবং মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও সিয়াম রেখেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, কিন্তু আমরা শনিবারের রাতে চাঁদ দেখেছি। তাই আমরা ত্রিশ পুরো করব কিংবা (২৯শের রাতে) চাঁদ দেখা পর্যন্ত রোযা চালিয়ে যাও। তখন আমি বললাম, তাহলে আপনি মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও সিয়াম রাখা যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন, না। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে, মাদীনা ও সিরিয়ার মাতলা বা চাঁদের উদয়স্থলে বিশ মিনিট পার্থক্য আছে। (ফাতাওয়া সানায়্যিাহ্ ১ম, ৪১৬ পৃঃ)

সিরিয়া মাদীনার উত্তরে একটু পূর্ব ঘেষে প্রায় সাতশো মাইল দূরে অবস্থিত। (মির্'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, ২০৬ পৃঃ)

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, পশ্চিমে কোন জায়গায় উদিত চাঁদের সঠিক খবর ওর পূর্বে সাড়ে তিনশ' মাইল দূরবর্তী এলাকা পর্যন্তও চলবে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যপারে তা নয়। তাই এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
শওকানী (রহ.) বলেন, সিরিয়ার চাঁদ দেখাকে মাদীনায় 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস-এর মেনে না নেয়া তাঁর ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত গবেষণার ব্যাপার, যা দলীলযোগ্য হতে পারে না। কারণ সচরাচর দেখা যায় যে, বিভিন্ন শহরের লোক একে অপরের খবর মোতাবেক কাজ করে এবং শরীআতের যাবতীয় হুকুমে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। যদিও দু'টি শহরের মাঝে এত দূরত্ব থাকে যার ফলে ওদের চাঁদের উদয়স্থলে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। অতএব এক জায়গার চাঁদ দেখার খবর কিছু এলাকা পর্যন্ত নির্দিষ্টকরণ ততক্ষণ চলবে না যতক্ষণ ওর প্রমাণে কোন দলীল পেশ করা না যাবে। (নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ৭৯ পৃঃ)

কেউ কেউ ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঐ অভিমতটিকে *'লিকুল্লি বালাদিন রূয়াতুহুম'* অর্থাৎ 'প্রত্যেক শহরের জন্য কেবল ঐ শহরবাসীর চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে।' আইনের মধ্যে গণ্য করে ধোঁকায় পড়েছেন। কিন্তু এ বাক্যটি সম্পর্কে শায়খুল হাদীস 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন, এটা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মারফূ' হাদীস নয় এবং কোন সহাবীরও উক্তি নয়। বরং এটা কোন ফকীহের ব্যক্তিগত উক্তি। সে জন্য এ আইনটি হাদীসের মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য হবে না।

(রমাযানুল মুবারাককে ফাযা-য়িল আহকাম ৯ পৃঃ)

চাঁদের ব্যাপারে আসল দলীল হল ঐ হাদীস যাতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : *"লিরূয়্যাতিহী ওয়া আফতিরূ লিরূয়্যাতিহী"* অর্থাৎ তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ত্যাগ কর।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৪ পৃঃ)

এ হাদীসের সম্বোধন ব্যাপক। তাই যে কোন জায়গায় কোন মুসলিম চাঁদ দেখলে তা সবারই জন্য প্রযোজ্য হবে। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, সিয়াম রাখার জন্য কমপক্ষে একজনের এবং ঈদ করার জন্য কমপক্ষে দু'জনের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য অপরিহার্য। একটি হাদীসে এটাও পাওয়া যায় যে, একদা কিছু লোক উটে চড়ে অন্য দূরবর্তী কোন শহর থেকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকটে এমন সময় আসে যখন ঈদের সলাতের সময় ছিল না। অর্থাৎ দুপুরের পর ওরা এসেছিলেন। তাঁরা এসে এ সাক্ষ্য দেয় যে, গতকাল আমরা আমাদের এলাকায় বা শহরে চাঁদ দেখেছি। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখনই সবার সিয়াম ভাঙ্গিয়ে দেন এবং পরের দিন ঈদের সলাত আদায় করেন। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ৭৩ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDFCompressor by DLM Infosoft

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, এক শহরের চাঁদের খবর অন্য শহরেও চলবে। সুতরাং প্রত্যেক শহরের জন্য ঐ শহরবাসীর চাঁদ দেখা অপরিহার্য একথা সঠিক নয়। এরপরেও প্রশ্ন ওঠে যে, ঐ দু' শহরের মধ্যে দূরত্ব কতটা হতে পারে। এ ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণ বলেন, এক শহরবাসী যদি চাঁদ দেখার সঠিক প্রমাণ পায় তাহলে এদের উপরে রোযা রাখা ফার্য হবে। তাই পশ্চিমের লোকেদের চাঁদ দেখা পূর্বের লোকেদের জন্য অপরিহার্য হবে। এটা যা-হিরী রিওয়ায়াত। এরই উপরে ফাতাওয়া আছে। (বাহরুর রায়িক ২য় খণ্ড, ২৭০ পৃঃ; শারহুন্ নিকা-য়াহ্ ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃঃ; দুর্‌রে মুখতার ১৪৯ পৃঃ)

এ মতানুসারে পৃথিবীর পশ্চিমে অবস্থিত যে কোন দেশের চাঁদের খবর পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত যে কোন দেশ সঠিকভাবে পেলে ঐ খবর অনুযায়ী তারা সিয়াম ও ঈদ করতে বাধ্য। এ আইনানুযায়ী মরক্কোর চাঁদের সঠিক প্রমাণ কয়েক হাজার মাইল পূর্বের দেশ ইন্দোনেশিয়া পেলে তারা সিয়াম ও ঈদ করতে বাধ্য।

কিন্তু হানাফী ফকীহদের মধ্যে 'আল্লামাহ্ আলাউদ্দীন আবূ বাক্‌র ইবনে মাস্'ঊদ কাসানী (মৃত ৫৮৭ হিঃ) বলেন, যে দু' শহরের মধ্যে খুবই দূরত্ব আছে তাদের মধ্যে এক শহরবাসী অপর শহরবাসীর গুকুম মানতে বাধ্য নন। কারণ, খুবই দূরবর্তী বিভিন্ন শহরের চাঁদের উদয়স্থলের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই ঐরূপ অবস্থায় প্রত্যেক শহরবাসী তাদের নিজ নিজ শহরের আইন মানবে, অন্য শহরের হুকুম মানতে বাধ্য হবে না।

(বাদায়ি' ওয়া সানা-য়িওয়া ২য় খণ্ড, ৮৩ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ কুদূরীসহ কিছু হানাফী ফকীহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন। (শারহুন্ নিকায়াহ্ ১ম খণ্ড, ১৭২ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ যায়লা'ঈ (রহ.)-এর মতও তাই। (শারহে কানযুদ্ দাকায়িক ১ম খণ্ড, ৩২১ পৃঃ; রুয়াতে হিলাল ওয়া ফটোকে আহ-কাম ৬৩ পৃঃ)

দেওবন্দী হানাফীরা যাকে ভারতের ইমাম বুখারী মনে করে সেই 'আল্লামাহ্ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, যায়লা'ঈ-এর উক্তিটি আমি দৃঢ় মনে করি। আমি ইবনে রুশদের কাওয়ায়িদে দেখেছি যে, দূরবর্তী শহরের ব্যাপারে চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সম্পর্কে সবাই

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
একমত। থাকলো নিকট ও দূরের সীমারেখা ঠিককরণ। এর কোন নির্দিষ্ট সীমা রেখা নেই। অতএব তা ভুক্তভোগীরাই ঠিক করে নেবে।

(আল আরফুশ্ শাযী ২৮৬ পৃঃ)

হানাফী ফকীহদের এ দ্বিতীয় মতটাই বর্তমানে প্রচলিত এবং ফাতাওয়ায়ে পরিণত। এ মতানুসারে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে সেই চাঁদ অনুসারে এ তিন দেশে সিয়াম ও ঈদ করা যাবে। যদিও রাজনৈতিক কারণে এখানকার কিছু লোক একে অপরের চাঁদ দেখাকে গ্রহণ করে না। এটা শরীআতী আইন নয়, বরং রাজনৈতিক আপত্তি, যা শারী'আতের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য নয়।

শাফি'ঈ ফাতাওয়া

অন্য জায়গায় চাঁদ দেখাকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে শাফি'ঈরা বলেন, রমাযানের চাঁদ যদি এক শহরে দেখা যায় এবং অন্য শহরে না দেখা যায় তাহলে শহর দু'টি কাছাকাছি হলে দু'টি শহরের আইন একই হবে। কিন্তু শহর দু'টি যদি খুব দূরে দূরে অবস্থানে হয় তাহলে এক শহরের সিয়াম অন্য শহরবাসীর উপর ফার্য হবে না। যেমন হিজায, ইরাক, খোরাসান প্রভৃতি। এদের চাঁদের উদয়স্থলে অনেক পার্থক্য আছে। আর কাছাকাছি বলতে বোঝায় যাদের চাঁদের উদয়স্থলে খুব একটা পার্থক্য নেই। যেমন- বাগদাদ, কুফা প্রভৃতি। (রওয়াতুত্ তালিবীন ২য় খণ্ড, ৩৪৮)

এ মতানুসারে কলকাতা–ঢাকা, কলকাতা–পাটনা, কলকাতা–ভুবনেশ্বর প্রভৃতি শহরের লোকেরা একে অপরের চাঁদের সঠিক খবর পেলে সিয়াম ও ঈদ করতে পারবে। কিন্তু দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতির চাঁদের খবরে কলকাতায় সিয়াম ও ঈদ হবে না।

এ ব্যাপারে এক আলেম মাওঃ আবূ সা'ঈদ মুহাম্মাদ শারফুদ্দীন সাহেব বলেন, যে দু' শহরের সূর্য উদয় ও অস্তের মধ্যে তিন ঘণ্টা পার্থক্য আছে সেখানে একে অপরের চাঁদ দেখার আইন মানতে বাধ্য নয়। ওর কম হলে চলবে। (ফাতাওয়া সানায়িয়্যাহ্ ১ম খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

এ মতানুসারে ইরান ও আফগানিস্তানের চাঁদ দেখার সঠিক খবরে ভারতে রোযা ও ঈদ হতে পারবে। কিন্তু কার্যতঃ এ মতটি এ

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
উপমহাদেশের আহলে হাদীসরা কেউই মানে না। সুতরাং উক্ত আলিমের ব্যক্তিগত এ অভিমতটি প্রত্যাখ্যাত।

'আল্লামাহ্ রহমানীর ফাতাওয়া

এ ব্যাপারে বর্তমানে ভারতের একমাত্র শায়খুল হাদীস 'আল্লামাহ্ 'উবাইদুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন, চাঁদের উদয়স্থল কত দূরত্বে একক ও ভিন্ন ভিন্ন হবে সে ব্যাপারে মাইল দ্বারা নির্দিষ্ট করা দুরূহ ব্যাপার। তবে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন যে, নতুন চাঁদ যদি সূর্য ডোবার সময় কোন জায়গার আকাশের কিনারায় এতটা উঁচুতে থাকে যে, সূর্য ডুবতে কেবলমাত্র বত্রিশ মিনিট সময় লাগবে তাহলে ঐ জায়গা থেকে পূর্বে পাঁচশ ষাট মাইল এলাকা একক উদয়স্থল বা 'ইত্তেফাকে মাতলা' মনে করা হবে। এই হিসেব অনুসারে বোঝা যায় যে, নতুন চাঁদ যদি কোনশহরে দেখা যায় তাহলে ঐ শহর থেকে পূর্বদিকে পাঁচশ ষাট মাইলের লোকেরা ঐ চাঁদের খবর মেনে সিয়াম ও ঈদ করতে পারবে। বাকী থাকলো ঐ শহরের পশ্চিম দিককার বিভিন্ন শহর ওদের জন্য নির্দিষ্ট কোন দূরত্ব নেই। বিনা নির্দিষ্টকরণে ঐসব শহরগুলোতে পূর্ব দিককার যেকোন জায়গায় চাঁদ দেখার আইনই প্রযোজ্য হবে। (মির্'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, ২০৬ পৃঃ)

এ হিসাব অনুসারে বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে ঐ চাঁদ অনুযায়ী পশ্চিমবাংলার পশ্চিম দিকের শেষ সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের পূর্ব দিককার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত চাঁদের গমনাগমন পথে আকাশ পথের দূরত্ব পাঁচশ' মাইলের কম বৈ বেশী নয়।

রেডিও এবং টেলিভিশনের খবর

হানাফী ফোকাহা এবং আহলে হাদীস মুহাদ্দিসগণের ফাতাওয়া অনুযায়ী অন্য এলাকার চাঁদের খবর যদি সেখানকার হেলাল কমিটি কিংবা কোন প্রসিদ্ধ 'আলিমের বরাত ছাড়া প্রচার করা হয় তাহলে সে খবর অনুসারে সিয়াম ও ঈদ করা যাবে কি না?

অনেকে বলেন, আমরা প্রত্যহ দেখে থাকি যে, রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রচারিত খবরগুলো সারা বিশ্ববাসী মেনে নেয়। ঐরূপ ঐ

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারিত চাঁদের খবর মানা যাবে না কেন? যারা মানে না তারা এ যুগে বাস করার যাগ্য নয়। প্রকৃত ব্যাপার কি তাই? না, তা তো নয়।

কারণ, রেডিওতে প্রত্যহ যে খবরগুলো প্রচারিত হয় তাতো দুনিয়াবী খবর। যার সাথে ঈমান ও বেঈমানের কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু এর বিপরীত সিয়াম ও ঈদের চাঁদের খবর, যার ভুলভ্রান্তির সাথে নেকী ও গুনাহর সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং চাঁদের খবর রেডিওতে প্রচার করতে গেলে শারী'আতসম্মত উপায়ে পরহেযগার ও দীনদার 'আলিম কর্তৃক প্রচারিত হওয়া উচিত। কোন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কিংবা মন্ত্রী প্রমুখদের বেতারভাষণ যেমন তাঁর দফতরে গিয়ে বেতার কর্মীরা টেপ করে এনে রেডিও মারফত তাঁর সে টেপ শোনানো হয়, তেমনি সিয়াম ও ঈদের চাঁদের খবর কোন শহরের হেলাল কমিটি কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন বিশিষ্ট আলেমের ঘোষণা টেপ করে রেডিও মারফত শোনান উচিত। তাহলে বিভ্রান্তি আসবে না এবং শারী'আতের নিয়ম-নীতি প্রশ্নবিদ্ধ হবে না। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরকারের ঐরূপ করা অবশ্যই উচিত।

কিন্তু সেখানকার আল্লাহভীরু ও শরীআতের একনিষ্ঠ অনুসারী মুসলিমরা যদি হেলাল কমিটির কোন 'আলিম- সদস্য কিংবা কোন বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ 'আলিম যাঁর গলার স্বর জনগণ চেনেন তাঁর দ্বারা রেডিও মারফত চাঁদের খবর ঘোষণার ব্যবস্থার ব্যাপারে তাঁদের সরকারকে বাধ্য করাতে না পারে, বরং গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে নারীদের সাথে অবাধ মেলামেশাকারী ফাসিক চরিত্রের বেতারকর্মীর দ্বারা চাঁদের ঘোষণা করা হয়- বর্তমানে যেমন হচ্ছে- তাহলে কী হবে?

রেডিওতে প্রচারিত খবরের ব্যাপারে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ এ কথাও বলেন যে, ঐ খবরটি 'প্রসিদ্ধির' পর্যায়ে পৌঁছতে হবে। অর্থাৎ চাঁদের খবরটি যেন কেবল একটি রেডিও সেন্টার হতে প্রচারিত না হয় বরং তা যেন একাধিক রেডিও সেন্টার থেকে প্রচারিত হয় এবং তা কয়েকবার করে প্রচার হয়। যেমন বাংলাদেশের ঢাকা রেডিও থেকে যদি কোন ফাসিক চরিত্রের ঘোষক মারফত সিয়াম বা ঈদের চাঁদের খবর হেলাল কমিটির বরাত ছাড়া প্রচারিত হয় এবং ঐরূপ খবর যদি রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা রেডিও সেন্টার হতে প্রচারিত না হয় তাহলে খবরটি 'প্রসিদ্ধির' পর্যায়ে

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
পৌঁছবে না। ফলে ঐ খবর অনুযায়ী সিয়াম ও ঈদ করা যাবে না। কিন্তু চাঁদ হওয়ার খবর বাংলাদেশের চারটি রেডিও সেন্টারে যদি কিছু সংক্ষেপে কিংবা আরো বিশদভাবে পুনঃপ্রচারিত হয় তাহলে খবরটি মুফতীদের পরিভাষায় 'ইস্তিফা-যা' বা প্রসিদ্ধির পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। ফলে ঐ প্রসিদ্ধ খবরানুযায়ী সিয়াম ও ঈদ করা যেতে পারে।

দিনে চাঁদ দেখা গেলে

সিয়াম ও ঈদের চাঁদ যদি কখনো দিনে দেখা যায় তাহলে তার দু'টি দিক আছে। এক– যাওয়াল বা মাথার উপর থেকে সূর্য ঢলার আগে। দুই- যাওয়ালের পর। একদা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু উতবাহ ইবনে ফারকাদকে একটি পত্র লিখে বলেন, দিনের প্রথম দিকে চাঁদ দেখা গেলে তা গত দিনের চাঁদ। অতএব তখনই তোমরা ইফত্বার কর। কিন্তু চাঁদ যখন দিনের শেষ দিকে দেখা যাবে তখন সেটা ঐ দিনের হবে। অতএব তোমরা রোযা পূর্ণ কর।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৬৬ পৃঃ)

'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকেও কিছু হেরফের করে ঐরূপ শব্দ বর্ণিত আছে।

(মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা; মুহাল্লা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪০ পৃঃ)

ওয়ালীদ ইবনে 'উত্বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমরা 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে চাঁদ না দেখা পাওয়ায় আটাশটা রোযা রেখেছিলাম। তারপর যখন ঈদের দিন এল তখন তিনি আমাদেরকে একটি সিয়াম ক্বাযা করার হুকুম দিয়েছিলেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৮৬ পৃঃ)

বিখ্যাত তাবি'ঈ 'আল্লামাহ্ শা'বী (রহ.) বলেন, আমরা ত্রিশের তুলনায় ঊনত্রিশ সিয়াম বেশী পেয়েছি। (প্রাগুক্ত)

চাঁদ দেখার দু'আ

বিভিন্ন হাদীসে নাবী ﷺ, সহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈ থেকে কিছু শব্দ হেরফের করে চাঁদ দেখার আট রকম দু'আ পাওয়া যায়। তিরমিযী, আবূ দাউদ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব, ইবনে আরোযা ও মাজমা'উয্ যাওয়া-য়িদে ঐ দু'আগুলো বর্ণিত আছে। ঐসব দু'আর অধিকাংশ হাদীসের সূত্রে দুর্বল রাবী আছেন। 'আল্লামাহ্ নুরুদ্দীন

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
হায়সামী-এর গবেষণায় ঐ সংক্রান্ত নিম্নের হাদীসটির সূত্র আপত্তিমুক্ত। তাই ঐ দু'আটি এখানে বর্ণনা করা হল। রাফি' ইবনে খাদীজ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন :

هِلَالُ خَيْرٍ وَالرُّشْدِ.

"হিলা-লু খইরিন ওয়াররুশদিন" – অর্থাৎ কল্যাণ ও সুপথপ্রদর্শনের নতুন চাঁদ!

তারপর তিনবার বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ قَدْرٍ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ.

"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন খইরি হা-যাশ্ শাহ্রি ওয়া খইরি ক্বদ্রিন্ ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্‌রিহী।"

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ মাসের কল্যাণ ও ভাগ্যের কল্যাণ কামনা করছি এবং এর অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

(ত্বাবারানী, মাজমা'উয্ যাওয়া-য়িদ ১০ম খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

কোন কোন ব্যক্তি নতুন চাঁদ দেখে তাকে হাত তুলে সালাম করে। তাই 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের কেউ নতুন চাঁদ দেখে মাথা তুলবে না। বরং তোমাদের জন্য কেবল এ কথা বলাই যথেষ্ট : *রব্বী ওয়া রব্বুকুল্লাহ-হ* অর্থাৎ আমার এবং তোমার প্রতিপালক আল্লাহ।

(মুসন্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

রমাযানের চাঁদ প্রমাণিত হবার পরই রমাযানের যে বিশেষ অবদানটি আমাদের নিকটে সর্বপ্রথমে উপস্থিত হয় তা হল তারাবীর সলাত। তাই এখন তারাবীহ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হল।

তারাবীহের তত্ত্বকথা

'তারাবীহ' শব্দটি কুরআন ও হাদীসের কোন জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ সারা মুসলিম জাহান 'তারাবীহ' শব্দটির সাথে ওতপ্রোতভাবে পরিচিত। এর কোন বিকল্প শব্দ তারা শুনতেও রাযী নয় এবং শুনলেও তারা তা তাৎক্ষণিক বুঝতে পারে না।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান ছাড়া বাকি ১১ মাস রাতে যে 'ইবাদাত করতেন কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় তাকে বলা হয় ক্বিয়ামুল লায়ল বা রাতের সলাত। এরই অপর নাম তাহাজ্জুদ। আর রমাযান মাসের রাতে তিনি যে 'ইবাদাত করতেন হাদীসের পরিভাষায় তাকে ক্বিয়ামে রমাযান বা রমাযানের (রাতের) সলাত বলে। তারাবীহ এর মধ্যে পড়ে।

মুসলিমের ভাষ্যকার হাদীস শাস্ত্রের মহারথী ইমাম নাবাবী (রহ.) বলেন, তারাবীর সলাত দ্বারা ক্বিয়ামে রমাযান আদায় হয়ে যায়। তাই বুখারীর ভাষ্যকার 'আল্লামাহ্ কিরমানী (রহ.) বলেন, ক্বিয়ামে রমাযানেরই অপর নাম তারাবীহ। (নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস ও মিশকাতের ভাষ্যকার 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন : তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামে রমাযান ও সলাতুল লাইল প্রভৃতি সবই রমাযানে একই জিনিস এবং একই সলাতের নাম। রমাযানে তারাবীহ ছাড়া তাহাজ্জুদ নেই। কারণ, কোন সহীহ অথবা য'ঈফ হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয় না যে, নাবী কারীম ﷺ রমাযানের রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'রকম সলাতই আদায় করেছেন।

রমাযান ছাড়া অন্য মাসে যার নাম তাহাজ্জুদ, রমাযানে তাইই হল তারাবীহ। যেমন আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

(মির্'আতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা)

তারাবীহ নাম কেন?

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে ৪ রাক্'আত করে সলাত আদায় করতেন। তারপর তিনি একটু বিশ্রাম নিতেন। যায়দ ইবনে ওয়াহ্ব বলেন, 'উমার রমাযানে আমাদেরকে (তারাবীর) সলাত আদায়ের সময় প্রত্যেক ৪ রাক্'আতের পর অতটা বিশ্রাম দিতেন যতটা সময়ের মধ্যে একজন লোক মাসজিদে নাবাবী হতে 'সালাওয়া' পাহাড় পর্যন্ত চলে যেত। (সুনানুল কুবরা, বায়হাক্বী ২য় খণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

উক্ত দু'টি হাদীসে বিশ্রাম নেবার ও দেবার জন্য 'ইয়াতারওয়াহু ওয়া যুরাওবিহু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার বিশেষ্য হল তারাবীহাতুন এবং এরই

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
বহুবচন তারাবীহ। তাই প্রখ্যাত সহাবী আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রমাযান মাসে রাতে সলাত আদায়ের সময় লোকেরা প্রত্যেক চার রাক্'আত সলাত পড়ার পর একটু বিশ্রাম নিত বলে ওর নাম তারাবীহ রাখা হয়েছে।

(আল মুগরব ১ম খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

তারাবীর ফাযীলাত

নাবী (ﷺ) বলেন : আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা রমাযানের সিয়াম ফার্য করেছেন এবং আমি তার ক্বিয়ামকে (তারাবীহকে) সুন্নাত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রমাযানের সিয়াম রাখে এবং রাতে সলাতে দাঁড়ায় সে মায়ের পেট থেকে পয়দা হবার মত সমস্ত গুনাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে যায়।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৩৯ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ৯৫ পৃঃ, আহমাদ, নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ)

এজন্যই মনে হয় একশ' বিশ বছরের বৃদ্ধ সুওয়াইদ ইবনে গাফলাহ রমাযান মাসে রাতে (তারাবীর) ইমামাত করতেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড, ৩৯৫ পৃঃ)

রাফিযীরা ছাড়া আর কোন ফির্কাহ তারাবীহ অস্বীকার করে না।

(মাবসুত ২য় খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)

সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা রমাযানের রোযাকে ফার্য করেছেন এবং তার রাতের ক্বিয়ামকে (তারাবীহকে) নফ্ল করেছেন। ঐ মাসে যে ব্যক্তি কোন নফ্ল কাজ করে সে যেন অন্য মাসে কোন ফার্য কাজ করে।

(বায়হাক্বী-এর "শু'আবুল ঈমান", মিশকাত ১৭১ পৃঃ)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, তারাবীর সলাত আদায় করলে অন্য মাসের ফার্য সলাতের সমান নেকী পাওয়া যায় এবং আগের হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, তারাবীহ পড়লে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হওয়া যায়। এটা হল একা একা তারাবীহ আদায়ের সাওয়াব।

কিন্তু কেউ যদি জামা'আতের সাথে তারাবীর সলাত আদায় করে তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি ইমামের সালাম না ফেরা পর্যন্ত

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
ইমামের সাথে জামা'আতে (তারাবীর) সলাত আদায় করে তার জন্য রাত ভর সলাত আদায়ের নেকী লেখা হয়।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, মিশকাত ১১৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ আমাদের জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়ার তাওফীক্ব দিন– আমীন!

মেয়েদেরও তারাবীহ আদায় করা সুন্নাত

আরফাজাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকেদেরকে রমাযান মাসে রাতে সলাতের জন্য ওকুম দিতেন এবং পুরুষদের জন্য একজন ইমাম ও মেয়েদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করতেন। আমি মেয়েদের ইমাম হতাম। (বায়হাক্বী, কানযুল 'উম্মাল ৮ম খণ্ড, ২৬৫ পৃঃ)

উক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে মেয়েদেরও তারাবীর জামা'আত হতো। সুতরাং পুরুষদের মতো মেয়েদেরও তারাবীহ আদায় করা সুন্নাত। (ফিক্বহুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃঃ)

তারাবীর জামা'আত ও তার সময়

সহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদে রমাযানের রাতে ভিন্ন ভিন্ন দলে (তারাবীর) সলাত আদায় করতেন। তাদের মধ্যে যিনি কুরআনের কিছু হাফিয হতেন তার সাথে পাঁচ কিংবা ছয় অথবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী লোক সলাত আদায় করতেন। মা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ঐ সময় এক রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আমার হুজরার দরজায় একটি চাটাই টাঙ্গিয়ে দিতে বললেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার সলাত আদায়ের পর ঘর থেকে বের হলেন। যারা ছিলেন তারা তাঁর কাছে একত্রিত হল। ফলে তিনি তাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ রাত ধরে (তারাবীর) সলাত আদায় করলেন। (মুসনাদে আহমাদ ৫ খণ্ড, ৭-৮ পৃঃ)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তারাবীর জামা'আত করেছিলেন এবং তা 'ইশার জামা'আত শেষ করে নিজ ঘরে সুন্নাত ইত্যাদি পড়ার পর এ জামা'আত করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একদা রমাযানে অর্ধেক রাতে বের হলেন, অতঃপর মাসজিদে নাবাবীতে সলাত আদায় করলেন এবং কিছু লোকও তাঁর সাথে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর সকালে তারা আলোচনা করায় দ্বিতীয় রাতে আরো লোক একত্রিত হল। ফলে তিনি সলাত পড়লেন। সমবেত সহাবীরাও তাঁর সাথে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর সকাল বেলায় আলোচনা হওয়ায় তৃতীয় রাতে আরো বেশী লোক একত্রিত হল। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বের হলেন এবং সবাইকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। তারপর চতুর্থ রাতে এত লোক জড় হল যে, মাসজিদে জায়গা হল না। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে ঘর থেকে বের না হয়ে ফাজ্‌রের সময় বের হলেন এবং ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে বললেন, তোমাদের রাতের অবস্থা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমি ভয় পেলাম যে, (তারাবীহর) সলাত যদি তোমাদের ওপর ফার্‌য হয়ে যায় তখন তোমরা যদি তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যু পর্যন্ত ঐরূপ চলতে থাকে। (বুখারী ১ম খণ্ড, ২৬৯ পৃঃ)

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, তারাবীর জামা'আত 'ইশার পর না করে অর্ধেক রাতেও শুরু করা যেতে পারে। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, তারাবীর সলাত ফার্‌য হয়ে গেলে উম্মাতের কষ্ট হবে বলে রসূলুল্লাহ ﷺ গোটা রমাযানে জামা'আত করে তারাবীহ আদায় করেননি। বরং কয়েক রাত পড়ে সুন্নাত জারি করে গেছেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর রিওয়ায়াতে আছে; রসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকালের পর থেকে আবূ বাকরের যুগে এবং 'উমারের যুগে প্রথম দিক পর্যন্ত ব্যাপারটি ঐরূপ চলতে থাকে।

(মুসলিম, মিশকাত ১৪৪ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ কেউ বিনা জামা'আতে একা একা, কেউ শেষ রাতে, কেউ ঘরে, কেউ মাসজিদে, বিক্ষিপ্তভাবে তারাবীহর সলাত আদায় করতে থাকে। (মির্'আতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ২২৬ পৃঃ)

তাবাকাত ইবনে সা'দে আছে, আগে তারাবীহর অবস্থা ঐরূপ ছিল যে, কোথাও ৪ জনের, কোথাও ১০ জনের দল সলাত আদায় করতো। যে কারী ভালো সুরে পড়তে পারতো তার সাথে মুসল্লীদের সংখ্যা বেড়ে যেত। তার চেয়ে যদি কোন ভালো ক্বারী এসে পড়তো তাহলে লোকেরা পুরানোকে ছেড়ে দিয়ে নতুনের সাথ ধরতো। এরূপে একটা বিশৃঙ্খলা

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
দেখা দিচ্ছিল এবং লোকেদের মধ্যে একটা কুপ্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছিল। তাই 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইমামতিতে জামা'আত সহকারে তারাবীহ আদায়ের হুকুম জারি করেন।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৫ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা; সলাত কা আহকাম ও মাসায়িল ১৩৮ পৃঃ)

'আবদুর রহমান ইবনে ক্বারী বলেন, একদা (১৪ হিজরীর রমাযান মাসের রাতে) আমি 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব-এর সাথে মাসজিদে (নাবাবীতে) গেলাম। অতঃপর লোকেদের বিক্ষিপ্তভাবে দেখলাম। কেউ একা সলাত পড়ছে, কারো সাথে কিছু লোক জামা'আত করছে। এ বিশৃঙ্খলভাব দেখে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যদি সবাইকে এক কারী ইমামের পিছনে জমা করে দেই তাহলে খুব ভালো হয়। তারপর তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ নিলেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিছনে জামা'আত করালেন। পরের রাতে তিনি আবার মাসজিদে এলেন এবং সবাইকে একটি ক্বারীর পিছনে জামা'আতে সলাত আদায় করতে দেখে বললেন কী সুন্দর নতুন নিয়মটি! তবে হাঁ, (শেষ রাতের তাহাজ্জুদের) যে সলাত থেকে তোমরা শুয়ে থাকতে তা এই (তারাবীহ) থেকে উত্তম যা তোমরা এখন আদায় করছো। তখন লোকেরা প্রথম রাতে তারাবীহ আদায় করতো।

(বুখারী, মিশকাত ১৫৫ পৃঃ)

উক্ত সমস্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রমাযানের প্রথম রাতে কয়েক রাত জামা'আত সহকারে তারাবীহ আদায় করা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত এবং তিন খুলাফায়ে রাশেদীন ও অধিকাংশ সহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যে মাস ভর জামা'আতে তারাবীহ আদায় করা সুন্নাত। কারণ নাবীর ইন্তিকাল ও আবূ বাক্‌র-এর মৃত্যুর পর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খলীফা হন তখন তারাবীহ ফার্‌য হবার আশংকা না থাকায় তিনি ১৪ হিজরীতে একজন হাফিযে কুরআন ইমামের পিছনে ছোট ছোট তারাবীর জামা'আতগুলোকে একটি বিরাট জামা'আতে পরিণত করেন। ('আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৯ পৃঃ)

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে এ নিয়মই চলে আসছে।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারাবীর সলাত কত রাক্'আত?

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানে কয়েক রাত জামা'আত করে তারাবীহ আদায় করেছিলেন। এছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ﷺ কয়েক রাতে জামা'আত করে তারাবীহ আদায় করেছিলেন। কিন্তু এ হাদীসগুলোতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, তিনি তখন কয় রাক্'আত তারাবীহ আদায় করেছিলেন। এ অস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে বর্তমানে এ উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীস 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন, জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাসে আমাদেরকে নিয়ে ৮ রাক্'আত (তারাবীহ) ও বিত্র সলাত আদায় করান।

(ত্বারানী সগীর, আবূ ইয়া'লা, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ৩৪১ পৃঃ; ক্বিয়ামুল লায়ল, মির্'আতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ২২৮ পৃঃ)

একদা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, রমাযানে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সলাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রমাযান ও রমাযান ছাড়া অন্য মাসেও রসূলুল্লাহ ﷺ এর সলাত ১১ রাক্'আতের বেশী ছিল না। ৮ রাক্'আত করে ৪ রাক্'আত (তারাবীহ) এবং ৩ রাক্'আত (বিত্র)।

(বুখারী ১ম খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তামীম্ দারী দুই সহাবীকে রমাযান মাসে ১১ রাক্'আত (তারাবীর) জামা'আত আদায়ের হুকুম দিয়েছিলেন।

(মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক, ৪০ পৃঃ, মিশকাত, ১১৫ পৃঃ)

বিখ্যাত হাদীস বিশারদ 'আল্লামাহ্ আইনী (রহ.) হানাফী বলেন, তারাবীর সলাত কত রাক্'আত সে সম্পর্কে 'আলিমদের অভিমত কয়েক প্রকার পাওয়া যায়। যেমন ১৪ রাক্'আত বিত্রসহ ৩৯ রাক্'আত, ৪৭ রাক্'আত (বিত্র ৭ রাক্'আত), ৩৬ রাক্'আত (বিত্র ৩ রাক্'আত), ২৮ রাক্'আত, ২৪ রাক্'আত, ২০ রাক্'আত, ও ১১ রাক্'আত।

('উমদাতুল ক্বারী ১১ খণ্ড, ১২৬ পৃঃ)

এ সমস্ত রিওয়ায়াত সম্পর্কে তিরমিযীর ভাষ্যকার 'আল্লামাহ্ 'আবদুর রহমান মুবারকপূরী (রহ.) বলেন, **কেবলমাত্র ১১ রাক্'আতের**

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
রিওয়ায়াতটি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে পাওয়া যায় এবং 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ১১ রাক্'আতের হুকুম দিয়েছিলেন। আর বাকী কোন রিওয়ায়াত রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এবং খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে সহীহ সনদে পাওয়া যায় না। 'আল্লামাহ্ নিমুভী (রহ.) হানাফী বলেন, বায়হাক্বীর বরাত দিয়ে ২০ রাক্'আত তারাবীহ সম্পর্কে 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ও 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগের যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা ভুল। কারণ বায়হাক্বীর কোন গ্রন্থেই "উসমান ও 'আলীর যুগের" কথা পাওয়া যায় না।

(তা'লীক 'আলা আসা-রিস্ সুনান, মির্'আতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ২৩৪ পৃঃ)

মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক-এ এ রিওয়ায়াতও পাওয়া যায় যে, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নাকি ২০ রাক্'আত তারাবীহ আদায়ের হুকুম দিয়েছিলেন। এ রিওয়ায়াতটি সহীহ নয়, বরং সবারই মতে য'ঈফ এবং এ রিওয়ায়াতটি মুয়াত্ত্বার অন্য সহীহ রিওয়ায়াতেরও বিপরীত। তাই মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এটি 'আমালের অযোগ্য, অগ্রহণযোগ্য এবং রিওয়ায়াতটির মতন শব্দের হেরফের দোষে দুষ্ট বলে পরিত্যাজ্য।

দেওবন্দের সবচেয়ে কৃতি ছাত্র ও উস্তাদ এবং ভারত বিখ্যাত মনীষী 'আল্লামাহ্ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, ২০ রাক্'আত সম্পর্কে যতগুলো হাদীস আছে সবগুলোর সনদই য'ঈফ। ঐগুলোর য'ঈফ হওয়া সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিসগণ একমত। (আল আরফুশ্ শাযী ৩০৯ পৃঃ)

মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারওয়াযী (রহ.) আবূ মিজলায রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ৬ রাক্'আত তারাবীহ্ আদায়ের একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

(ক্বিয়ামুল লায়ল ৯২ পৃঃ)

কিন্তু এ রিওয়ায়তটি মাওকূফ এবং সহীহ মারফূ' রিওয়ায়াতের বিপরীত বলে পরিত্যাজ্য। ১৩ রাক্'আতেরও একটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। কিন্তু এই ১৩ রাক্'আত সবই তারাবীহ নয়। বরং অন্যান্য রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ ১৩'র মধ্যে তারাবীহ ৮ রাক্'আত এবং বিতর ৩ রাক্'আত আর ফাজ্রের সুন্নাত ২ রাক্'আত।

হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ বাহরুর রা-য়িক শার্হে কানযুদ্ দাকা-য়িকে লেখা আছে, নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত ১১ রাক্'আতেরই উপরে 'আমাল ছিল।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হানাফী মতে বিশ রাক্'আতের অবস্থা

কিছু ভাইয়েরা বায়হাক্বী, ত্বারানী ও ইবনে আবী শায়বাহ্ বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে বিশ রাক্'আত তারাবীহ পড়েন। ঐ রিওয়ায়াত সম্পর্কে হানাফী ফিকহের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিদায়ার ব্যাখ্যা লেখক 'আল্লামাহ্ ইবনে গুমাম (রহ.) বলেন- **উক্ত হাদীসটি দুর্বল এবং বুখারী-মুসলিম রিওয়ায়াতকৃত সঠিক ও বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী।**

(ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃঃ)

সুতরাং এ বিষয়ে ফলকথা এই যে, রমাযানের রাতে সুন্নাত হল এগার রাক্'আত সলাত বিতরসহ। (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃঃ)

তাই বিশ রাক্'আতের মধ্যে আট রাক্'আত সুন্নাত হবে এবং বাকি (বার রাক্'আত) নফ্ল হবে। (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃঃ)

হিদায়াতে বর্ণিত হাদীসসমূহের ভুল-ত্রুটি যাচাইকারী হানাফী পণ্ডিত 'আল্লামাহ্ যায়লা'ঈ (রহ.) বলেন, বিশ রাক্'আতের হাদসীটি য'ঈফ হবার সাথে সাথে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত সহীহ হাদীসের (এগার রাক্'আতের) বিরোধী। (নাসবুর্ রায়াহ ২য খণ্ড, ১৫ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ তাহতাভী ও 'আল্লামাহ্ আবুস্ সউদ হানাফী বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিশ রাক্'আত আদায় করেননি, বরং আট রাক্'আত আদায় করেছেন।

(তাহতাভী হাশিয়া দুর্রে মুখতার – মিসরী ছাপা, হামাভীর আল আশবাহ আন্ নাযা-য়ির-এর বরাতসহ)

'আল্লামাহ্ শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) হানাফী বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বিশ রাক্'আত প্রমাণিত নেই যেমন তা বাজারে প্রচলিত। কিন্তু ইবনে আবী শায়বাহ্র রিওয়ায়াতে যে বিশ রাক্'আত আছে তা য'ঈফ এবং সহীহ হাদীসের বিপরীত।

(ফাতহু সির্রিল মান্নান লিতা-য়ীদে মাযহাবিন নু'মান ৩২৭ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ ইবনে আবিদীন (রহ.) বলেন, আট রাক্'আতের সুন্নাত হওয়াটা দলীল মোতাবেক। (রদ্দে মুহাতার হাশিয়া দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড, ৬৬০ পৃঃ)

বাহরুর রা-য়িক ২য় খণ্ড ৭২ পৃষ্ঠায়ও আছে যে তারাবীহ আট রাক্'আত সুন্নাত।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওঃ ক্বাসিম নানুতবী (রহ.) বলেন : এগার রাক্‌'আত নাবী ﷺ-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত, যা বিশ রাক্‌'আতের তুলনায় জোরদার। (ফুয়ুযি কা-সিমিয়্যাহ, ১৮ পৃঃ)

দেওবন্দী হানাফী 'আলিমদের মধ্যে হাদীসশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় বিদ্বান 'আল্লামাহ্ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, তের রাক্‌'আতের বেশী তারাবীহর সলাত প্রমাণিত নেই, তবে একটি দুর্বল হাদীস ছাড়া।

(ফায়যুল বারী ২য় খণ্ড, ৪২০ পৃঃ)

হানাফী জগতের বড় মুহাদ্দিস এবং তাবলীগ জামা'আতের বিশিষ্ট আমীর মাওঃ যাকারিয়্যা (রহ.) বলেন, বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ নির্দিষ্টরূপে নাবী ﷺ থেকে মারফূ'ভাবে মুহাদ্দিসীনে কিরামের তরীকা অনুযায়ী প্রমাণিত নেই। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহও নেই।

(আওজাযূল মাসা-লিক শারহে মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক ১ম খণ্ড, ৩৯৭ পৃঃ)

সুতরাং উক্ত আলোচনার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, বুখারীর রিওয়ায়াত অনুযায়ী রমাযান ও গায়র রমাযানে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের সলাত ১১ রাক্‌'আতই।

ইবনে আবী শায়বায় বর্ণিত বিশ রাক্‌'আত তারাবীহর হাদীসটিতে একজন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ বলেন যে, 'উমার বিশ রাক্‌'আত পড়াবার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে এক হানাফী মুহাদ্দিস 'আল্লামাহ্ শওক নিমভী বলেন, **ইয়াহ্ইয়া ইবনে সা'ঈদ ও 'উমারের মৃত্যুর মাঝে ১০৯ বছরের ব্যবধান। অতএব যিনি 'উমারের যুগে পয়দাই হননি তিনি 'উমারের নির্দেশের কথা কিভাবে বলেন? সে সাথে তাঁর এ বর্ণনাটি সহীহ্ হাদীসের বিপরীত।**

'আল্লামাহ্ আইনী (রহ.) হানাফী বলেন, তুমি যদি প্রশ্ন কর যে, যে বর্ণনাগুলোতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তারাবীহ পড়ানোর বর্ণনা আছে, তাতে তো রাক্‌'আতের উল্লেখ নেই। আমি বলবো, ইবনে খুযায়মাহ্ ও ইবনে হিব্বান জাবির رضي الله عنه থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে রমাযানে আট রাক্‌'আত সলাত আদায় করান।

('উমদাতুল ক্বারী ৭ম খণ্ড, ১৭৭ পৃঃ, মুনীরিয়্যাহ্ ছাপা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আল্লামাহ্ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) হানাফী বলেন, এ কথা না মানার কোন উপায়ই নেই যে, নাবী ﷺ-এর তারাবীহ আট রাক্'আত ছিল। (আল আরফুশ্ শাযী ৩০৯ পৃঃ)

হানাফী মুহাদ্দিস 'আল্লামাহ্ মোল্লা 'আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, হানাফী শায়খদের কথা দ্বারা বিশ রাক্'আত তারাবীহ বোঝা যায়, কিন্তু দলীলের তাগিদ, বিত্রসহ এগার রাক্'আত তারাবীহ ঠিক।

(মির্কাতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ)

হানাফী ফিকহ নূরুল ঈযাহের ব্যাখ্যাকারী বলেন, ইবনে আবী শায়বাহ্, ত্বারানী ও বায়হাক্বীতে ইবনে 'আব্বাস বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ রাক্'আত আদায়ের হাদীসটি য'ঈফ। (মারাকিল ফালাহ ২২৪ পৃঃ)

এ গ্রন্থের টীকাকার 'আল্লামাহ্ তাহতাভী (রহ.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিত্রসহ মাত্র এগার রাক্'আত তারাবীহ প্রমাণিত আছে।

(মারাকিল ফালাহ ২২৪ পৃষ্ঠার ৮ নং টীকা)

হানাফী ফিকহ 'কানযুদ্ দাকা-য়িক'-এর টীকাকার মাওঃ মুহাম্মাদ আহসান নানুতবী (রহ.) বলেন, নাবী ﷺ বিশ রাক্'আত তারাবীহ পড়েননি, বরং আট রাক্'আত আদায় করেছেন।

(হাশিয়া কানযুদ্ দাকা-য়িক ৩৬ পৃঃ)

বুখারীর টীকাকার মাওঃ আহমাদ 'আলী সাহরানপুরী বলেন, বিতরসহ রমাযানের ক্বিয়াম (তারাবীহ) এগার রাক্'আত। নাবী ﷺ তা করেছিলেন।

(বুখারী ১৫৪ পৃষ্ঠার ৩নং টীকা)

নিম্নলিখিত হানাফী গ্রন্থসমূহেও মন্তব্য করা হয়েছে যে, বিশ রাক্'আতের হাদীস দুর্বল ও 'আমালের অযোগ্য।

(আবুত্ তাইয়িব মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল কাদের সিন্ধি হানাফীকৃত শারহে তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা; 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ তাহের হানাফী মাজমাউল বিহার ২য় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, শায়খ মুহাম্মাদ থানভী হানাফীর হাশিয়া নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা, মুজতাবায়ী ছাপা; মুফতী 'আযীযুর রহমান-এর ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ২য় খণ্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)

বিশ রাক্'আত তারাবীহের প্রমাণে বর্ণিত হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবূ শায়বাহ্ ইব্রাহীম ইবনে 'উসমানকে দুর্বল এবং বিভিন্ন দোষে দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করা হয়েছে এ সব গ্রন্থসমূহে।

(ইমাম শারহে মুসলিম ১৭ পৃষ্ঠা, হাফিয ইবনে হাজার-এর 'তাহযীবুত্ তাহযীব' ১ম খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা; আদ্ দিরায়াহ্ ১২৩ পৃঃ, ফাতহুল বারী ৪র্থ, ১৫৮ পৃঃ; ইবনে হাজার হায়সামী-

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
এর 'আলফাতা- ওয়াল কুবরা' ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃঃ; 'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী-এর "তানভীরুল হাওয়ালিক" ১ম খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা; মুয়াত্ত্বা-এর শারহে যুরকানী ১ম খণ্ড, ১৩৪ পৃঃ; সুবুলুস্ সালাম ২য় খণ্ড, ১০ম পৃঃ; ইমাম শাওকানী-এর "নায়লুল আওত্বার" ৩য় খণ্ড, ৫৮ পৃঃ)

সুতরাং বিশ রাক্'আত তারাবীহ্ নাবী ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ও সহাবায়ে কিরামের সুন্নাত নয়। বরং এটা কিছু মাযহাবপন্থী 'আলিমের ফাতাওয়া।

শবে ক্বদ্‌রে লম্বা তারাবীহ

আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন বলেন : লায়লাতুল ক্বদ্‌রের 'ইবাদাত হাজার মাসের অর্থাৎ ৮৩ বৎসর ৪ মাসের 'ইবাদাতের চেয়েও উত্তম।

(সূরায়ে ক্বদ্‌র)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন : তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে শবে ক্বদ্‌র খুঁজে বেড়াও। (বুখারী, মিশকাত ১৮১ পৃষ্ঠা)

এ কারণে মা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের শেষ দশকে যত সাধ্য সাধনা করতেন তত সাধনা অন্য কোন সময় করতেন না। (মুসলিম)

এ সাধনা তিনি কিভাবে করতেন তা মা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর মুখে শুনুন। তিনি বলেন, রমাযানের শেষ দশক যখন আসতো তখন রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কোমর বাঁধতেন, রাত ভর জেগে 'ইবাদাত করতেন এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাগাতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮২ পৃঃ)

আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের ২৩শে রাতে তিন ভাগের এক ভাগ রাত গত হওয়া পর্যন্ত আমাদের নিয়ে (তারাবীহ) সলাত আদায় করলেন। তারপর ২৪শে রাতে না পড়ে ২৫শে রাতের অর্ধেক রাত পর্যন্ত সলাত আদায় করালেন। তারপর ২৬শে রাতে আদায় না করে ২৭শের রাতে নিজের পরিবারবর্গ, স্ত্রীগণ ও অন্যান্য লোকেদের একত্রিত করে এত লম্বা সময় পর্যন্ত সলাত আদায় করালেন যে, আমার সাহারী খাওয়া ছাড়া যাবে বলে আশঙ্কা করতে লাগলাম।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, মিশকাত ১১৪ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ হাদীস দ্বারা শবে ক্বদ্‌রের রাতে সাহারীর একটু আগে পর্যন্ত শবে ক্বদ্‌র পালন করা সুন্নাত বলে প্রমাণিত হয় এবং মেয়েদেরকে শবে ক্বদ্‌রের রাতে জামা'আতে শামিল করারও দলীল পাওয়া যায়। সুতরাং নাবী ﷺ-এর যারা সত্যিকার উম্মাত তাদের উচিত রমাযানের শেষ দশদিন খুব বেশী করে 'ইবাদাত করা, রাত ভর জেগে 'ইবাদাত করার চেষ্টা করা এবং নিজের পরিবারবর্গকেও এ 'ইবাদাতে শামিল করা।

এ হাদীসের অনুকরণে আজও পবিত্র কা'বাহ্ গৃহের বাসিন্দারা রমাযানের শেষ দশকে, দশ রাত ভর জেগে কা'বাতে 'ইবাদাত করেন। কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী আহলে হাদীসরাও রমাযানের শেষ দশকের পাঁচ বেজোড় রাতে শবে ক্বদ্‌রের খোঁজে রাত ভর 'ইবাদাত করে থাকে।

যেমন কলকাতা মেটিয়াবুরুজের আহলে হাদীস জামা'আতের লোকেরা বিভিন্ন মাসজিদে ২১শে, ২৩শে, ২৫শে, ২৭শে ও ২৯শে রাতে ১০টায় এশা পড়ার পর ওয়ায নসীহাত ও সলাতের মাধ্যমে সাহারী খাবার ৪৫-৫০ মিনিট আগে পর্যন্ত তাহাজ্জুদের মাধ্যমে শবে ক্বদ্‌রের খোঁজে রাত ভর জাগেন। এ পাঁচ রাতে এখানকার মেয়েরাও মাসজিদে আসে। তাদের জন্য মাসজিদের এক পাশে পর্দার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন সবাইকে শবে ক্বদ্‌র অন্বেষণ করার তাওফীক্ব দিন– আমীন!

তারাবীহ চলাকালীন বিশেষ দু'আ

মুসলিমদের একটি দল তারাবীহের সলাত চার চার রাক্'আত আদায়ের পর একটি দু'আ পড়েন। তা হল : "*সুবহা-না যিল মুলকে ওয়াল মালাকুত.....মালায়িকাতে ওয়ার্ রূহ*"।

তারাবীহ চালাকালীন এ দু'আসহ অন্য কোন দু'আ পড়ার প্রমাণ রসূলুল্লাহ ﷺ ও সহাবায়ে কিরাম থেকে পাওয়া যায় না।

তবে 'আল্লামাহ্ ইবনে ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ.) যখন তারাবীর মাঝে বসতেন তখন এ শব্দগুলো বারবার পড়তেন :

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ.

"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকা লাহূ আস্তাগফিরুল্ল-হাল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া।"

"কোন উপাস্য নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। যাঁর কোন অংশীদারই নেই আমি সেই আল্লাহর নিকট মার্জনা কামনা করছি যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।" (বাদ-য়িউল ফাওয়া-য়িদ ৪র্থ খণ্ড, ১১০ পৃঃ)

এ কথা প্রসিদ্ধ যে, ইমাম আহমাদ-এর অযীফা ও ফাতাওয়াগুলো কোন না কোন হাদীস বা সহাবীদের 'আমালের উপর প্রতিষ্ঠিত হত। সেজন্য কেউ যদি তাঁর 'আমালকৃত উক্ত দু'আটি তারাবীর মাঝে পড়তে চান পড়তে পারেন। এ কথা বলেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 'আল্লামাহ্ আতাউল্লাহ হানীফ ভুজয়ানী (রহ.)।

(বেনারস-এর 'মাসিক মুহাদ্দিস' জুন-জুলাই, ১৯৮৩ সংখ্যা, ২২, ২৩ পৃষ্ঠা)

জামা'আতে তারাবীহ ও একা তাহাজ্জুদ

বিভিন্ন হাদীস ও 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, রমাযানের 'ইশা বাদ তারাবীহ পড়ার চেয়ে শেষ রাতে জামা'আত করে তাহাজ্জুদ আদায় করা উত্তম। কলকাতা মেটিয়াবুরুজের প্রথম আহলে হাদীস জুমু'আহ্ মাসজিদ হাওলদার পাড়া জামে মাসজিদে আমার দাদাদের যুগে রমাযানের শেষ রাতে জামা'আত করে তাহাজ্জুদ আদায় করা হত। এখনো মেটিয়াবুরুজের আহলে হাদীস মাসজিদগুলোতে শবে কৃদ্‌রের পাঁচটি রাতে জামা'আত সহকারে তাহাজ্জুদ আদায় করা হয়। তাই একটা প্রশ্ন এই যে, এশা বাদ জামা'আতে তারাবীহ আদায় করা উত্তম, না তারাবীর জামা'আত বাদ দিয়ে শেষ রাতে একা একা তাহাজ্জুদ আদায় করা উত্তম?

এ ব্যাপারে সর্বকালের অন্যতম সেরা মনীষী ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেন, 'ইশা বাদ তারাবীহ আদায় করা সুন্নাত। রাফিযীরা তারাবীকে মাকরূহ ও আপত্তিকর মনে করে। জামা'আতের সাওয়াব পাবার

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
উদ্দেশে 'ইশা বাদ তারাবীহ আদায় করা শেষ রাতে একা একা তাহাজ্জুদ আদায়ের চেয়ে উত্তম।

(মুখতাসার ফাতা-ওয়া মিসরিয়্যাহ্ ৮১ পৃঃ, সলাত কে আহকাম ও মাসায়িল ১৩৯ পৃঃ)

তারাবীতে কুরআন খতম

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে রাতের সলাত ফার্‌য হয়ে যাবার ভয়ে রমাযানের রাতে মাস ভর তারাবীহ হয়নি। সেজন্য নাবী ﷺ-এর মুখে তারাবীতে কুরআন খতমের প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর (নাবী ﷺ-এর) পর আবূ বাক্‌র رضي الله عنه-এর যুগে তারাবীর জামা'আতের প্রচলন হয়নি। সুতরাং ঐ যুগেও খতম তারাবীর কথাই ওঠে না। অতঃপর 'উমারের যুগে তারাবীর জামা'আত চালু হলে তখনও খতম-তারাবীহ হয়েছিল কিনা আমি কোন প্রমাণ পাইনি। তবে 'উমার ফারূক رضي الله عنه যে দু'জনকে তারাবীর ইমাম মনোনীত করেছিলেন তাঁরা দু'জনেই কুরআনের হাফিয ছিলেন এবং ইবনে সীরীন-এর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, উক্ত দুই ইমামের একজন ইমাম তামীম দা-রী رضي الله عنه একবার এক রাকা'আতে পুরো কুরআন খতম করেছিলেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড, ৫০২ পৃঃ)

'আবদুর রহমান ইবনে 'উসমান رضي الله عنه-এর বর্ণনায় প্রকাশ পায় যে, 'উসমান رضي الله عنه ও একদা রাতে এক রাক্'আতে গোটা কুরআন খতম করেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এক রাক্'আতেই শেষ করে দিলেন? তিনি বললেন, এটা আমার বিত্‌রের সলাত ছিল। (বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা; তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৩য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ)

উক্ত বর্ণনাগুলো সাক্ষ্য দেয় যে, সহাবায়ে কিরামের কেউ কেউ বিতরে এবং নফ্‌ল সলাতে কুরআন খতম করেছিলেন।

আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে চার রাক্'আত সলাত আদায় করেন। তাতে তিনি সূরা বাক্বারাহ্, আ-লি 'ইমরান, নিসা ও মায়িদাহ্ কিংবা আন্'আম সূরাগুলো পড়েন।

(আবূ দাউদ, মিশকাত ১০৭ পৃঃ)

উক্ত চারটি সূরা ছয় পারারও বেশী। সুতরাং তিনি (ﷺ) প্রতি রাক্'আতে গড়ে দেড় পারারও বেশী পড়েন।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বা'রাজ বলেন, (আমাদের যুগের) ক্বারী আট রাক্'আতে সূরা বাক্বারাহ্ পড়তেন আর যখন তিনি বার রাক্'আতে ঐ সূরাটি পড়তেন তখন লোকেরা মনে করত যে, তিনি খুব হাল্কা পড়েছেন– (মুয়াত্ত্বা মালিক, মিশকাত ১১৫ পৃঃ)। সূরা বাক্বারাহ্ প্রায় আড়াই পারার মত। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সহাবীগণও নাবী ﷺ-এর অনুকরণে তারাবীতে লম্বা ক্বিরাআত ধরতেন এবং আট রাক্'আতে দু'পারারও বেশী পড়তেন।

সলাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের ফাযীলাত সম্পর্কে একদা নাবী ﷺ বলেন : সলাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতের চেয়ে সলাতের ভিতরে কুরআন পড়া উত্তম এবং তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার চেয়ে সলাতের বাইরে কুরআন পড়া উত্তম এবং দান খয়রাতের তুলনায় তাসবীহ পড়া উত্তম আর সিয়ামের তুলনায় দান খয়রাত উত্তম এবং সিয়াম হল জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল স্বরূপ।

(বায়হাক্বী-এর "শু'আবুল ঈমান", মিশকাত ১৮৮ পৃঃ)

অন্যত্র তিনি (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি সলাতে দশটি আয়াত পড়ে তার নাম গাফিল ও ভোলোদের মধ্যে লেখা হয় না এবং যে ব্যক্তি সলাতে একশ'টি আয়াত পড়ে তার নাম একনিষ্ঠ 'ইবাদাতকারীদের মধ্যে লেখা হয়, আর যে ব্যক্তি সলাতে এক হাজার আয়াত পড়ে তার নাম (উহুদ পাহাড় সমান) প্রচুর নেকী অর্জনকারীদের মধ্যে লেখা হয়।

(আবূ দাউদ, মিশকাত ১০৭ পৃঃ)

উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, নফ্ল সলাতে কুরআন যত বেশী পড়া যায় ততই লাভ। রমাযান মাস হল নেকীর ঝড়ের মাস এবং কুরআন অবতরণের মাস। সুতরাং রমাযানে যত বেশী কুরআন পড়া হবে ততই ঝড়ো-নেকী কুড়ানো যাবে। আবা'র ঐ কুরআন যদি নফ্ল সলাত যেমন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদে পড়া যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তদুপরি তারাবীতে যদি গোটা মাসে কুরআন খতম করা যায় তাহলে কুরআন নাযিলের গুরুত্ব অনুভূত হয় এবং অসংখ্য নেকী ও পাওয়া যায়। আমার মনে হয় উক্ত ধারণাবলী সামনে রেখে তারাবীতে কুরআন খতমের প্রচলন শুরু হয়েছে।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খতম-তারাবীহ ফার্‌য ও সুন্নাত নয়

কুরআনের কোন আয়াত অথবা হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তারাবীতে কুরআন খতম করা ফার্‌য কিংবা সুন্নাত। এ খতম-তারাবীহ সহাবায়ে কিরাম তাবি'ঈনে ইযামের জারি করা সুন্নাত কিনা তাও জানা যায় না। অতএব প্রত্যেক রমাযানে তারাবীতে কুরআন খতম করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাথাপি কিছু কিছু মুসলিম তারাবীহর জামা'আতে কুরআন খতমকে ফার্‌যের মত মনে করে এবং খতমের জন্য কখনো কখনো হাফিয না পাওয়ার ফলে কোন ব্যবসায়ী হাফিযকে ধরে কমপক্ষে তিনদিনে কিংবা পাঁচ-সাত দিনে তারাবীতে খতমে কুরআনের আপ্রাণ চেষ্টা করে। ফলে কোন কোন মাসজিদে মুসাল্লীদের সলাতে দাঁড়াতে কষ্ট হবে বলে ঐরূপ হাফিযরা বসে বসে কুরআন শোনায় এবং নামমাত্র আধা পারা করে সলাতে পড়ে কুরআন খতম করতঃ নযরানা নিয়ে অন্য মাসজিদে লাইন দেয়। এরূপ করলে উক্তরূপ মুসল্লী এবং হাফিযগণ গুনাহগার হবেন না কি? আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদের সুমতি দিন!

তারাবীতে কুরআন খতমের নযরানা

একদা 'আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রমাযানে লোকেদের সলাত আদায় করান। অতঃপর ঈদের দিন যখন হল তখন 'আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ একটি পোষাক এবং পাঁচশ' দিরহাম তাঁর কাছে পাঠান। তিনি তা ফেরত দেন এবং বলেন, আমি কুরআন পড়ে মজুরী নেব না। এ মজুরী প্রসঙ্গে যা-যা-ন رضي الله عنه বলেন, আমি তাঁকে (রসূলুল্লাহ ﷺ-কে) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে তদ্দ্বারা খায় সে ক্বিয়ামাতের দিনে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার মুখে শুধু হাড় থাকবে, গোশ্‌ত মোটেই থাকবে না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্‌, ২য় খণ্ড, ৪০০ পৃঃ)

আর যেসব হাফিয ভাইয়েরা তারাবীহ খতমের আগে নযরানার চুক্তি করেন তাঁরা এ দু'টি হাদীস দ্বারা কোন শিক্ষা পাবেন কি একটু ভেবে দেখবেন।

অন্য একটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, বিনা চুক্তিতে কেউ যদি কোন জিনিস খুশী হয়ে তোহফাস্বরূপ দেয় তাহলে নেয়া যেতে পারে। যেমন

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একদা প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনে জারীর (রহ.) রমাযানে লোকেদের সলাত আদায় করান তখন হাজ্জাজ তাঁর কাছে একটি টুপী পাঠান। তিনি তা কুবূল করেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড, ৪০০ পৃঃ)

নফ্ল সলাত কুরআন দেখে পড়া

ইমাম মারওয়াযী (রহ.)-এর ক্বিয়ামুল লায়লে বিভিন্ন তাবি'ঈ থেকে কতিপয় রিওয়ায়াত আছে যে, রমাযানের রাতের সলাতে কোন ব্যক্তির কুরআন মুখস্থ না থাকলে তিনি কুরআন দেখে নফ্ল সলাতে পড়তে পারেন। যাক্ওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মাজীদ দেখে 'আয়িশার নফ্ল সলাতে ইমামতি করতেন। (ক্বিয়ামুল লায়ল ৯৩ পৃঃ)

রমাযান ও কুরআন

রমাযানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴿١٨٥﴾﴾

রমাযান সেই মাস যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে আল কুরআন।

(সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫)

শুধু আল কুরআনই নয়, বরং বিখ্যাত সব আসমানী গ্রন্থই এ রমাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- ইমাম আহমাদ, ইবনে জারীর, মুহাম্মদ ইবনে নাসর, ইবনে আবী হাতিম, ত্ববারানী ও বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমান"-এ ওয়াসিলাহ্ ইবনে আসক্বা' রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইবরাহীম-এর সহীফা রমাযানের প্রথম রাতে এবং যাবুর আঠারই রমাযানে আর কুরআন রমাযানের পঁচিশের রাতে নাযিল হয়েছে। মুসনাদে আবূ ইয়া'লাতে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় এতটা বাড়তি আছে যে, তাওরাত ছয়ই রমাযানে অবতীর্ণ হয়েছে।

(ফাতহুল বায়ান ১ম খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা; তাফসীরে তাবারী ১ম খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

এ রমাযানের প্রত্যেক রাতে জিবরীল আমীন (আলায়হিস্ সালাম) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। অতঃপর তাঁরা কুরআন শোনাশুনি করতেন।

(বুখারী ১ম খণ্ড, ৩য় পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, রমাযান মাসে কুরআন পড়ার গুরুত্ব কত। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সিয়াম ও কুরআন আল্লাহর দাসের জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনে খাওয়া ও যৌন কামনা থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ ক্বুবূল কর। আর কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ ক্বুবূল কর। ফলে তাদের উভয়েরই সুপারিশ গৃহীত হবে।

(বায়হাক্বী-এর "শু'আবুল ঈমান", মিশকাত ১৭৩ পৃষ্ঠা)

সুতরাং রমাযানে দিনে ও রাতে, বিশেষ করে রাতে যত বেশী কুরআন পড়া সম্ভব ততই বেশী করে কুরআন পড়া উচিত।

রমাযানের বিশেষ দু'আ

সালমান رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাসের শেষে আমাদের সামনে এক দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে বলেন : তোমরা রমাযানের চারটি বিষয়ের অভ্যাস খুব বেশী কর। দু'টি অভ্যাস দ্বারা তোমাদের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পারবে। আর দু'টি স্বভাব থেকে তোমাদের বাঁচার কোন উপায়ই নেই। যে দু'টি অভ্যাস দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পারবে তা হল এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যই নেই এবং তাঁর নিকট তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যে দু'টি বিষয় থেকে তোমাদের বাঁচার কোন উপায়ই নেই তা হল– তোমরা আল্লাহর নিকটে জান্নাত ভিক্ষা চাইবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাইবে।

(সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)

ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আযমী বলেন, এ হাদীসটির সূত্র দুর্বল। আর এটিকে আবুশ শায়খ ইবনে হিব্বানও "আস্ সাওয়া-ব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এরও সূত্র দুর্বল। (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে উক্ত দু'আর চারটি বাক্য এরূপ হবে–

১। أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ *আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*

২। أَسْتَغْفِرُ اللهَ *আসতাগ্ফিরুল্ল-হ*

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩। أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ *আসআলুকাল জান্নাহ্*

৪। وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ *ওয়া আ'উযুবিকা মিনান্ না-র।*

উপরোক্ত বাক্যগুলোর অর্থ এই : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর প্রকৃত কোন উপাস্যই নেই। আমি আল্লাহর নিকটে আমার ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত লাভের ভিক্ষা চাচ্ছি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি কামনা করছি।

সাহারীর জন্য আযান দেয়া সুন্নাত

সহাবী সামুরাহ্ ইবনে জুনদুব ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিলালের আযান তোমাদেরকে সাহারী খেতে কখনই যেন বাধা না দেয়।

(মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত ৬৬ পৃষ্ঠা)

ইবনে 'উমার ﷺ বর্ণনায় নাবী ﷺ বলেন : বেলাল রাতে (সাহারী খাবার) আযান দেয়। তাই তোমরা ততক্ষণ খাও এবং পান কর যতক্ষণ ইবনে উম্মে মাখতূম-এর (ফাজ্‌রের) আযান শুনতে না পাও।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৬ পৃষ্ঠা, নাসায়ী ১ম খণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, রমাযান মাসে সাহারী খাবার উদ্দেশে সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য ফাজ্‌রের আযানের আগে সাহারীর আযান দেয়া উচিত। সিয়াম পালনকারীদের জাগাবার জন্য ঢোল বাজানো, মাইকে চেঁচানো প্রভৃতি অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা এসব মনগড়া কাজ। তাই নাবী ﷺ-এর সুন্নাত অনুসারে সাহারীর জন্য আযান দেয়া উচিত। আজও তাই পবিত্র কা'বাতে এবং মাদীনার মাসজিদে নাবাবীতে বারমাসই তাহাজ্জুদ এবং সাহারীর আযান দেয়া হয়। কলকাতার মেটিয়াবুরুজে সমস্ত আহলে হাদীস মাসজিদে রমাযান মাসে রাত ২টা বা আড়াইটায় সাহারীর আযান দেয়া হয়।

সাহারীর তত্ত্বকথা

তারাবীহ-এর পর রমাযানের দ্বিতীয় অবদান সাহারী খাওয়া। তাই এবার সাহারীর বিবরণ দেয়া হল। রমাযানের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাহারী ও ইফত্বার। এ দু'টি বিষয়ের সাথে জড়িয়ে আছে ইয়াহূদী, খ্রীস্টান ও

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
মুসলিমদের সিয়ামের পার্থক্য। সে জন্য সাহারী ও ইফত্বারের সুন্নাতী তরীকা আমাদের সবারই জানা একান্ত উচিত। অন্যথায় সিয়াম করেও আমরা যেন ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান না হয়ে পড়ি।

সাহারী ও সেহরী শব্দের বিশ্লেষণ

আরবী সাহারুন (سَحَرٌ) অর্থ রাতের শেষ ভাগ। যেমন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন : نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ অর্থাৎ আমি তাদের (লূত্ব নাবীর পরিবারবর্গকে) রাতের শেষ ভাগে মুক্তি দিয়েছিলাম।

(সূরা আল ক্বামার ৫৪ : ৩৪ আয়াত; তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

একটি হাদীসে প্রিয় নাবী ﷺ বলেন : আমাদের এবং আহলে কিতাবদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য اَكْلَةُ السَّحَرِ বা শেষ রাতের খাওয়া।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৫০ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২০ পৃঃ; মিশকাত ১৭৫ পৃঃ)

উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিয়াম রাখার উদ্দেশে ভোর রাতে যে পানাহার করা হয় তাকে সাহারী বলা হয়। ঐ উচ্চারণটা 'সেহরী' কিংবা 'সাহরী' ঠিক নয়। কারণ *'সিহ্‌রুন'* শব্দের অর্থ জাদু, ধোঁকা প্রভৃতি। যেমন কুরআনে আছে :

﴿يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۝١٠٢﴾

"তারা লোকেদেরকে জাদু শেখাত।" (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১০২)

আর 'সাহরুন' শব্দের অর্থ ফুসফুস, বুকের উপর ভাগ, কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ প্রভৃতি। যেমন একটি হাদীসে আছে

'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, নাবী ﷺ আমার বুক ও কণ্ঠনালীর মাঝে মারা গিয়েছিলেন।(আন্ নিহা-য়াহ্ ফী গালীবিল হাদীস ওয়াল আ-সার ২য় খণ্ড, ১৬১ পৃঃ)

ইতিপূর্বে আমিও ঐ শব্দটি সেহরী লিখেছি ও বলেছি। পরে এ বই লেখার সময় বিভিন্ন গ্রন্থ ঘাঁটাঘাটির ও বিশ্লেষণের পর সঠিক উচ্চারণ জানতে পারায় শব্দটি 'সাহারী' লিখলাম এবং সেহরী ভুলটা সবাইকে জানিয়ে তা সংশোধন করে নিলাম।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহারীর গুরুত্ব

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন :

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

তোমরা সাহারী খাও, কারণ সাহারীর মধ্যে বারাকাত রয়েছে।

(বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫)

তিনি (ﷺ) বলেন : আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী-খ্রীস্টান ও আমাদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্যই হল সাহারী খাওয়া।

(মুসলিম, মিশকাত ১৭৫ পৃঃ)

এ দু'টি হাদীস প্রমাণ করে, যারা সাহারী না খেয়ে সিয়াম রাখে তাদের সিয়াম এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের সিয়ামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আর যারা সাহারী না খায় সেই সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি বারাকাত থেকেও বঞ্চিত হয়। সুতরাং যারা সিয়াম রাখেন তাদেরকে সাহারী অবশ্যই খেতে হবে। যদি কেউ এ কথা বলেন যে, ইফত্বারের পর ভাত খেলে বা অন্য কোন কারণে তার পেট ভরে থাকে তার সাহারী খাবার ইচ্ছা মোটেই হয় না। কিংবা সাহারী খেলে বদ হজম হয় বা অন্য কোন অসুবিধা দেখা দেয় তাহলে তিনি ইয়াহূদী ও নাসারা না হবার স্বার্থে ইফত্বারের পর কিছু খাবেন না, বরং কেবল সাহারীতে খাবেন। কারো যদি কোন কারণে এক আধ দিন সাহারী খাবার রুচি না হয় তাহলে তিনি অন্ততঃপক্ষে একটা খেজুর ও এক ঢোক পানি সাহারীর নিয়্যাত করে খেয়ে নিবেন। যাতে করে ইয়াহূদী ও নাসারার সাথে মিল না হয় এবং তিনি এ বারাকাত থেকেও বঞ্চিত না হন।

নাবী ﷺ এও বলেন : তোমরা দিনে শুয়ে রাতের সলাতের জন্য এবং সাহারী খেয়ে দিনে সিয়াম রাখার জন্য সাহায্য গ্রহণ কর।

(ইবনে মাজাহ্ ১২৩ পৃঃ, ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২১৪ পৃঃ; মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ ৪র্থ খণ্ড, ২২৯ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহারীর মাহাত্ম্য ও ফাযীলাত

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা সাহারী খাও, যদিও তা এক ঢোক পানি হয়। (মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২২৮ পৃঃ; মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৮ম পৃঃ)

অথবা একটা খেজুর হয় কিংবা কিশমিশের দানা হয়।

(ত্বাবারানী, 'আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ৩২১ পৃঃ)

কারণ, সাহারী যারা খায় তাদের উপর আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হয় এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে।

(আহমাদ, নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ১০৫ পৃঃ; ইবনে হিব্বান, তালখীসুল হাবীর ১৯৩ পৃঃ)

অতএব তুমি এটাকে মোটেই ছেড়ো না।

(মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৩৫)

সাহারীর সুন্নাতী সময়

সহাবী যায়দ ইবনে সাবিত ﷺ বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহারী খেতাম, তারপরে সলাতে দাঁড়াতাম। কেউ যায়দকে জিজ্ঞেস করলেন, সাহারী ও সলাতের মধ্যে কত সময়ের পার্থক্য থাকতো? তিনি বলেন, ৫০টি আয়াত পড়ার সময়।

(বুখারী ২৫৭ পৃঃ, মুসলিম ১ম খণ্ড ৩৫০ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৩ পৃঃ)

প্রথম পারার আলিফ, লাম, মিম থেকে আরম্ভ করে ৫টি রুকূ' সম্পূর্ণ পড়ে ৬ষ্ঠ রুকূ'র ৪টি আয়াত "*ওয়ান্‌তুম তানযুরূন*" পর্যন্ত মোট ৫০টি আয়াত হয়। পারার প্রথম থেকে পঞ্চম রুকূ' পর্যন্ত পারার ৪ ভাগের ১ ভাগ হয়। যাকে কুরআনের পরিভাষায় রুব্‌ও এবং হাফিযদের পরিভাষায় একপো বলে। এই একপো পড়তে একজন হাফিযের সময় লাগে ৫/৬ মিনিট এবং একজন সাধারণ কুরআন পাঠকের সময় লাগে ১০/১২ মিনিট। প্রথম পারার এক পোতে ৪৬টি আয়াত আছে, তার সাথে আর ৪টি আয়াত যোগ করলে ৫০টি আয়াত হয়, যা সাধারণভাবে পড়তে খুব বেশী সময় লাগবে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসটির বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, আল্লাহর রসূল ﷺ ও সহাবায়ে কিরাম ফাজ্‌রের সলাতের মাত্র ১৫/২০ মিনিট আগে সাহারী খাওয়া শেষ করতেন। অতএব আমাদেরও উচিত রসূলুল্লাহ ﷺ-

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
এর সুন্নাত পালনার্থে ফাজ্‌রের সলাতের ১৫/২০ মিনিট আগে সাহারী খাওয়া। দেরী করে সাহারী খাওয়ার ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেন : নুবূওয়াতের সত্তর ভাগের একটি ভাগ দেরীতে সাহারী খাওয়া এবং ইফত্বারে জলদি করা। (মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২৩২ পৃঃ)

সমস্ত নাবীদেরই চরিত্র ছিল ইফত্বারে তাড়াতাড়ি এবং সাহারীতে দেরী করা। (মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব, ৪র্থ খণ্ড, ২৩২ পৃঃ, ইবনে আবী শায়বাহ্, ৩য় খণ্ড, ১৩পৃঃ নাসবুর্ রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ)

এজন্যই নাবী ﷺ সাহারীর খাবারকে اَلْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ বা বারাকাতময় প্রভাতী খাবার নামে অভিহিত করেছেন। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ১৭৬ পৃঃ, ইবনে খুযায়মা ৩য় খণ্ড, ২১৪ পৃঃ; ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড ৯ পৃঃ)

তাই সহাবায়ে কিরাম দেরী করে সাহারী খেতেন।

(ইবনে আবী শায়বাহ্, ৩য় খণ্ড, ১০ পৃঃ)

তবে হাঁ, যাদের সংসার বড় এবং অনেক লোক খায় তারা সুবহে সাদিক্বের ৪০/৫০ মিনিট আগে থেকে সাহারী খাওয়া আরম্ভ করতে পারেন। কিন্তু আমার যেসব ভাইয়েরা রাত দেড়টা, ২টা ও আড়াইটায় সাহারী খায় তারা শুধু সাহারী খায়, সুন্নাতের ধার ধারে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর নাবী ﷺ-এর সুন্নাত মোতাবেক 'আমাল করার তাওফীক্ব দিন– আমীন!

সাহারীর খাদ্য

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন : সাহারীর উত্তম দ্রব্য খেজুর।

(আবূ দাউদ, মিশকাত ১৭ পৃঃ)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, সাহারীতে খেজুর খাওয়াটাই উত্তম। অনেকে বলতে পারেন যে, আরবদের যেহেতু খেজুরের দেশ সেজন্য তারা খেজুর খাবে আমরা খাবো কেন? আমাদের সোনার বাংলা ধানের দেশ। সুতরাং আমরা ভাত খাব। হাঁ, ভেতো বাঙ্গালী ভাত দিয়েই সাহারী খাবে এবং রেটো বিহারী রুটি দিয়ে সাহারী খাবে তাতে কোন আপত্তি নেই। কারণ রসূল ﷺ তো এ কথা বলেননি যে, খেজুরই হল সাহারীর একমাত্র দ্রব্য। বরং তিনি বলেছেন, "উত্তম দ্রব্য", অতএব যাদের ঘরে পর্যাপ্ত

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
পরিমাণে ভাত ও রুটি আছে এবং তার সাথে তাদের ঘরে পয়সাও আছে তারা যদি রমাযান মাসে কয়েক কেজি খেজুর কিনে ঘরে রেখে দেয় এবং সাহারীর সময় ভাত ও রুটি খাবার শেষে একটি খেজুর যদি নাবী ﷺ-এর সুন্নাত মনে করে খেয়ে নেয় তাতে দোষ কী? বরং তারা এর দ্বারা সুন্নাতের নেকী পেতে পারেন। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে সুন্নাতে নাবাবীর প্রকৃত অনুসারী বানিয়ে দিন– আমীন!

সাহারীর নিয়্যাত

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের আগে রোযার নিয়্যাত করে না তার রোযা হয় না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ১৭৫ পৃঃ)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, যারা রোযা করতে চায় তারা যেন ফাজ্‌রের আগে অবশ্যই নিয়্যাত করে নেয়। যে সব সিয়াম পালনকারীরা সাহারী খেতে উঠে তাদের তো কোন ঝামেলাই নেই। কারণ, তারা তো রোযা রাখার নিয়্যাতেই ঘুম থেকে উঠেন এবং রোযার নিয়্যাত করেই সাহারী খান। কিন্তু ফাজ্‌রের আযানের আগে যদি কারো ঘুম না ভাঙ্গে, ফলে তার সাহারী না খাওয়া হয় তাহলে সে কী করবে? সে সাহারী খাবার সুযোগ পেল না। এখন সে সাহারী না খেয়ে যদি রোযা পালন করে এবং রোযার নিয়্যাত না করে তাহলে তার সিয়াম হবে না। অতএব যারা সাহারী খাবার সুযোগ পান না তারা ঘুম ভাঙ্গার পরই রোযার নিয়্যাত করে নেবেন। অন্যথায় নিজেকে বেকার শুকানো হবে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠে যে, ঐ নিয়্যাত কিভাবে করবে? আরবীতে মনের সংকল্পকে নিয়্যাত বলে। সুতরাং একথা মনে মনে বললে হবে যে, আমি আজকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা থাকলাম। এ কথাগুলো বা এরূপ ভাব মনে মনে করলে যথেষ্ট হবে। মুখে উচ্চারণ করতে হবে না।

হিদায়ার ব্যাখ্যা লেখক এক হানাফী বিদ্বান বলেন, রমাযান মাসে সাহারী খাওয়াটাই নিয়্যাত। (আল জওহারাতুন্ নাইয়িরাহ্ ১ম খণ্ড, ১৪০ পৃঃ)

আমার কিছু ভাইয়েরা এ সাহারীর নিয়্যাতের নাম করে কতিপয় দু'আর কথা বলে থাকেন এবং সাহারী ও ইফত্বারীর টাইম টেবিল ছাপিয়ে

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
থাকেন। যেমন "বেসওমে গাদিন নাওয়ায়তো মিন শাহরে রমাযান অথবা নাওয়ায়তো আন আসূমা গাদাম মিন শাহরে রমাযান...আমীন...ইত্যাদি।

নিয়্যাতের এ সব শব্দগুলো আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পবিত্র মুখ হতে বের হয়নি। (মিরকাতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ৫১৫ পৃষ্ঠা)

এছাড়াও নিয়্যাতের নামে কোন দু'আ সহীহ হাদীসে তো দূরের কথা, য'ঈফ হাদীসেও পাওয়া যায় না। উল্লিখিত দু'আগুলো কোন তথাকথিত মোল্লার বানান দু'আ, যা কুরআন হাদীসের নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী আহলে হাদীসদের মতে পড়া বিদআত। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদের সব রকম বিদ'আত ত্যাগ করার তাওফীক্ব দিন– আমীন!

নাপাক অবস্থায় ভোর হলে

'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রসূলকে ফাজ্‌র ধরে ফেলতো তখনও তিনি স্বপ্নদোষজনিত নয়, বরং সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় থাকতেন, অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৬ পৃষ্ঠা)

এ হাদীস বলে যে, ফাজ্‌রের আযানের ৪-৫ মিনিট আগে কিংবা আযান দেয়া অবস্থায় যদি কারো ঘুম ভাঙ্গে এবং তখন তার উপরে যদি গোসল ফার্‌য থাকে তাহলে সে ঐ নাপাক অবস্থায় সাহারী খেয়ে নেবে এবং তার পরে গোসল করে ফাজ্‌রের জামা'আতে শরীক হবে। শরীর নাপাকের বাহানা করে রোযা ছাড়া চলবে না।

সাহারীর শেষ সময়

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿١٨٧﴾﴾

"ফাজ্‌রের সময় কালো সুতার মধ্যে হতে সাদা সুতা যতক্ষণ পরিষ্কার হয়ে না ফুটে ওঠে ততক্ষণ তোমরা পানাহার করতে থাকো।"

(সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৭)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রত্যেক দিন ফাজ্‌রের সময় আকাশের পূর্বদিকে জমিনের দিক থেকে উপরের দিকে একটা কালো রেখা ওঠে। তার কিছুক্ষণ পর ঐ কালো রেখাটি মিলিয়ে যায় এবং ঐ কালো রেখার মধ্যে হতে একটি সাদা রেখা ফুটে উঠে। অতঃপর ঐ সাদা রেখাটি ডানে ও বামে ছড়িয়ে পড়ে। উক্ত সাদা রেখাটিকে সুবহে সাদিক্ব বলে। এই সুবহে সাদিক্বের রেখা দেখা যাওয়ার পর সাহারী খাওয়া বন্ধ। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৩৫ পৃঃ)

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই সুবহে সাদিক্ব কখন উদিত হয় এবং এর উদয় জানার জন্য কোন বাঁধাধরা নিয়ম আছে কিনা? কোন কোন 'আলিম ইমাম গাযযালীর মৌখিক হাওয়ালা দিয়ে বলেন যে, সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মোট সময়টাকে ৭ ভাগ করলে ৬ ভাগের শেষ ভাগ ৭ম ভাগের শুরুটাই সুবহে সাদিক্ব উদয়ের বা সাহারীর শেষ সময়। এ হিসেবে সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ৪০-৪৫ মিনিট আগে পর্যন্ত সাহারীর শেষ সময় হয়।

কেউ কেউ ৭ ভাগের জায়গায় ৯ ভাগ করেন এবং তারপর ৮ ভাগের শেষ ও ৯ম ভাগের শুরুটাকে শেষ সাহারী বলে নির্ধারিত করেন। এ হিসেবে সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ২০-২৫ মিনিট আগে সাহারীর শেষ সময় হয়। কিন্তু উক্ত দু'টি মতের পেছনে কতটা সত্য নিহিত আছে তা তর্ক সাপেক্ষ। কারণ বর্তমান ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস 'আল্লামাহ্ 'উবাইদুল্লাহ রহমানী (মাত্তা আনাল্লা-হে বেতুলে হায়া-তিহী) সাহেবকে আমি ১২ই আগস্ট ১৯৭৬ সালে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বেনারসে হাজী সিদ্দীক্ব সাহেবের বাড়ীতে উল্লিখিত ৭ ভাগ ও ৯ ভাগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, এটা মহানাবী ﷺ-এর হাদীসের কথা নয় এবং কোন হাদীসে এর কোন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। এ সময় নিরূপণ করতে হলে 'ইল্‌মে হাইয়াত' বা আকাশ বিদ্যায় জ্ঞান থাকা দরকার। নতুবা সবার দ্বারা সঠিক সময় নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

অতঃপর এ উপমহাদেশের 'আলিমদের মধ্যে 'ইল্‌মে হাইয়াতের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত বেনারস সালাফী ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য অধ্যাপক মাওলানা 'আবদুল মুঈদ (বর্তমানে মরহুম) সাহেবকেও আমি ঐ ৭ ও ৯ ভাগ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনিও বললেন, ঐ হিসাবের উপর ভরসা করা যায় না। যারা ঐ হিসাবের কথা বলেন তারা কিসের ভিত্তিতে ঐ হিসাব

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
করেন তাও আমি জানি না। তবে 'ইল্‌মে হাইয়্যাতের জ্ঞান থাকলে আকাশ দেখে বলা যায় বা হিসাব করেও বলা যায় যে, সুবহে সাদিক্ব কখন উদিত হয়। আমি দু' বছর রমাযান মাসে ফাজ্‌রের সময় পূর্বাকাশে লক্ষ্য করেছি এবং আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা বুঝেছি তাতে দেখেছি যে, ৭ ও ৯ ভাগ অনুযায়ী সুবহে সাদিক্ব উদিত হচ্ছে না বরং প্রায় উক্ত দুই হিসেবের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা আগে সুবহে সাদিক্ব উদিত হচ্ছে। সুবহে সাদিক্বের সময় কাক ডাকে বলে ঐ সময়টাকে বাংলায় কাকভোর বলা হয়।

একটি হাদীসে আছে যে, একদা নাবী ﷺ আবূ ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এক সহাবীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ভোরের আলো ফর্সা হবার পর ফিরে আসেন। তখন নাবী ﷺ তার সামনে সাহারীর খাবার পেশ করেন। অতঃপর সে সহাবী বলেন, হে আল্লাহর রসূল! সকাল তো হয়ে গেছে? তিনি বললেন, তুমি সাহারী খাও। তারপর তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর সহাবী সাহারী খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে দেখলেন যে, অনেকটা ফর্সা হয়ে গেছে। (মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

আবূ কিলাবাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন : দরজা বন্ধ করে দাও। যাতে সকাল আমাদের নিকট হঠাৎ এসে না পড়ে।

(মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ২৩৪ পৃঃ; মুহাল্লা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩৩ পৃঃ)

'আমির ইবনে মাতার শায়বাহ্নী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আমরা 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাহারী খেলাম, তারপর ঘর থেকে বের হলাম। অতঃপর সলাতের ইক্বামাত দেয়া হল, আমরা সলাত আদায় করলাম।

(মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ২৩৪ পৃঃ; মুহাল্লা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩৩ পৃঃ)

একবার একজন লোক ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কখন সাহারী খাওয়া ছেড়ে দেব? তখন তার নিকট বসে থাকা একজন লোক বললো, যখন তোমার সন্দেহ হবে তখন তা ছেড়ে দেবে। অতঃপর তিনি [ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু] বললেন, সন্দেহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খাও। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ আযান শুনবে তখন তার হাতে খাবার পাত্র থাকলে সে তা রেখে দেবে না যতক্ষণ না তার (খাওয়ার) কাজ শেষ হয়। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২১ পৃঃ; মিশকাত ১৭৫ পৃঃ)

উক্ত সমস্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, ফাজ্‌রের আযান চলা পর্যন্ত সাহারী খাওয়া যাবে। যা সূর্য উঠার আনুমানিক এক ঘণ্টা বিশ-পঁচিশ মিনিট আগে পর্যন্ত হয়।

ইফত্বারের গুরুত্ব

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন : লোকেরা ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ তারা ইফত্বারে জলদি করবে।

(বুখারী, মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩২১ পৃঃ; মিশকাত ১৭৫ পৃঃ)

কারণ ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানরা ইফত্বারে দেরী করে।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২১ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৩ পৃঃ)

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন : "আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সেই বান্দা যে ইফত্বারে জলদি করে।" (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃঃ; মিশকাত ১৭৫ পৃঃ)

সমস্ত নাবীদেরও স্বভাব ছিল ইফত্বারে দেরী না করা।

(ত্বাবারানী কাবীর, মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃঃ; ত্বাবারানী-এর "আওসাত্ব", মাজমা'উয্ যাওয়া-য়িদ ৩য় খণ্ড, ১৫৫ পৃঃ; নাসবুর্ রায়াহ্ ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ)

এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, ইফত্বারে দেরী করা মোটেই উচিত নয়। যদি কেউ ইফত্বারে দেরী করে তাহলে সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরমান অনুযায়ী কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে, ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানদের কাজ করবে এবং আল্লাহর নিকট অপ্রিয় হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

ইফত্বারের প্রকৃত সময়

সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে আবী 'আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমরা (রমাযানে) আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম (তখন তিনি সিয়াম অবস্থায় ছিলেন) অতঃপর (সূর্য ঢলার সময়) তিনি একজনকে বললেন, নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলে দাও। লোকটি বলল, হে

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আল্লাহর রসূল ﷺ! ঐ যে সূর্য (দেখা যায়) তিনি (তাঁর কথায় কান না দিয়ে) আবার বললেন, তুমি নামো এবং আমার জন্য ছাতু গোল। সে আবার বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! ঐ যে সূর্য (দেখা যায়, এবারও তার কথায় কান না দিয়ে) তিনি বললেন : তুমি নামো, অতঃপর আমার জন্য ছাতু গোল। অতঃপর সে নামল এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ছাতু গুললো। তিনি তা পান করলেন। তারপর তিনি পূর্ব দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : যখন তোমরা দেখবে যে, রাত ঐ দিক থেকে আসছে তখন সিয়াম পালনকারীর ইফত্বারের সময় হয়ে গেছে।

(বুখারী ২৬০ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৫১ পৃঃ)

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সূর্য ডুবার সাথে সাথেই ইফত্বার করতে হবে কারণ, আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী সূর্যের গোলক ডুবে যাবার পর মুহূর্তে তার আভা দেখে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যে সন্দেহ হয়েছিল তাও তিনি দূর করে দিয়েছেন।

আল্লাহর নাবী ﷺ এ কথাও বলেন : একবার আমাকে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) মাগরিবের সলাত তখন আদায় করালেন যখন সিয়াম পালনকারী ইফত্বার করে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ৫৯)

নাবী ﷺ মাগরিবের সলাত কখন আদায় করতেন সে সম্পর্কে রাফি' ইবনে খাদীজ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাগরিবের সলাত পড়তাম। তারপর আমরা কেউ তীর ছুঁড়লে আমরা তার সেই তীর পড়ার জায়গাটা দেখতে পেতাম। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬০ পৃঃ)

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নাবী ﷺ-এর মাগরিবের সলাত আদায়ের পর কত আলো থাকতো। একটু অন্ধকার হোক বলে তিনি মোটেই দেরী করতেন না। অতএব সূর্য ডোবার পরও দেরী করে ইফত্বার করা ইয়াহূদী ও নাসারাদের স্বভাব, সুতরাং আমাদের ঐ বদ অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত।

হিন্দু মতে সূর্যের গোলক অর্ধেক উঠলে বা ডুবলে তাকে উদয় ও অস্ত বলে। কিন্তু ইসলামী মতে সূর্যের গোলকের সামান্য কিনারা উঠলে উদয় বলে গণ্য হয় এবং সম্পূর্ণ গোলকটা ডুবে গেলে তাকে অস্ত বলা হয়। সূর্যের সম্পূর্ণ গোলকটি উদিত হতে এবং অস্ত যেতে ২ মিনিট সময় লাগে।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
এই আইনানুসারে হিন্দুমতে সূর্যাস্তের ১ মিনিট পর, আর মুসলিম মতে সূর্যাস্ত হবে।

যুগান্তর, আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান এবং সুরের ডাইরি ও মুসলিম পঞ্জিকা প্রভৃতির একে অপরের সূর্যাস্তের সাথে কারো মিল নেই, বরং প্রত্যেকের সাথে অপরের এক আধ মিনিট বা কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধান আছে। ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গের সময় সবার শেষে আছে। তার সাথে এটা যেহেতু সরকারী পঞ্জিকা সে জন্য এর উপর আস্থা রেখে এবং অন্যান্য পঞ্জিকার মধ্যে একে অপরের সাথে সামান্য পার্থক্য আছে বলে সবদিকে সামঞ্জস্য রেখে অতি সাবধানতা হেতু পঞ্চাঙ্গের সূর্যাস্তের সাথে ৩/৪ মিনিট যোগ করে রমাযানের টাইম-টেবিলে ইফত্বারের সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিন্তু এর পরেও আরো কিছু দেরী করে ইফত্বার করলে আমরা ইয়াহূদী-নাসারাদের পর্যায়ভুক্ত হতে পারি না কি? আল্লাহ আমাদের প্রকৃত মুসলিম হবার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

মাগরিবের সলাতের আগেই ইফত্বার

সহাবী আনাস (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) মাগরিবের সলাতের আগে ইফত্বার করতেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ১৭৬ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) ইফত্বার না করা পর্যন্ত মাগরিবের সলাত পড়তেন না। যদিও তাঁর ইফত্বার এক ঢোক পানি দিয়েও হত।
(সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৭৬ পৃঃ; মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ১০৭ পৃঃ)

এ হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, মাগরিবের সলাত পড়ার আগে ইফত্বার করতে হবে। আগে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাগরিবের সলাতের পরও তীর পড়ার জায়গা দেখা যাবার মত আলো থাকতো। তাহলে মাগরিবের আযানের সময় কত আলো থাকতে পারে সেটা সবাই অনুমান করতে পারেন। অতএব একটু আলো অবস্থায় ইফত্বার করা নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাত। একটু অন্ধকার হোক বলে মোটেই অপেক্ষা করা যাবে না।

যেমন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আমার উম্মাত ততক্ষণ আমার সুন্নাত ও নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ তারা ইফত্বারের জন্য তারকা উদয়ের অপেক্ষা করবে না। (ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান খান (রহ.) বলেন, মুসলিমদের মধ্যে কেবল শী'আরা তারকা উদিত হওয়া পর্যন্ত ইফত্বারে দেরী করে।

('আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৩ পৃঃ)

ইফত্বারের দু'আ

নাবী ﷺ যখন ইফত্বার করতেন তখন এ দু'আ পড়তেন :

ইবনে 'উমার رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ ইফত্বারের সময় এ দু'আ পড়তেন :

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

"যাহাবায যামা-উ ওয়াব্‌তাল্লাতিল 'উরূক্বূ ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশা-আল্ল-হ।"

"পিপাসা দূর হল এবং শিরাগুলো সতেজ হল আর আল্লাহ চান তো (রোযার) সাওয়াবও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।"

(সহীহ আবূ দাউদ হাদীস নং ২৩৫৭, মিশকাত ১৯৯৩, ইর্‌ওয়াউল গালীল হাদীস নং ৯২০, জামিউস্ সগীর ৪৬৭৮, দারাকুত্বনী হাদীস নং ২৫, ২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা; আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়ল ১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, বায়হাক্বী ৭৯২২, সুনানু নাসায়ী আল কুবরা হাদীস নং ৩৩২৯, ২য় খণ্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

"আল্ল-হুম্মা লাকা সুমতু ওয়া 'আলা- রিয্‌ক্বিকা আফ্‌ত্বারতু।"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিয়াম রেখেছিলাম এবং তোমার দেয়া রুযী দিয়ে ইফত্বার করলাম।"

(য'ঈফ আবূ দাউদ হাদীস নং ২৩৫৮, মু'জামুল আওসাত্ব হা. নং ৭৫৪৯, মু'জামুস সগীর হা. নং ৯১২, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস নং ৯৭৪৪, মারা-সীলে আবূ দাউদ- ৮ম পৃঃ, মিশকাত হা. নং ১৯৯৪)

অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, প্রথম দু'আটি নাবী ﷺ ইফত্বার শুরু করার সময় পড়তেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিখ্যাত সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আম্‌র رضي الله عنه ইফত্বারের সময় এ দু'আ পড়তেন :

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ.

"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বিরহমাতিকাল্লাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শাইয়িন আন্ তাগফির্লী।"

"হে আল্লাহ! তোমার যে রহমাত সমস্ত জিনিসে ছেয়ে আছে আমি তারই দোহাই দিয়ে তোমার নিকট আমাকে ক্ষমা করার ভিক্ষা চাচ্ছি।"

(ইবনে মাজাহ্ ১২৬ পৃঃ, ইবনে সুন্নী ১২৮ পৃঃ মুস্তাদরাক হাকিম, হিসনে হাসীন ২৪৬ পৃঃ)

হাকিম-এর রিওয়ায়াতে সবশেষে "*যুনূবী*" শব্দটি বাড়তি আছে।

(হাকিম ১ম খণ্ড, ৪২২ পৃঃ)

দারাকুত্বনীর বর্ণনায় ইফত্বারের দু'আ এভাবে আছে :

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"আল্ল-হুম্মা লাকা সুম্না- ওয়া 'আলা- রিয্ক্বিকা আফত্বার্না- ফাতাক্বব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল 'আলীম।"

(দারাকুত্বনী ২৪০পৃঃ, ইবনে সুন্নী ১২৮ পৃঃ, আলওয়া- বিলুস সাইয়িব ২৫৬ পৃঃ)

অন্য হাদীসে এরূপ আছে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَعَانَنِيْ فَصُمْتُ وَرَزَقَنِيْ فَأَفْطَرْتُ.

"আল হাম্দুলিল্লা-হিল্লাযী আ'আ-নানী ফাসুম্তু ওয়া রযাক্বানী ফাআফ্ত্বারতু।"

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ১০০ পৃঃ; ইবনে সুন্নী আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লায়লাহ্ ১২৮ পৃঃ, ইমাম নাবাবীর আল আযকার ১৯২ পৃঃ, ইস্তিখাবুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২য় খণ্ড, ৩২১ পৃঃ)

মাওঃ আশরাফ 'আলী থানভী (রহ.) আফরাদি দারাকুত্বনীর বরাত দিয়ে ইফত্বারের একটি দু'আ এরূপ লিখেছেন :

"বিসমিল্লা-হি ওয়াল হাম্দু লিল্লা-হি, আল্ল-হুম্মা লাকা সুমতু ওয়া 'আলা- রিয্ক্বিকা আফত্বার্তু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু, সুব্হা-নাকা ওয়াবিহামদিকা, তাক্ব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল 'আলীম।"

(আকসী আশরাফিয়্যাহ্ বেহেশতী যেওর- ৩য় ভাগ, ৭৩ পৃঃ)

হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে ইফত্বারের দু'আর উপরোক্ত ছয় রকম দু'আ পাওয়া যায়। ওর মধ্যে বেহেশতী যেওরে বর্ণিত আফরাদে দারাকুত্বনীর

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
হাদীসটি অন্যান্য সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের মোকাবেলায় আমালের অযোগ্য। তাছাড়াও প্রথম দু'আ- *"আল্ল-হুম্মা লাকা সুমতু ওয়া 'আলা-রিয্‌ক্বিকা আফত্বারতু"*র আগে ত্বারানী'র হাদীসে *'বিসমিল্লা-হ'* শব্দটি বাড়তি আছে। এ রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ) ও ইমাম শাওকানী (রহ.) বলেন, এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী, দাউদ ইবনে যাবারকান- মাতরূক ও প্রত্যাখ্যাত রাবী। সুতরাং হাদীসটি য'ঈফ। (তালখীসুল হাবীর পৃঃ ১৯৪, নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

সুতরাং এটাও 'আমালযোগ্য নয়।

ইফত্বারের দু'আয় মনগড়া শব্দ

সাহারানপুর মাযা-হিরুল উলূম মাদরাসার সাবেক শায়খুল হাদীস বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস মাওঃ যাকারিয়্যা (রহ.) ইফত্বারের প্রথম দু'আর প্রথম বাক্যের পর- *"ওয়াবিকা আ-মান্‌তু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু"* শব্দগুলো বাড়তি লিখেছেন। (ফাযায়িলে রমাযান মুহাশ্‌শা ২৫ পৃষ্ঠা)।

আর কেউ কেউ সবশেষে *"বিরহমাতিকা ইয়া- আর্‌হামার রহিমীন"* শব্দগুলো বাড়িয়ে বলেন, রমাযানের টাইম টেবিলে ছাপেন।

কেউ কেউ আবার ঐ দু'আর শব্দসমূহের বিন্যাস বিকৃত করে এরূপ পড়েন এবং রমাযানের টাইম টেবিল ও বইয়ের মাধ্যমে প্রচার করেন, *"সুমতু লাকা ওয়া আফত্বারতু 'আলা- রিয্‌ক্বিকা"* "ফালা-হি দা-রায়ন" গ্রন্থ প্রণেতা পূর্বোক্ত তিন নম্বর দু'আর শেষে *"যুনূবী"* শব্দ বাড়তি লিখেছেন এবং একটি নতুন দু'আও লিখেছেন যার প্রমাণ কোন হাদীসেই ইফত্বারের দু'আ হিসেবে পাওয়া যায় না। (ফালা-হি দা-রায়ন ৩১২ পৃঃ)

প্রিয় নাবী ﷺ-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত শব্দের সাথে অন্য যে কোন পীর, 'আলিম ও পণ্ডিতের কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দ বাড়াবার অধিকার আছে কি? কারণ, মহানাবী ﷺ তাঁর এক সহাবী বারা ইবনে 'আযিবকে একটি দু'আ শিখানোর পর তিনি তাঁর থেকে ঐ দু'আটি শুনতে চান। তখন সেই সহাবী রসূলূল্লাহ ﷺ-এর শেখানো একটি শব্দ *'বিনাবিয়্যিকা'* এর জায়গায় *'বিরাসূলিকা'* শব্দ পড়েন। তাতে তিনি (ﷺ) রেগে যান এবং সহাবীর বুকে খোঁচা মেরে বলেন, বল- *"বিনাবিয়্যিকা"*। (তিরমিযী ২য় খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমার যে সব ভাইয়েরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন শব্দ পাল্টে কিংবা নিজেদের জ্ঞানে ভালো ভেবে কোন শব্দ বাড়িয়ে দেন তারা নিজেদের অজান্তে রসূলুল্লাহর ওপর মাতব্বরী করে ফেলেন না কি? আল্লাহ আমাদের হাদীস বিকৃত করার এবং শারী'আতী ব্যাপারে নাবী ﷺ-এর চেয়ে বড় পণ্ডিত সাজার দুর্মতি থেকে বাঁচান– আমীন॥

ইফত্বারের সময়ের মর্যাদা

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : রমাযানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বহু জাহান্নামীকে মুক্তি দেন।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৮৬ পৃঃ; আহমাদ, মিশকাত ১৭৩ পৃঃ)

তারগীবের এক লম্বা হাদীসে আছে, রমাযান মাসের প্রত্যেক দিনে এমন দশ লাখ লোককে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যাদের জাহান্নাম যাওয়া অবধারিত ছিল। (তারগীব)

অন্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি বিশেষ করে ইফত্বারের সময় হয়। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : রমাযানের সময় আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা জাহান্নামীদের মুক্তি দেন।

(ইবনে মাজাহ্ ১২০ পৃঃ, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ)

সিয়াম পালনকারীর দু'আ সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেন : সিয়াম পালনকারীর দু'আ ফেরত দেয়া হয় না।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৭ম পৃঃ)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, বিশেষ করে ইফত্বারের সময় তা রদ হয় না। যেমন তিনি (ﷺ) বলেন : ইফত্বারের সময়ে দু'আ খুব তাড়াতাড়ি ক্ববূল হয় এবং ঐ সময়ে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা প্রতি দিন ৬০ হাজার লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। (বায়হাক্বী)

তিনি (ﷺ) বলেন : ইফত্বারের সময় সিয়াম পালনকারীর দু'আ নিশ্চয় রদ হয় না। (ইবনে মাজাহ্ ১২৬ পৃঃ)

উল্লিখিত হাদীসগুলো আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ইফত্বারের সামগ্রী সাজাতে কিংবা মিসওয়াক করতে অথবা আজেবাজে গল্পগুজবে সময় নষ্ট না করে ইফত্বারের ১০/১৫ মিনিট আগে ইফত্বারের খাদ্য দ্রব্য নিয়ে বসা

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
এবং বসে বসে দু'আয় রত হওয়া দরকার। কারণ, নাবী ﷺ-এর ফরমান অনুযায়ী ঐ সময় সিয়াম পালনকারীর দু'আ যেহেতু রদ হয় না, সেহেতু আমাদের দু'আ ক্ববূল হতে পারে নাকি? ঐ সময় আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন যেহেতু প্রতিদিন লাখ লাখ জাহান্নামীকে নাজাত দেন সেহেতু আমাদের অনেকে হয়তঃ তার দু'আর কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারেন। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে ইফত্বারের মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করার সুমতি দিন– আমীন!

খেজুর ও পানি দিয়ে ইফত্বার শুরু করার রহস্য সম্পর্কে হাফিয ইবনে ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, খালি পেট মিষ্টি জিনিস পছন্দ করে। এবং এর দ্বারা তা শক্তি সঞ্চয় করে। বিশেষ করে দৃষ্টি শক্তি এর দ্বারা সবল হয়। তাই খেজুর দিয়ে ইফত্বার শুরু করতে বলা হয়েছে। এখন শুনুন পানির কথা। রোযা করার ফলে পেটের মধ্যে শুষ্কতা সৃষ্টি হয়। পানি দ্বারা তা সতেজ হয়। এ জন্য একজন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির উচিত খাওয়া শুরু করার আগে সামান্য পানি পান করা, তারপর খাওয়া শুরু করা। আর তা যদি খেজুর ও পানি দিয়ে হয় তাহলে হৃদয়কে সুস্থ করার ব্যাপারে একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। (যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, ১৬০ পৃঃ)

ইফত্বার করানোর সাওয়াব

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কেউ যদি রমাযান মাসে সিয়াম পালনকারীকে ইফত্বার করায় তাহলে ঐ ইফত্বার করানোটা তার গুনাহ মাফের ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে এবং সে- যে পরিমাণই নেকী পাবে ততটা নেকী সিয়ামকারী পাবে। অথচ সিয়াম পালনকারীর নেকী মোটেই কমানো হবে না। সহাবীরা বলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমাদের সবাই তো এমন জিনিস পায় না যদদ্বারা যে কাউকে ইফত্বার করাতে পারে? তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহ তাকে এই সওয়াবই দেবেন যে ব্যক্তি কোন সিয়াম পালনকারীকে এক ঢোক দুধ অথবা একটা শুকনো খেজুর কিংবা এক চুমুক পানি দিয়েও ইফত্বার করাবে আল্লাহ তাকে আমার হাওয (কাওসার) থেকে এক ঢোক পানি পান করাবেন যার ফলে সে জান্নাত প্রবেশ না করা পর্যন্ত পিপাসিত হবে না।

(বায়হাক্বী'র "শুআবুল ঈমান", মিশকাত ১৭৪ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইফত্বার করানোর দু'আ

সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার নাবী ﷺ সা'দ ইবনে মু'আযির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিকট ইফত্বার করে বলেন :

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

"আফত্বারা 'ইন্দাকুমুস্ সা-য়িমূনা ওয়া আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-রু ওয়া সল্লাত 'আলাইকুমুল মালা-য়িকাহ্।"

(আবূ দাউদ ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৬ পৃঃ, হিসনে হাসীন ২৪৭ পৃঃ)

অন্য হাদীসে *'সল্লাত'* শব্দের বদলে– *'তানায্যাল'* শব্দ আছে।

(বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২৩৯-২৪০ পৃঃ, মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ৩১১ পৃঃ)

অপর এক হাদীসে– 'নাযালাত' শব্দ আছে।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ১০০ পৃঃ)

অনুবাদ : তোমার নিকট সিয়াম পালনকারীরা ইফত্বার করুন এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ তোমার খাবার খান আর ফেরেশতাগণ তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করুন। অথবা (রহমাতের) ফেরেশতাগণ তোমার নিকট অবতীর্ণ হোন।

সিয়াম পালনকারীর পরনিন্দা ও মিথ্যা বলা অবৈধ

সিয়াম পালন করা অবস্থায় পেট খালী থাকে বলে কোন কোন সিয়াম পালনকারীদের মধ্যে আলস্য ভাব দেখা দেয়। তখন তারা কখনো বিভিন্ন গল্প-গুজবে মত্ত হয় এবং ঐ গল্পের মধ্যে কখনো সে কারো নিন্দা করে ফেলে এবং মিথ্যাও বলে। তাই এরূপ সিয়াম পালনকারী সম্পর্কে মহানাবী ﷺ বলেন : যুদ্ধের জন্য তোমাদের কারো যেমন ঢাল থাকে তেমনি সিয়ামও জাহান্নামের আগুনের ঢাল স্বরূপ। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৪১ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ না তা ভাঙ্গা হয়। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৪১ পৃঃ)

সিয়ামরূপী ঢালকে কি দিয়ে ভাঙ্গা যায় তার ব্যাখ্যায় নাবী ﷺ বলেন :

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সিয়াম ঢাল স্বরূপ যতক্ষণ না তাকে মিথ্যা কিংবা পরনিন্দা দ্বারা ভেঙ্গে ফেলা হয়। (ত্বাবারানী'র "আওসাত্ব", জামি' সগীর ২য় খণ্ড, ৫১ পৃঃ; ইস্তিখাবুত্ তারগীব ২য় খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ)

ইবনে 'আব্বাস ﷺ বলেন, একবার দু'জন লোক যুহর কিংবা 'আস্‌রের সলাত আদায় করল। তারা দু'জনই সিয়াম পালনকারী ছিল। নাবী ﷺ যখন সলাত শেষ করলেন তখন ঐ দু'জনকে বললেন, তোমরা পুনরায় ওযূ কর ও সলাত আবার আদায় কর এবং রোযা এখন চালিয়ে যাও। কিন্তু অন্য দিনে এ সিয়াম দু'টি ক্বাযা করে দিও। তারা বললেন কেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তিনি (ﷺ) বললেন : তোমরা অমুকের গীবত ও নিন্দা করেছ। (তাই এ শাস্তি)।

(বায়হাক্বী'র "শুআবুল ঈমান", মিশকাত- ৪১৫ পৃঃ)

উক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, সিয়াম অবস্থায় পরনিন্দা ও মিথ্যা কথা বললে সিয়াম নষ্ট হতে পারে। এ জন্য অন্য হাদীসে নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও অশ্লীল কাজ করা ছাড়লো না তার খাওয়া ও পান ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজনই নেই।

(বুখারী ২৫৫ পৃঃ, তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২২ পৃঃ, মিশকাত ১৭৬ পৃঃ, বুলূগুল মারাম ৪৭ পৃঃ, ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৪১ পৃঃ)

এজন্য আর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : অনেক সিয়াম পালনকারী এমন আছে যার সিয়াম দ্বারা পিপাসিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না এবং অনেক রাতের সলাত আদায়কারী এমন আছে যাদের রাতে সলাতে দাঁড়ানো দ্বারা কেবল রাত জাগা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

(দারিমী, মিশকাত ১৭৭ পৃঃ, ইবনে মাজাহ্ ১২২ পৃঃ, ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৪২ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২৭০ পৃঃ)

পরনিন্দা করার ক্ষতি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, সে সিয়ামই করল না যে ব্যক্তি মানুষের গোশত সর্বদা খেতে থাকল (তার নিন্দা করার মাধ্যমে)। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৪র্থ পৃষ্ঠা)

অপর দিকে সিয়াম অবস্থায় পরনিন্দা না করার ভালো সম্পর্কে এক তাবি'ঈ আবুল 'আলিয়াহ্ (রহ.) বলেন, সিয়াম পালনকারী ততক্ষণ 'ইবাদাতের মধ্যে থাকে যতক্ষণ সে কারো গীবত না করে। যদিও সে তার বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী হাফসাও বলতেন, (রোযা) কী সুন্দর 'ইবাদাত! অথচ আমি (পরনিন্দা না করো) বিছানায় ঘুমিয়ে থাকি।

(মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ৩০৭ পৃঃ)

সিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ ও সহবাস

সিয়াম অবস্থায় কখনো কখনো আলস্যভাব দেখা দেয়। ফলে কোন কোন সিয়াম পালনকারীর দিনে ঘুম পায়। ঐ ঘুমানো অবস্থায় কারো কারো স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। এরূপ সিয়াম পালনকারী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন শিঙ্গা লাগানো, বমি ও স্বপ্নদোষ সিয়াম নষ্ট করে না।

(তিরমিযী, মিশকাত ১৭৭ পৃঃ)

সিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে সিয়াম নষ্ট হয় না, কিন্তু শরীর নাপাক হয়ে যায়। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল করে পাকসাফ হতে হবে। সিয়াম অবস্থায় হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত ঘটালে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

(বাহরুর্ রায়িক ২য় খণ্ড, ৭২ পৃঃ; আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ১১৩ পৃঃ)

সিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং ঐ সিয়াম পালনকারীকে শার্'ঈ জরিমানা স্বরূপ একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করতে হবে। নতুবা ধারাবাহিকভাবে একাদিক্রমে তাকে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। অন্যথায় তাকে ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে হবে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৬ পৃঃ)

সিয়াম পালনকারীর বমি হলে বা করলে

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে সিয়াম পালনকারীর অনিচ্ছাকৃত বমি হয় তার উপর ক্বাযা রোযা নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করল সে যেন ঐ সিয়ামটা ক্বাযা করে দেয়।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, দারিমী, মিশকাত ১৬৭ পৃঃ)

সিয়াম পালনকারীর থুথু গেলা

সিয়াম অবস্থায় পেট খালি থাকে বলে কারো কারো থুথু খুব বেশী উঠে। তাদের সম্পর্কে ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সিয়াম পালনকারীর থুথু গিলতে কোন আপত্তি নেই। (মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২০৫ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ ব্যাপারে আতা (রহ.) বলেন, কেউ যদি কুলি করে মুখের সব পানি ফেলে দেয়, তারপর সে যদি থুথু এবং মুখের ভেতরে যা ছিল তা গিলে নেয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। (বুখারী "তর্জমাতুল বা-ব" ২৫৯ পৃঃ)

থুথু হল মুখের আঠা। সে জন্য থুথু ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা গিলে ফেলা যাবে, কিন্তু অনেক থুথু জমা করে ঢোক গেলা যাবে না।

সিয়াম পালনকারীর কিছু চাখার মাস্‌আলাহ্

যে সব রোযাদার রান্নার কাজ করে কখনো কখনো তারা ঝাল, নুন ও মিষ্টি প্রভৃতি চাখতে বাধ্য হন। তাদের সম্পর্কে বিখ্যাত সহাবী ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সিয়াম পালনকারীর জন্য কোন হাঁড়ির কিংবা কোন জিনিসের মজা চাখায় আপত্তি নেই। (বুখারী "তর্জমাতুল বা-ব" ২৫৮ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, সিয়াম অবস্থায় সিরকা কিংবা কোন জিনিস চাখাতে অসুবিধা নেই যতক্ষণ তা খাদ্যনালীর নীচে না যায়।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়খ ৩য় খণ্ড, ৭৪ পৃঃ)

হাসানের মতে সিয়াম পালনকারীর মধু, ঘি ও ঐ জাতীয় (তরল পদার্থ) চেখে থুথু ফেলাতে আপত্তি নেই।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়খ ৩য় খণ্ড, ৭৪ পৃঃ)

বিখ্যাত তাবি'ঈ ইব্‌রাহীম ও 'ইকরামাহ্ (রহ.) বলেন, সিয়াম পালনকারী অবস্থায় মেয়েরা তাদের শিশুদের কিছু চিবিয়ে দিতে পারে যতক্ষণ তা খাদ্যনালী পর্যন্ত না পৌছায়।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৮৯ পৃঃ)

হাসান (রহ.) সিয়াম অবস্থায় কিছু চিবিয়ে তা মুখ থেকে বের করে নিজ শিশুর মুখে রেখে দিতেন। (মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২০৭ পৃঃ)

সিয়াম পালনকারীর নাকে, চোখে ও কানে ওষুধ দেয়ার মাস্‌আলাহ্

হাসান (রহ.) বলেন, রোযাদারের জন্য নাকে ওষুধ দেয়াতে আপত্তি নেই যদি তা খাদ্যনালী পর্যন্ত না পৌছে। (বুখারী "তর্জমাতুল বা-ব" ২৫৯ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওযূ করা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে নাকে পানি ঢুকে তা খাদ্যনালী পর্যন্ত পৌঁছলেও আপত্তি নেই। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১৫৯)

হাসান-এর মতে সিয়াম পালনকারীর চোখে ওষুধ দিতে কোন আপত্তি নেই। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

কানে তেল কিংবা পানি দেয়া এবং কাঠি প্রবেশে আপত্তি নেই।
(রমাযানুল মুবারক কে ফাযা-য়িল ও আহকাম ২১ পৃষ্ঠা)

রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা

'আমির ইবনে রবী'আহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে অসংখ্যবার সিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করতে দেখেছি। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ১৭৬ পৃঃ, ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃঃ)

এক বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সিয়াম পালনকারীর উত্তম অভ্যাসের একটি অভ্যাস মিসওয়াক করা।
(ইবনে মাজাহ্ ১২২ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃঃ)

ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু দিনের শুরু ও শেষ ভাগে মিসওয়াক করতেন। ইবনে সীরীন (রহ.) বলেন, তাজা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করাতে আপত্তি নেই। কেউ বলল, ঐ মিসওয়াকের একটা স্বাদ তো আছে। তিনি বললেন, পানিরও তো একটা স্বাদ আছে। অথচ তোমরা তদদ্বারা কুলি করে থাক।
(বুখারী "তরজমাতুল বা-ব" ২৫৮ পৃঃ)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কেবল শুকনো ডাল নয় বরং রসাল ডাল দ্বারাও সিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করা যাবে। এর দ্বারা এও বোঝা যায় যে, বিভিন্ন প্রকার মাজন, ছাই ও কয়লা দ্বারাও সিয়াম পালনকারী দাঁত মাজতে পারে। কিন্তু তামাক, গুল ও পেষ্ট দ্বারা দাঁত মাজা চলবে না।

'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা যখন রোযা রাখবে তখন সকালে মিসওয়াক করবে এবং বিকেলে মিসওয়াক করবে না। কারণ, যে সিয়াম পালনকারীরই ঠোঁট বিকেলে শুকনো থাকবে ক্বিয়ামাতের দিনে ঐ ঠোঁট দু'টো চমকাবে। (বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ)

আবূ হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় আছে, তুমি আসর পর্যন্ত মিসওয়াক করতে পার। অতঃপর যখন 'আস্‌রের সলাত আদায় করে নেবে তখন

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
মিসওয়াকটা রেখে দিবে। কারণ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সিয়াম পালনকারীদের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকটে মিশ্‌কের খুশবুর চেয়েও উত্তম। (বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ)

উপরোক্ত 'আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটির এক রাবী কায়সান দুর্বল এবং আর এক রাবী ইয়াযীদ ইবনে বিলাল সম্পর্কে হাফিয ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, ওঁর বর্ণিত হাদীস ইমাম আহমাদ ও নাসায়ী বলেন, উনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য রাবী। (আল জওহারুন নাকী হাশিয়া বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ)

সুতরাং উক্ত হাদীস দু'টি 'আমালযোগ্য নয়। তাই সিয়াম অবস্থায় সকাল ও সন্ধ্যায় সর্বাবস্থায় মিসওয়াক করা যাবে।

রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত খেলে

কেউ যদি রমাযান মাসে বিনা কারণে সিয়াম না রাখে কিংবা রেখেও বিনা কারণে ইচ্ছাকৃত রোযা ভেঙ্গে দেয় তার শাস্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি বিনা কারণে ও বিনা অসুখে রমাযানে খাওয়া দাওয়া করে তার পক্ষ থেকে আজীবন সিয়ামও ঐ সিয়ামের কাফফারা হবে না।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯০ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২৬ পৃঃ; আহমাদ, ইবনে মাজাহ্, দারিমী, মিশকাত ১৭৭ পৃঃ)

সিয়াম পালনকারীর গালিগালাজ ও ঝগড়া

সিয়াম পালন করা অবস্থায় পেট খালি থাকে বলে পিত্ত সতেজ হয় ফলে কোন কোন সিয়াম পালনকারীর মেজাজ উগ্র হয়ে যায়। তাই সে কখনো গালিগালাজ ও ঝগড়ায় মত্ত হয়। সেজন্য এরূপ সিয়াম পালনকারী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন সায়িম অবস্থায় থাকবে তখন সে যেন বলে যে, আমি সায়িম (রোযা পালনকারী)।

(বুখারী ২৫৪ পৃঃ, মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৬৩ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃঃ)

অন্য হাদীসে নাবী ﷺ বলেন : সিয়াম অবস্থায় তুমি আপোষে গালি-গালাজ করো না। যদি তোমাকে কেউ গালি দেয় তাহলে তুমি বল যে, আমি সায়িম। আর তখন তুমি যদি দাঁড়িয়ে থাক তাহলে বসে পড়।

(সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৪১ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, কেবল খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম নয়। বরং রোযা হল আজেবাজে কথা বলা ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা। অতএব যদি তোমাকে কেউ গালি দেয় কিংবা তোমার সাথে একগুয়েমি মূর্খতার পরিচয় দেয় তাহলে তোমার বলা উচিত যে, আমি সায়িম আছি। (ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৪২ পৃঃ)

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বিখ্যাত সহাবী জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন তুমি সায়িম থাকবে তখন তুমি তোমার কান, চোখ ও জিহ্বাকে মিথ্যা ও পাপ থেকে বিরত রাখবে এবং চাকর-বাকরদের কষ্ট দেয়া ছেড়ে দেবে। আর তোমার মধ্যে যেন রমাযানে গাম্ভীর্য ও শান্তভাবে ফুটে উঠে। আর তুমি তোমার রোযাহীন দিন ও রোযা রাখার দিনকে সমান কর না।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৩ পৃঃ)

রোযা অবস্থায় যা যা করা যায়

নাবী ﷺ কখনো রোযা অবস্থায় পিপাসার কারণে কিংবা রোযার তাপের জন্য নিজের মাথায় পানি ঢালতেন। (আবূ দাউদ, মিশকাত ১৭৭ পৃঃ)

আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একজন লোক নাবী ﷺ-কে কোন সায়িমের নিজের স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন করার কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন তারপর আর একজন এসে তাঁকে ঐ একই প্রশ্ন করলো। তিনি তাকে তা করতে মানা করলেন। যাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, সে ছিল বৃদ্ধ লোক এবং যাকে মানা করা হয়েছিল, সে ছিল যুবক। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২৪ পৃঃ; মিশকাত ১৭৬ পৃঃ)

এ ব্যাখ্যায় বিখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম যুহরী ও ক্বতাদাহ্ (রহ.) বলেন রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে আলিঙ্গন করার পর যদি ঐ সায়িমের বীর্য সবেগে বের হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং তাকে একটি রোযা ক্বাযা করতে হবে। কিন্তু বীর্যপাত না হলে কেবল যদি মযী বের হয় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। (মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ১৯২ পৃঃ)

বিখ্যাত সহাবী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রোযা অবস্থায় সুরমা লাগাতেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৪৭ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
ইবনে 'উমার (রাঃ) সিয়াম অবস্থায় কাপড় ভিজিয়ে নিজের শরীরে ফেলে রাখতেন। আনাস (রাঃ) রোযা অবস্থায় তাঁর নিজস্ব হাওযে গিয়ে গা ভেজাতেন। ইবনে মাস্'উদ (রাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ রোযা থাকবে তখন সে যেন তেল মেখে মাথা আচঁড়ে থাকে।

(বুখারী "তরজুমাতুল বাব" ২৫৮ পৃঃ)

এমন ইনজেকশান লাগানো যেতে পারে যা শক্তি ও খোরাকের কাজ না দেয়। কোন নারীকে দেখে আপনাআপনি বীর্যপাত হলে অসুবিধা নেই। নাকে শিকনি নাকের ভেতর দিয়ে গলা পার হয়ে পেটে চলে গেলে আপত্তি নেই। মাড়ির রক্ত থুথুর সাথে পেটে চলে যাওয়া, পিচকারী প্রভৃতি দিয়ে ভিতরে ওষুধ দেয়া, গলার ভেতরে মশা মাছি ঢুকে যাওয়া, দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা গোশতের এমন রেশা যা অনুভূত হয় না এবং বিক্ষিপ্ত থাকে তা গলার ভেতরে চলে যাওয়া প্রভৃতির দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না।

(রমাযা-নুল মুবারককে ফাযা-য়িল ওয়া আহকা-ম ২০-২২ পৃঃ)

গর্ভবতী ও দুধদানকারিণীর সিয়াম

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : মুসাফির ও দুধদানকারিণী এবং গর্ভবতী নারীর উপর থেকে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা সিয়াম সরিয়ে দিয়েছেন।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত ১৭৮ পৃঃ)

গর্ভবতী ও দুধদানকারিণীর ব্যাখ্যায় অন্য এক হাদীসে আনাস (রাঃ) বলেন, সেই গর্ভবতীকে রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন যে নারী তার সন্তানের ব্যাপারে ভয় পেয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ্ ১২১ পৃঃ)

'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস বলেন :

﴿...وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ...﴾

"..... তাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে ফিদ্য়াহ্ প্রদান করা, এটা একজন মিসকীনকে অন্নদান করা.....।" (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৪)

সূরা আল বাক্বারাহ্-এর এ আয়াতটিতে রমাযানে সিয়াম না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে অতি বৃদ্ধ নর নারীকে। এরা দু'জন সিয়াম না রেখে পানাহার করবে এবং প্রত্যেক দিনের বদলে একটি করে মিসকীন

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুধদানকারিণী যখন তাদের সন্তানের ব্যাপারে ভয় পাবে তখন পানাহার করবে এবং মিসকীন খাওয়াবে।

(মুসনাদে বাযযার, দারাকুত্বনী, ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৪০ পৃঃ)

সা'ঈদ ইবনে জুবায়র ও কৃতাদাহ্ (রহ.) বলেন, নিজের সন্তানের জন্য ভয় থাকলে গর্ভবতী ও দুধদানকারিণী নারী সিয়াম না রেখে পানাহার করবে এবং প্রত্যেক দিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়াবে। তাদের দু'জনের ওপর সিয়াম ক্বাযা করার দায়িত্ব থাকবে না।

(মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২১৬ ও ২১৭ পৃঃ; মুহাল্লা ৬ষ্ঠ, ২৬৩ পৃঃ)

তাদের পরে আর রোযা ক্বাযা করে দিতে হবে না।

বয়স্ক ব্যক্তির সিয়াম

সেই বৃদ্ধ নর-নারী যাদের রোযা রাখার সামর্থ্য নেই কিংবা রাখলে এত দুর্বল হয়ে যায় যে, তাদের পক্ষে ওঠা-বসাও কষ্টকর হয়ে পড়ে তাদের জন্য রমাযানে সিয়াম না রাখার এবং প্রত্যেক সিয়ামের বদলে ১টি করে মিসকীন খাওয়াবার অনুমতি আছে। কুরআনের সূরা বাক্বারাহ্ ১৮৪ আয়াত- "যারা রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না তারা একটি করে মিসকীনকে খাবার দেবে।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরআনের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ হুকুম হল অতি বৃদ্ধ নর-নারীর জন্য যারা রোযা রাখতে সমর্থ নয়। ফলে তারা প্রত্যেক দিনের বদলে একটি করে মিসকীনকে আহার দেবে। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বুড়ো হয়ে গেলে এক বছর কিংবা দু' বছর রোযা না রাখতে পারায় প্রতিদিন একটা করে মিসকীনকে রুটি ও গোশত খাওয়ান। (বুখারী ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

উক্ত আয়াতেরই ব্যাখ্যায় সা'ঈদ ইবনে জুবায়র (রহ.) বলেন, এরূপ বুড়ো ও বুড়ী যদি মিসকীন খাওয়াবার সামর্থ্য না রাখেন তাহলে তাদের দু'জনের উপর কোন দায়িত্বই থাকবে না।

(মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২২৩ পৃঃ)

অর্থাৎ তারা রোযাও রাখবে না এবং মিসকীনও খাওয়াবে না।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নও মুসলিম ও পাগলের সিয়াম

'আতিয়্যাহ্ ইবনে রবী'আহ্ সাকাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের সাকীফ বংশের একটি প্রতিনিধি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এলেন। আমরা তাদের জন্য তাঁবু তৈরি করে দিলাম। তারা রমাযানের মধ্যভাগে ইসলাম গ্রহণ করল। ফলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। তাই তারা আগত দিনগুলোতে রোযা রাখলেন। যে দিনগুলো তাদের ছাড়া গিয়েছিল সেগুলোর রোযা ক্বাযা করার হুকুম তিনি (ﷺ) তাদেরকে দেননি।

(বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২৬৯ পৃঃ)

সফরে সিয়াম

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٤﴾﴾

"তোমাদের মধ্যে যে রোগী হবে কিংবা সফরে থাকবে সে (রমাযানের পর) অন্য দিনগুলোতে রোযা রাখতে পারবে।"

(সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৪)

এক সহাবী হামযাহ্ ইবনে 'আম্র আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরে সিয়াম রাখার রাখার ব্যাপারে নিজের মধ্যে শক্তি পাই। তাহলে আমার উপরে কোন আপত্তি হবে কি? তিনি বললেন, এটা আল্লাহর তরফ থেকে একটা ছাড়। অতএব এ ছাড়টা যে গ্রহণ করে সেটা ভালো কাজই হবে। আর যে ব্যক্তি রোযা রাখতে পছন্দ করে তার উপরে কোন আপত্তি নেই। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ; মিশকাত ১৭৮ পৃঃ, দারাকুত্বনী ২৪২ পৃঃ; নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ)

বিখ্যাত সহাবী আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে রমাযান মাসে সফর করতাম। অতঃপর আমাদের মধ্যে কেউ রোযা থাকতো আবার কেউ রোযাহীন হতো। কিন্তু সিয়ামহীন ব্যক্তি সায়িমের বিরুদ্ধে এবং সায়িম ব্যক্তি সিয়ামহীনের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, যে ব্যক্তি শক্তি পেয়ে সিয়াম

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
পালন করে সে ভালো কাজ করে এবং যে নিজেকে দুর্বল ভেবে সিয়ামহীন থাকে সেও ভালো কাজ করে।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ; নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২০৭ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড ৮৯ পৃঃ)

উক্ত হাদীসগুলো সহ অন্যান্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সফরে রোযা বা সিয়াম রাখা না রাখা দু'ই সিদ্ধ। রসূলুল্লাহ ﷺ সফরে কখনো সিয়াম রেখেছেন, কখনো ভেঙ্গেছেন, আবার কখনো মোটেই রাখেননি। তাই সফরকারীর শক্তির উপর রোযা রাখা ও না রাখাটা নির্ভর করে। যারা সফরে রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখে না তারা গুনাহগার হবে না বটে, কিন্তু উত্তম কাজ হতে তারা বঞ্চিত হবেন।

কারণ, এক জায়গায় আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾﴾

"রোযা রাখাটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা এটা (ঠাণ্ডা মাথায়) বুঝতে পারতে।" (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৪)

রমাযানের ক্বাযা সিয়াম বছরের অন্যান্য দিনে একা একা রাখতে হয় বলে অনেকেরই তা রাখাটা বোঝা মনে হয়। ফলে কেউ কেউ তা সারা বছরেও আদায় করতে অলসতা করে। তাই যারা সফরে রোযা রাখতে সক্ষম তাদের জন্য রোযা রাখাটাই উত্তম। এজন্য সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে বিখ্যাত সহাবী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি রোযাহীন থাকলো সে ছাড়টা গ্রহণ করলো। কিন্তু যে রোযা রাখলো সে উত্তম কাজ করলো।

'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা উত্তপ্ত হাওয়া চলা অবস্থায়ও সফরে রোযা রাখতেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ১৫ পৃঃ)

প্রখ্যাত তাবি'ঈ সুফ্ইয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি সফরে রোযা না রাখে, তারপর সে সফরেই মারা যায় তাহলে তার উপর কোন দায়িত্ব নেই। ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, হাসান বাসরী ও ইমাম যুহরীর (রহ.) মত তাই।

প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ 'আত্বা (রহ.) বলেন, তার তরফ থেকে মিসকীনও খাওয়াতে হবে না। (মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২৪১ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাসান বাসরী ও 'আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র (রহ.) প্রমুখ তাবি'ঈগণ বলেন, কোন ব্যক্তি যদি রমযান মাসে দিনের প্রথম দিকে সফর থেকে ঘরে ফেরে তাহলে সে যেন দিনের বাকি অংশে কিছু না খায়। যাতে করে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য না হয়ে যায়।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৫৪ পৃঃ)

ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, কোন মুসাফির যখন শহরে ঢুকবে তখন থেকে সে যেন আর কিছু না খায়। যদিও সে সফর থেকে ফেরার আগে খেয়েছিল। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৫৪ পৃঃ)

এ না খাবার কারণ হল রমাযান মাসের সম্মান দেখানো এবং সিয়ামের গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করা।

হায়িয ও নিফাসওয়ালীর সিয়াম

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে হায়িযওয়ালী হতাম তখন আমাদেরকে রোযা ক্বাযা করার নির্দেশ দেয়া হত। কিন্তু সলাত ক্বাযা করার কথা বলা হত না (কারণ, ঐ অবস্থায় সলাত মাফ)।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৮ পৃঃ, ইবনে মাজাহ্ ১২১ পৃঃ, নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ)

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে সমস্ত 'আলিমরা এ বিষয়ে একমত যে, হায়েয ও নিফাসওয়ালী নারীর রোযা ক্বাযা করা অপরিহার্য। তারা যদি ঐ অবস্থায় রোযা রাখে তাহলে সিদ্ধ হবে না। তাদেরকে রমাযানের পর মেয়েলী অসুখের জন্য ঐ কয়দিনের সিয়াম ক্বাযা করে দিতে হবে।

(ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৪৪ পৃঃ)

বিখ্যাত তাবি'ঈ 'আত্বা (রহ.) বলেন, কোন নারী যদি রমাযান মাসে দিনের প্রথম দিকে ঋতুবতী হয়ে পড়ে তাহলে তিনি পানাহার করতে পারবেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, কোন নারী যদি সূর্য হলদে হবার পর (বিকালের দিকে) রমাযানে ঋতুবতী হয়ে পড়েন তাহলে তিনি রোযা ভেঙ্গে দেবেন। কিন্তু তিনি যদি হায়েয অবস্থা থাকাকালীন ফাজ্‌রের পর পবিত্রা হয়ে যান তাহলে তিনি দিনে বাকি অংশ খাবেন না।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর কারণস্বরূপ ইব্‌রাহীম নাখ'ঈ (রহ.) বলেন, হায়িযওয়ালী পাক হবার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবেন না। যাতে করে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য না হয়ে যায়। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা)

হায়িয ও নিফাসওয়ালীর রক্ত যদি রাতে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তাদের পাক হওয়ার গোসলটা ফাজ্‌র পর্যন্ত দেরী করা চলবে এবং গোসল না করেও তারা রোযা রাখতে পারবে। অতঃপর ফাজ্‌রের আযানের পর তারা গোসল করে পাক হয়ে সলাত আদায় করবে।

(ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৬৪ পৃঃ)

হায়িযের রক্ত দিনের যে কোন সময়ে দেখা যাক– তা দিনের শুরুর দিকে হোক, কিংবা শেষের দিকে– রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

(আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ১৪২ পৃঃ)

রোগীর সিয়াম

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٥﴾﴾

"যে ব্যক্তি (রমাযান মাসে) রোগী থাকবে সে রমাযানের পর অন্যান্য দিনগুলোতে সিয়াম রাখবে।" (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫)

এ ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রমাযানে অসুখে পড়লো অতঃপর সে রোগীই থাকল, পরিশেষে মারা গেল তার পক্ষ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে না, যদি সে সুস্থ হয়ে যায়, তারপরও সে ক্বাযা সিয়াম না রেখে মারা যায় তাহলে তার তরফ থেকে লোক খাওয়াতে হবে।

(মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২৩৭ পৃঃ)

প্রখ্যাত তাবি'ঈ 'আত্বা (রহ.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি রমাযানের অসুখে পড়ে, তারপর দ্বিতীয় রমাযান তাকে পেয়ে বসল। তখনও সে গোটা রমাযান অসুখে থাকল। তারপর সে সুস্থ হল, কিন্তু উক্ত দু'টো রমাযানের ক্বাযা রোযা করে দিল না। এমতাবস্থায় তাকে তৃতীয় রমাযান ধরে ফেলল। তখন সে ষাটটা মিসকীন খাওয়াবে (আগের দু' রমাযানের রোযা তাকে ক্বাযা করতে হবে না)। (মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২৩৭ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু পূর্ববর্তী 'আলিম ও সালাফের মতে প্রত্যেক রোগেই সিয়াম ক্বাযা করা যাবে। তা আঙ্গুলের ক্ষত হোক কিংবা দাঁতের রোগই হোক। কারণ, কুরআনের আয়াতে 'রোগী' শব্দটির অর্থ ব্যাপক।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রোগী কখন রোযা রাখবে না? তিনি বলেন, যখন তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বলা হল– যেমন জ্বর? তিনি বললেন, কোন্ রোগ জ্বরের চেয়ে বেশী কঠিন?

(আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ১৪৭ পৃঃ)

যারা চিররোগী এবং যারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কাজ করে যেমন কয়লা খনির শ্রমিক তারা রোযা ক্বাযা করবে এবং মিসকীন খাওয়াবে।

(ফিক্হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৪০ পৃঃ)

কিভাবে ক্বাযা সিয়াম হবে

নাবী ﷺ-কে রমাযানের ক্বাযা সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : ইচ্ছা করলে বিক্ষিপ্তভাবে রাখতে পার কিংবা পরপরও আদায় করতে পার। (দারাকুত্বনী ২৪৪ পৃঃ, তালখীসুল হাবীর ১৯৫ পৃঃ)

সহাবী ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনে জাররাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রমাযানের ক্বাযা সিয়াম তুমি যেভাবেই পার তা আদায় কর।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৩৩-৩৪ পৃঃ; দারাকুত্বনী ২৪৪ পৃষ্ঠা)

মা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার ওপর রমাযানের ক্বাযা সিয়াম বাকি থাকতো। কিন্তু তা শা'বান মাস ছাড়া অন্য মাসে আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৮ পৃঃ, মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২৪৬ পৃঃ; মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৯৮ পৃঃ; নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ)

আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কেউ যদি দুই রমাযানের মাঝে সুস্থ না থাকে তাহলে সে দ্বিতীয় রমাযানে রোযা রাখবে এবং গত রমাযানের দরুন মিসকীন খাওয়াবে। অতঃপর সে যদি দ্বিতীয় রমাযানেও রোযা না রাখতে পারে তাহলে এর জন্য ক্বাযা করবে। (দারাকুত্বনী ২৪৬ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মৃত ব্যক্তির ক্বাযা সিয়াম

কোন রোগী যদি রমাযানের পর রোগমুক্ত হয়, কিংবা এতটা আরোগ্য লাভ করে যার ফলে সে সিয়াম রাখতে পারে, কিন্তু সে সিয়াম রাখেনি, এমতাবস্থায় আবার সে অসুখে পড়ে মারা গেল। এরূপ কোন মুসাফিরের সফরের শেষে ক্বাযা সিয়ামের সুযোগ পেল। অথচ সে ক্বাযা সিয়াম করলো না। এমতাবস্থায় সে যদি কোন অসুখে কিংবা দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যায় তাহলে ঐ দু'জনের ছাড় না করে যাওয়া সিয়াম ওদের অভিভাবকদের করে দিতে হবে। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মারা গেল এবং তার ওপর সিয়াম বাকি ছিল, ঐ বাকি সিয়াম তার অভিভাবককে করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৮ পৃঃ)

উপরোক্ত রোগী ও মুসাফিরের ক্বাযা তার অভিভাবকরা না করে তার বদলে মিসকীন খাওয়ালে চলবে বলে একটি হাদীস তিরমিযীতে ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। ঐ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটির সনদ ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত পৌঁছায়। সুতরাং এটা সহাবীর হাদীস, নাবীর নয়। (মিশকাত ১৭৮ পৃঃ)

অতএব এ ফাতাওয়া ঠিক নয় বরং তা অভিভাবকদেরকেই ক্বাযা সিয়াম করে দিতে হবে, মিসকীন খাওয়ালে চলবে না।

রমাযানের পরও যদি কোন রোগীর রোগ এবং মুসাফিরের সফর জারি থাকে এবং তারা যদি ক্বাযা রোযার সুযোগই না পায়, বরং ঐ রোগগ্রস্ত অবস্থায় কিংবা সফরে মারা যায় তাহলে তার ক্বাযা সিয়াম তার অভিভাবকদের করে দিতে হবে না এবং তার বদলে মিসকীনও খাওয়াতে হবে না। (আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ১৪২ পৃঃ; রওয়াতুত্ তা-লিবীন ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃঃ; সুনানে কুবরা বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ)

ই'তিকাফের বিবরণ

তারাবীহ, সাহারী, ইফত্বারের পর রমাযানের চতুর্থ অবদান ই'তিকাফ। তাই এখানে ই'তিকাফ সংক্রান্ত আলোচনা করা হল। আরবী ই'তিকাফ শব্দটি 'উকূফ' ধাতু থেকে নির্গত। 'উকূফ' শব্দের শাব্দিক অর্থ কোন জিনিস বা জায়গাকে আঁকড়ে ধরা ও চিমটে থাকা।

(নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস ৩য় খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামী পরিভাষায় ই'তিকাফের অর্থ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন মাসজিদে নিজেকে বন্দী রাখা।

(আল মুফরাদা-তু ফী গারীবিল কুরআন ৩য় খণ্ড, ১৩৪ পৃঃ)

আল কুরআনের প্রায় আট জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ ﴿١٢٥﴾﴾

"আমি ইব্‌রাহীম, ইসমা'ঈলকে বিশেষ হুকুম দিয়েছি আমার ঘরকে পবিত্র রাখার জন্য ত্বওয়াফকারী ও ই'তিকাফকারীদের উদ্দেশে।"

(সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১২৫)

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴿١٨٧﴾﴾

"তোমরা মাসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কর না।" (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৭)

﴿فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ﴿١٣٨﴾﴾

"অতঃপর তারা এমন এক জাতির কাছে গেল যারা তাদের প্রতিমাগুলোকে আঁকড়ে ধরেছিল।" (সূরা আ'রাফ ৭ : ১৩৮)

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾﴾

"ইব্‌রাহীম তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেন, এসব মূর্তিগুলো কী, যাকে তোমরা আঁকড়ে ধরে রয়েছে?" (সূরা আল আম্বিয়া ২১ : ৫২)

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾﴾

"যারা কুফ্‌রী করে আর আল্লাহ্‌র পথে (মানুষের চলার ক্ষেত্রে) বাধা সৃষ্টি করে আর মাসজিদে হারামে যেতেও– যাকে আমি করেছি স্থানীয় বাসিন্দা ও অন্যদেশবাসী সকলের জন্য সমান। যে তাতে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মাদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছে করে তাকে আমি আস্বাদন করাব ভয়াবহ শাস্তি।" (সূরা আল হাজ্জ ২২: ২৫)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

﴿وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ﴾

"হে সামিরী! তুমি তোমার সেই উপাস্যকে দেখ, যাকে তুমি চিমটে ধরে আছ, অবশ্যই তাকে জ্বালাব।" (সূরা ত্বা-হা- ২০ : ৯৭)

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾

"এরাই তারা যারা কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম থেকে বিরত রেখেছে, আর 'হাদ্‌য়ি' জানোয়ারকে তার জায়গায় পৌছানো থেকে আটকে দিয়েছে।" (সূরা আল ফাত্‌হ ৪৮ : ২৫)

তিন, চার এবং ছয় ও সাত নম্বর আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন জাতির নিকট ই'তিকাফ একটি 'ইবাদাত ছিল। তাই তারা তাদের অলীক উপাস্যের সামনে ই'তিকাফ করতো। মাক্কার মুশরিকরাও ই'তিকাফ করতো। যেমন 'উমার (রাঃ) একবার নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে বলেন যে, আমি একবার (কাফিরী যুগে) মাসজিদুল হারামে একরাত ই'তিকাফ করবো বলে মানৎ করেছিলাম। নাবী ﷺ বললেন : তাহলে তুমি তোমার মানৎ পূরণ কর।

(বুখারী ২৭২ ও ২৭৪ পৃঃ, মুসলিম, মিশকাত ১৮৩ পৃঃ)

আর রোযা রাখ। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩৬ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ই'তিকাফ

রসূলুল্লাহ ﷺ নাবী হবার আগে পরপর কয়েকদিন ধরে হেরা পাহাড়ের এক গুহায় ই'তিকাফরত অবস্থায় আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকতেন। (বুখারী ১ম খণ্ড)

নাবী হবার পর তিনি ﷺ প্রত্যেক রমাযানের দশদিন করে ই'তিকাফ করতেন। অতঃপর যে বছরে তিনি ওফাত পান সেই বছরে বিশদিন ই'তিকাফ করেন।

(বুখারী ২৭৪ পৃঃ, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ; ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃঃ; মিশকাত ১৮৩ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ৩১৪ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেবল নাবী ﷺ একা নন, বরং তাঁর ইন্তিকালের পরে তাঁর স্ত্রীরাও ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী ২৭১ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ; মিশকাত ১৮৩ পৃঃ)

এক বছর ই'তিকাফের ব্যাপারে তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়ায় সে বছর তিনি করেননি। কিন্তু ঐ ছাড় যাওয়া ই'তিকাফটি তিনি ঐ বছরেই রমাযানের পরের মাসে শাওওয়াল মাসের শেষ দশ দিনে ক্বাযা ই'তিকাফ করে দেন।

(বুখারী ২৭২, ২৭৩ ও ২৭৪; ইবনে মাজাহ্ ১২৮ পৃঃ)

নাবী ﷺ প্রত্যেক বছরে রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। অতঃপর এক বছর তিনি ঐ সময়টা সফরে থাকায় ই'তিকাফ করতে পারেননি। তাই পরের বছরে বিশদিন ই'তিকাফ করেন।

(সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ৩৪৬ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৭, মুস্তাদরাক হাকিম ১ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃঃ; তালখীসুল হাবীর ১৯৩ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ৩১৪ পৃঃ)

ই'তিকাফের ফাযীলাত ও মাহাত্ম্য

ই'তিকাফকারী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ঐ ব্যক্তি বণ্ড পাপ থেকে বিরত থাকে এবং তাকে এত নেকী দেয়া হয় যত নেকী অন্যান্য সবরকম ভালো কাজের কাজীকে দেয়া হয়। (ইবনে মাজাহ্ ১২৮ পৃঃ, মিশকাত ১৮৩ পৃঃ; বায়হাক্বী, দুররে মানসূর ১ম খণ্ড, ২০১ পৃঃ)

ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) বলেন : এ হাদীসটির সূত্র দুর্বল।

অন্য একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রমাযানের দশ দিন ই'তিকাফ করলো সে যেন হাজ্জ ও দুই 'উমরাহ্ করলো। (বায়হাক্বী, দুররে মানসূর ১ম খণ্ড, ২০২ পৃঃ)

নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে মাত্র একটি দিন ই'তিকাফ করবে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তার এবং জাহান্নামের মাঝে এমন তিনটি গর্ত করে দেবেন যার দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের মত হবে। (ত্বাবারানী'র "আওসাত্ব", হাকিম, বায়হাক্বী, তারীখে বাগদাদ, তাফসীর দুররে মানসূর ১ম খণ্ড, ২০২)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাবি'ঈ নেতা হাসান বাসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, ই'তিকাফকারীর জন্য প্রত্যেক দিনের বদলে একটি করে হাজ্জের নেকী রয়েছে। (ত্বারানী'র "আওসাত্ব", হাকিম, বায়হাক্বী, তারীখে বাগদাদ, তাফসীর দুর্‌রে মানসূর ১ম খণ্ড, ২০২)

ই'তিকাফের মাহাত্ম্যে কোন বিশুদ্ধ হাদীস থাক বা না থাক, তাতে কোন যায় আসে না। কারণ, ই'তিকাফের গুরুত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল প্রিয়নাবী ﷺ-এর আজীবন ই'তিকাফ করা এবং তাঁর সহধর্মিণীদের প্রতিযোগিতা ও তাঁর সফরের কারণে দু'বার তাঁর ই'তিকাফ ছাড় যাওয়ায় ঐ ই'তিকাফ পুনরায় করে দেয়া। সেজন্য সুন্নাতে নাবাবীর প্রত্যেক আশিকের পক্ষে পারতপক্ষে মহানাবী ﷺ-এর এ সুন্নাত পালন করা উচিত। কিন্তু আহলে হাদীস ভাইদের বেশীরভাগ সদস্যই এ সুন্নাতের প্রতি তেমন ভ্রুক্ষেপ করেন না। তাই এ ব্যাপারে তাঁদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

ই'তিকাফ সম্পর্কে হানাফী ফাতাওয়া

হানাফী ফকীহগণ বলেন, রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নাতে কিফায়াহ মুআক্কাদাহ । (হা-শিয়াতুত তাহতাভীর টীকায় মুদ্রিত মারা-কিল ফালা, ৩৮২ পৃঃ; দুর্‌রে মুখতার, ১২৯ পৃঃ)

এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ তাহতাভী ও 'আল্লামাহ্ 'আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহ.) বলেন, কিছু লোক যদি ই'তিকাফ করে তাহলে বাকি সবারই পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। (হাশিয়া তাহতাভী আলাদ দুর্‌রিল মুখতার ১ম খণ্ড, ৭৫৮ পৃঃ; শারহে ওয়া কা-য়ার ২৫৫ পৃঃ ১ নং টীকা)

'মাজমাউল আনহুর শারহে মুলতাকাল আবহুর' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ই'তিকাফ সুন্নাতে কিফায়াহ্। তাই কোন শহরবাসীদের সবাই যদি ই'তিকাফ ত্যাগ করে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে।

('আল্লামাহ্ 'আবদুল হাইয়ের আল ইনসা-ফ ফী হুকমিল ই'তিকা-ফ ১৬২ পৃঃ)

অন্যান্য ফকীহরা বলেন কোন পুরুষ কিংবা নারী যদি ই'তিকাফ করে তাহলে এ সুন্নাত পালন হবে। অন্যথায় সমস্ত বাসিন্দাই সুন্নাত পালন না করার কারণে পাপী হবে। কোন শহরে যদি কয়েকটি মাসজিদ থাকে তাহলে প্রত্যেক মহল্লাবাসী ও প্রত্যেক মাসজিদওলাদেরই ই'তিকাফ

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
করতে হবে। সমস্ত বস্তিবাসীদের মধ্যে কোন একটি মাসজিদেও যদি ই'তিকাফ হয়ে যায় তাহলে এ সুন্নাত পালিত হবে।

(মাওলানা মুফতী ইসমা'ঈল রচিত ই'তিকাফ ফাযায়েল ওয়া মাসায়িল ২৫ পৃঃ)

"কোন বস্তি ও মাসজিদের কেউই যদি ই'তিকাফ না করে তাহলে সবাই পাপী হবে"– হানাফী ফকীহদের উক্ত ফাতওয়া কিয়াসী ও অনুমানভিত্তিক ফাতওয়া। কারণ এর প্রমাণে কুরআনের কোন আয়াত নেই এবং মহানাবীর ﷺ সহীহ তো দূরের কথা য'ঈফ হাদীসও নেই।

তদুপরি ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, সহাবায়ে কিরাম হাদীস অনুসরণের ব্যাপারে খুবই কঠোর হওয়া সত্ত্বেও কেবল আবূ বাকর ইবনে 'আবদুর রহমান رضي الله عنه ছাড়া আর কোন সালাফ (সহাবী ও তাবি'ঈ) ই'তিকাফ করেছেন বলে আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেনি। হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন, কিছু সহাবী ই'তিকাফ করেছেন।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ১৪৫ পৃঃ)

উক্ত দু'টি বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, মুষ্টিমেয় কিছু সহাবী ই'তিকাফ করেছিলেন এবং বেশিরভাগই করেন নি। তাহলে তাঁদের অধিকাংশই "ই'তিকাফরূপী" সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়াহকে গুরুত্ব দেন নি কি? প্রকৃত কথা এই যে, ই'তিকাফ যে ব্যক্তি করবে সে পূর্বে বর্ণিত য'ঈফ হাদীসগুলো মোতাবিক নেকী পেতে পারে কিংবা মহানাবী ﷺ-এর প্রিয় সুন্নাত পালনের নেকী আবশ্যই পাবে। কিন্তু ই'তিকাফ কেউই না করলে কেউ গুনাহগার ও পাপী মোটেই হবে না।

কোন ব্যক্তি যদি তার কোন দাবীদাওয়া কারো কাছে পূরণ হচ্ছে না দেখে তখন সে তার দরজায় ধর্ণা দেয় এবং দাবীদাওয়া পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঐ দরজায় পড়ে থাকে। ঠিক তেমনি যারা ই'তিকাফ করে তারা যেন আল্লাহর দরবারে ই'তিকাফের কয়দিন নিজেদেরকে বন্দী রাখে এবং মায়ার সংসারকে ভুলে এক নাগাড়ে পরস্পর কয়দিন আল্লাহর চৌকাঠে মাথা রেখে কান্না-কাটি করতে থাকে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে হাজ্জব্রত পালনকারীর ন্যায় নিষ্পাপ করে দেন।

একটি হাদীসে কুদসীতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন : "যে ব্যক্তি এক বিঘত আমার নিকটবর্তী হয় আমি এক হাত তার নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি এক হাত আমার নিকটবর্তী হয়

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
আমি দু' হাত তার নিকটবর্তী হই এবং যে ব্যক্তি আমার নিকট পায়ে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি। আর যে ব্যক্তি জমিন ভর্তি নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং সে আমার সাথে কাউকে শরীক করে না, আমিও ঐরূপ ক্ষমতা নিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করি।"

(মুসলিম, মিশকাত ১৯৭ পৃঃ)

ই'তিকাফের জায়গা মাসজিদে হওয়া চাই

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"তোমরা মাসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কর না।" (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৭)

এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ই'তিকাফ মাসজিদে হবে। ঘরের মধ্যে খাস মাসজিদে হবে না। (তাফসীরে মাযহারী ১ম খণ্ড, ২০৮ পৃঃ)

নাফি' (রহ.) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে মাসজিদের (নাবাবীর) সে বিশেষ জায়গাটি দেখিয়েছেন যেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফ করতেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ)

এজন্য 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, জামা'আতওয়ালা মাসজিদ ছাড়া অন্য মাসজিদে ই'তিকাফ হবে না।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩৫ পৃঃ; মিশকাত ১৮৩ পৃঃ, দারাকুত্বনী ২৪৮ পৃঃ)

'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও তাই বলেন।

(মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৬ পৃঃ মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৯১ পৃঃ)

সমস্ত 'আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, ই'তিকাফের জন্য মাসজিদ শর্ত। অর্থাৎ মাসজিদ ছাড়া অন্য জায়গায় ই'তিকাফ হবে না। এখন প্রশ্ন হল সেটা জুমু'আহ্ মাসজিদ হবে, না ওয়াক্তিয়া মাসজিদ? এ ব্যাপারে 'আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ 'আলিম বলেন, যে কোন মাসজিদেই ই'তিকাফ হবে। তবে কেউ যদি এ শর্ত করে নেয়, সে জুমু'আ মাসজিদেই ই'তিকাফ করবে তাহলে তার ই'তিকাফ ওয়াক্তিয়া মাসজিদে সিদ্ধ হবে না। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ২৭২ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাসজিদের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এমন প্রত্যেক মাসজিদ যাতে ইমাম ও মুআয্যিন আছে তাতে ই'তিকাফ সিদ্ধ হবে।

(দারাকুত্বনী ২৪৭ পৃঃ)

এ হাদীসটির এক রাবী যাহ্হাক হুযায়ফাহ্ থেকে হাদীসটি শুনেননি বলে হাদীসটি মুরসাল। কিন্তু এর ভাবার্থ অন্যান্য হাদীসের সমর্থক। সে জন্য এটি একেবারে পরিত্যাজ্য নয়, বরং অন্যান্য রিওয়ায়াতের পরিপূরক। তাই জমহূর তথা অধিকাংশ 'আলিমের মতে যে কোন মাসজিদ হলেই চলবে।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.)-এর মতে জুমু'আহ্ ও ওয়াক্তিয়া মাসজিদ ছাড়াও ঘরের ভেতরে সলাত পড়ার জন্য নির্দিষ্ট মাসজিদে মেয়েদের ই'তিকাফ চলবে। একথার প্রতিবাদে ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, নারী পুরুষ কারো ই'তিকাফ তার ঘরের মাসজিদে হবে না। কারণ, ঘরের মাসজিদকে, মাসজিদ বলা হয় না। তাছাড়া ঘরকে বিক্রি করা এবং তাতে পায়খানার ঘর বানানো বৈধ হবার ব্যাপারে কারো মতভেদ নেই (কিন্তু মাসজিদকে এসব বানানো কখনই জায়েয নয়)। সেজন্য ইব্রাহীম ও আবূ হানীফার উক্তি ভুল। (মুহাল্লা ৫ম খণ্ড, ১৯৩ ও ১৯৬ পৃঃ)

অতএব ই'তিকাফের জন্য কোন মাসজিদ নির্দিষ্ট করার পর ঐ মাসজিদেরই কোন এক কোণ বা আড়াল জাতীয় জায়গা ঘিরে তাতে বিছানাপত্র পাততে হবে। যেমন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, নাবী ﷺ যখন ই'তিকাফ করতেন তখন (আবূ লুবাবার তাওবা কবুল হবার কারণে) তাওবা নামক থামের পেছনে তাঁর জন্য বিছানা পাতা হত কিংবা তক্তপোষ রাখা হত। (ইবনে মাজাহ্ ১২৮ পৃঃ, মিশকাত ১৮৩ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে, তাঁর তুর্কী তাঁবুর ফাঁকটাতে একটা বিছানা লটকানো ছিল। (ইবনে মাজাহ্ ১২৮ পৃঃ)

এ থামটি ছিল কিবলাহ্ ছাড়া অন্য দিকে। কখনো তাঁর জন্য খেজুর ডাল দিয়ে ঘর বাননো হত, যাতে তিনি রমাযানে ই'তিকাফ করতেন।

(ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ৩৫০-৩৫১ পৃঃ)

মাসজিদের মেঝে যদি মাটির হয় তাহলে তাতে খাট পাতা যেতে পারে। অন্যথায় পাকা হলে শুধু বিছানা ও তোষক বা চাদর বিছানই যথেষ্ট।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ই'তিকাফকারীর সিয়াম জরুরী কিনা

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সিয়াম ছাড়া ই'তিকাফই নেই।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩৫ পৃঃ; মিশকাত ১৮৩ পৃঃ)

ইবনে 'উমার ও ইবনে 'আব্বাসও তাই বলেন।

(মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৩ পৃঃ; মুসান্নাফ ইবনে 'আবী শায়বাহ্, ৩য় খণ্ড, ৮৭ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ৩১৮ পৃঃ)

কোন হাদীসে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, নাবী (ﷺ) বিনা সিয়ামে ই'তিকাফ করেছেন। নাবী (ﷺ) শাওওয়াল মাসে যে ই'তিকাফ করেন। তাতে কিন্তু এ কথার উল্লেখ নেই যে, তিনি (ﷺ) ঐ ই'তিকাফ সিয়াম অবস্থায়, না সিয়ামহীন অবস্থায় করেছিলেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড ৫৭ পৃঃ)

ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এক বর্ণনায় নাবী (ﷺ) বলেন : ই'তিকাফকারীর জন্য রোযা অপরিহার্য নয়। তবে হাঁ, সে যদি নিজের জন্য তা অপরিহার্য করে নেয় (তাহলে তার জন্য রোযা অপরিহার্য হবে)।

(দারাকুত্বনী ২৪৮ পৃঃ; মুস্তাদরাক হাকিম ১ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ ইবনে ক্বাইয়্যিম (রহ.) বলেন, উক্ত দু' রকমের হাদীসের মধ্যে দলীলের দিক দিয়ে প্রাধান্যযোগ্য মত– যা অধিকাংশ 'আলিমের মত যে, ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) এ মতটিকে প্রাধান্য দিতেন। (যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃঃ)

ইমাম মালিক ও হানাফীদেরও অভিমত তাই।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ)

অতএব ই'তিকাফকারীর রোযা থাকাটাই উত্তম ও বাঞ্ছনীয়।

ই'তিকাফ কত প্রকার ও কত সময়

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ই'তিকাফ তিন রকম :

১. ওয়াজিব, ২. সুন্নাত। ৩. নফ্‌ল।

কেউ যদি মানৎ করে যে, সে ই'তিকাফ করবে তাহলে ঐ ই'তিকাফ তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। যেমন নাবী (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মানৎ করে সে যেন তা অবশ্যই পূরণ করে।

(বুখারী, মিশকাত ২৯৭পৃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ ওয়াজিব পালন না করলে তাকে কসম ভঙ্গের শার'ঈ জরিমানা দিতে হয় যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মানতের জরিমানা কসম ভঙ্গেরই জরিমানা। (মুসলিম, মিশকাত ২৯৭)

তাই 'উমার (রাঃ) যখন নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি জাহিলী যুগে একবার মাসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফ করার মানৎ করেছিলাম তখন ﷺ বললেন : তাহলে তুমি তোমার মানৎ পূরণ কর।
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৯ পৃঃ)

ফলে তিনি একরাত ই'তিকাফ করলেন। (বুখারী ২৭৪ পৃঃ)

এ ওয়াজিব ই'তিকাফের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। মানৎকারী যতক্ষণের মানৎ করবে ওর সময়সীমা ততক্ষণ হবে।
(ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৭৬ পৃঃ)

সুন্নাতী ই'তিকাফ

'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ রমাযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন পরিশেষে আল্লাহ তাঁকে ওফাত দেন। তারপর তাঁর সহধর্মিণীগণও ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৩ পৃঃ)

কেবল তাঁর ওফাতের বছরে তিনি (ﷺ) বিশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন। (বুখারী ২৭৪ পৃঃ, মিশকাত ১৮৩ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ)

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সুন্নাতী ই'তিকাফের সময়সীমা কমপক্ষে দশদিন এবং এর বেশী হলে বিশ দিন।

নফ্‌ল ও মুস্তাহাব ই'তিকাফ

ইয়া'লা ইবনে উমাইয়াহ্ (রাঃ) বলেন, আমি মাসজিদে এক ঘণ্টা থাকব এবং ই'তিকাফেরই নিয়্যাতে অবস্থান করব। বিখ্যাত তাবি'ঈ 'আত্বা (রহ.) বলেন, কেউ নেকীর আশায় মাসজিদে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সে ই'তিকাফকারী হবে। (মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৬ পৃঃ)

তাই ইমাম ইবনে হায্‌ম (রহ.) বলেন, রাত ছাড়া শুধু দিন এবং দিন ছাড়া শুধু রাতভর অথবা ই'তিকাফকারী পুরুষ ও নারী যতক্ষণ পছন্দ করে

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
ততক্ষণ ই'তিকাফ করা জায়িয। এর জন্য কুরআন ও হাদীসে কোন দিন বা সময় নির্দিষ্ট করেনি। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.) বলেন, এক দিনের কমে ই'তিকাফ বৈধ নয় এবং ইমাম মালিক বলেন, সাত বা দশ দিনের কমে ই'তিকাফ হবে না। এগুলো সব দলীলহীন কথা। কেউ যদি বলে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তো দশ দিনের কম ই'তিকাফ করেননি? তাদের উত্তরে আমরা বলব, হ্যাঁ! কিন্তু তিনি তো ওর কমে মানা করেননি। তাছাড়াও তিনি তো মাসজিদে নাবাবী ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ করেননি। তাহলে আপনারা অন্য মাসজিদে ই'তিকাফের অনুমতি দেবেন না? তিনি তো রমাযান ও শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে কখনো ই'তিকাফ করেননি। তাহলে তো আপনারা এই দু' মাস ছাড়া অন্য মাসে ই'তিকাফ বৈধ বলবেন না? ই'তিকাফ একটি ভালো কাজ। তাই এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা কুরআন ও হাদীসের দলীল ছাড়া মানা যাবে না।

(মুহাল্লা ৫ম খণ্ড, ১৭৯-১৮০ পৃঃ)

ই'তিকাফের শুরু ও শেষ কখন

মুস্তাহাব ই'তিকাফের জন্য ই'তিকাফের জায়গায় প্রবেশের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। ই'তিকাফকারী যখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে মাসজিদে ঢুকবে সে তখন থেকেই ই'তিকাফকারীরূপে গণ্য হবে যতক্ষণ না সে মাসজিদ থেকে বের হয়। (ফিক্হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৭৯ পৃঃ)

কিন্তু কেউ যদি রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফের ইচ্ছা করে তাহলে সে সূর্য ডোবার একটু আগে ই'তিকাফের খাস জায়গায় প্রবেশ করবে। কারণ, আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের মাঝের দশকে ই'তিকাফ করতেন। তারপর বিশ তারিখ গত এবং একুশ তারিখ আগত হবার সময় নিজের অবস্থানক্ষেত্রে ফিরে যেতেন এবং তাঁর সাথে যাঁরা ই'তিকাফ করতেন তাঁরাও ফিরে যেতেন।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৬৯ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ)

এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীসের ভাবার্থের ভিত্তিতে চার ইমাম ও একদল বিদ্বান বলেন যে, বিশ-ই রমাযানের দিন গত হবার সময় সূর্য ডোবার একটু আগে ই'তিকাফকারী ই'তিকাফের জায়গায় ঢুকে পড়বে।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ২৭৭ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ১৪৬ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ ﷺ যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন তখন ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে ই'তিকাফের জন্য খাস জায়গায় প্রবেশ করতেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ৩১৫ পৃঃ; মিশকাত ১৮৩ পৃঃ)

এ হাদীসের ভিত্তিতে আওযা'ঈ, লায়স ও সওরী (রহ.) বলেন, ফাজ্‌রের সলাত বাদ ই'তিকাফের জায়গায় প্রবেশ করতেন।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, আলমুগনী ৩য় খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠা)

উক্ত দু'রকম হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য জমণ্ডর বা অধিকাংশ 'আলিম বলেন যে, নাবী ﷺ সূর্য ডোবার আগে মাসজিদে প্রবেশ করতেন। কিন্তু ফাজ্‌রের সলাত বাদ ই'তিকাফের জন্য ঘেরা জায়গায় প্রবেশ করতেন। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ২৭৭ পৃঃ)

জমহূরের মতের আরো বিশদ ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ আবূ তাইয়িব সিন্ধী তিরমিযীর ভাষ্যে বলেন, বুখারীতে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনায় রসূলুল্লাহর ই'তিকাফের ব্যাপারে *"আল আশ্‌রুল আওয়া-খির"* শব্দ আছে। যার মানে দশ রাত। আর আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর রিওয়ায়াতে *"আশরাতা আইয়্যা-ম"* শব্দ আছে। যার মানে দশ দিন। ই'তিকাফের প্রধানতম উদ্দেশ্যই হল *"লায়লাতুল ক্বদ্‌র"* তালাশ করা। তাই বিশে রমাযান দিন গত হওয়ার সময় সূর্য ডোবার আগে ই'তিকাফের জায়গায় না প্রবেশ করলে একুশের রাতটি বিনা ই'তিকাফে কেটে যায়। সেজন্য অধিকাংশ 'আলিমের মতে সূর্য ডোবার আগে ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ শ্রেয়।

(মির্'আতুল মাফা-তীহ ৩য় খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ)

ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর মতে যারা রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করবে তারা মাসটির শেষ দিনে সূর্য ডোবার পর ই'তিকাফের জায়গা থেকে বের হবে।

ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন যে, সূর্য ডোবার পর যদি কেউ বের হয় তাহলে তা বৈধ হবে। কিন্তু পছন্দনীয় মতে, ঐ রাতেও মাসজিদে থেকে সকালে ঈদ পড়তে যাওয়াটা ভালো।

(ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৭৯ পৃঃ)

কারণ, এক সহাবী আবী কিলাবাহ্ (রহ.) ঈদুল ফিতরের রাতটিও ই'তিকাফের মধ্যে মাসজিদে কাটাতেন। তারপর তিনি সকালে ঈদগাহে

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেতেন। আর এক তাবি'ঈ ইব্‌রাহীম রাতটাও মাসজিদে কাটিয়ে ঐ মাসজিদ থেকেই ঈদগাহে যাওয়াটা পছন্দনীয় মনে করতেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৯২ পৃঃ; আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ২১২ পৃঃ)

ই'তিকাফকারীর যা করণীয় ও বর্জনীয়

ইমাম নাবাবী (রহ) বলেন, ই'তিকাফের জন্য কোন বিশেষ যিক্‌র নেই এবং ই'তিকাফের নিয়্যাতে মাসজিদে অবস্থান ছাড়া কোন কাজও নেই। যদি কেউ দুনিয়াদারী কোন কথা বলে কিংবা কোন কাজ করে যেমন সেলাই করা প্রভৃতি তাহলে ই'তিকাফ বাতিল হবে না।

(নাবাবী'র শারহে মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ)

ই'তিকাফরত অবস্থায় ই'তিকাফকারীর উচিত খুব বেশী নফ্‌ল 'ইবাদাত করা। যেমন- সলাত, তিলাওয়াতে কুরআন, বিভিন্ন রকম তাসবীহ, তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার, নাবীর ওপরে দরূদ ও দু'আ প্রভৃতি কাজের মধ্যে মগ্ন থাকা। যাতে করে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায় এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সুদৃঢ় ও গভীর হয়ে উঠে!

এরই মধ্যে গণ্য হবে ধর্মীয় কিতাব পড়া, কুরআন ও হাদীস চর্চা করা, নাবী ও সৎ লোকেদের জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন করা প্রভৃতি কাজ।

(ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৮০ পৃঃ)

আত্মগর্ব নয় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যদি ই'তিকাফকারী কাউকে কুরআন পড়ায়, দীনী শিক্ষা দেয় ও হাদীস লেখে তাহলে তা চলবে। (আল মুগনী ৪র্থ খণ্ড, ২০৪ পৃঃ)

ই'তিকাফকারীর মাথা আঁচড়ানো, নখ-চুল কাটা, ময়লা থেকে দেহকে পরিচ্ছন্ন রাখা, খুশবু মাখা ও ভালো ভালো কাপড় চোপড় পরাতে কোন আপত্তি নেই। যেমন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় আমাকে তাঁর মাথাটা এগিয়ে দিতেন। আমি গুজরার ফাঁক দিয়ে তাঁর মাথাটা ধুয়ে দিতাম। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে, আমি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম। তখন আমি ঋতুবতী থাকতাম।

(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্ ১ম খণ্ড, ৪৮১ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হল কোন রুগীকে দেখতে না যাওয়া, করো জানাযায় হাযির না হওয়া, স্ত্রীকে (যৌন আবেগে) না ছোঁয়া ও তার সাথে সহবাস না করা এবং নিরুপায় কারণ ছাড়া বাইরে বের না হওয়া। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ; মিশকাত ১৮৩ পৃঃ)

নিরুপায় কারণের ব্যাখ্যায় ইমাম যুহরী বলেন পেশাব ও পায়খানা ফেরা। (মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ)

ই'তিকাফকারী কেনাবেচাও করতে পারবে না।

(মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করবে সে যেন গালিগালাজ না করে, অশ্লীল কথা না বলে, নিজ পরিবারকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন প্রয়োজনের গুকুম দিতে পারবে, কিন্তু তাদের নিকট বসতে পারবে না।

(আহমাদ; মুগনী ৩য় খণ্ড, ৩০২-৩০৪ পৃঃ)

কেউ কেউ মনে করে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় চুপচাপ থাকলে মনে হয় আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। তারা জেনে নিন যে, এটা ইসলামী আইন বহির্ভূত কাজ। কারণ, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : রাত পর্যন্ত দিনভর চুপ থাকার কোন বিধানই নেই। (আবূ দাউদ; মুগনী ৩য় খণ্ড, ২০৪ পৃঃ)

ই'তিকাফকারী দস্তরখান বিছিয়ে মাসজিদের ভেতরে খেতে পারে এবং চিলিমচিতে হাত ধুতে পারে। যাতে তাকে মাসজিদের বাইরে না যেতে হয়। (মুগনী ৩য় খণ্ড, ২০৬ পৃঃ)

কারো যদি মাসজিদে খাবার আনার লোক না থাকে তাহলে তিনি ঘরে গিয়ে খেয়ে আসতে পারবেন। যেমন কাতাদাহ বলেন, ই'তিকাফকারী তার বাড়ীতে সন্ধার খাবার ও সাহারীর খাবার খাওয়ার শর্ত লাগালে কোন আপত্তি নেই। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৮৯ পৃঃ)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, (ওয়াক্তিয়া মাসজিদে ই'তিকাফকারী) জুমু'আতে অবশ্যই হাযির হবে এবং রোগী দেখতে যাবে ও জানাযায় শরীক হবে, বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন জরুরী কাজের নির্দেশ পরিবারবর্গকে দিতে পারবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৮৭-৮৮ পৃঃ; 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৪ পৃঃ)

বিখ্যাত তাবি'ঈ 'আত্বা (রহ.) বলেন, ই'তিকাফকারী নিজ স্ত্রীকে চুমু দেবে না, তাকে আলিঙ্গন করবে না, সাধ্যমত তাথেকে আলাদা থাকবে। (মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৪ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোন ই'তিকাফকারী যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেলে তাহলে তাকে আবার নতুন করে ই'তিকাফ করতে হবে। (মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৩ পৃঃ)

ই'তিকাফকারীর রোগী দেখা ও জানাযায় শরীক হওয়াটা মতভেদী ব্যাপার। যেমন, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ও 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে পরস্পর বিরোধী কথা আছে। তাই ঐ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে, স্বেচ্ছায় ঐ কাজ করা যাবে না। প্রয়োজনবোধে অগত্যায় তা করা যাবে।

নারীদের ই'তিকাফের বিবরণ

নাবী ﷺ-এর পর তাঁর সহধর্মিণীগণও ই'তিকাফ করতেন।
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৩ পৃঃ)

কিন্তু তাদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁর অনুমতি নিয়েছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

তারাও মাসজিদে ই'তিকাফ করবে এবং তাদের ই'তিকাফের জায়গাটা তাঁবুর মত ঘিরতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক স্ত্রী উম্মে সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রদর রোগ অবস্থায়ও ই'তিকাফ করেছেন এবং নিজের নীচে পাত্র রেখে সলাত আদায় করেছেন। (সুনানে সা'ঈদ ইবনে মানসূর, বুখারী; ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ২৮১ পৃঃ)

এক সহাবী আবূ কিলাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ই'তিকাফকারিণী নারীর যখন হায়িয দেখা দেবে তখন সে মাসজিদের দরজায় একটা কাপড় টাঙ্গিয়ে দেবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৯৪ পৃঃ)

তারপর সে মাসজিদের বাইরে চলে যাবে এবং ফাঁকা জায়গায় তাঁবু খাটাবে। কিন্তু মাসজিদ সংলগ্ন কোন ফাঁকা জায়গা যদি না পাওয়া যায় তাহলে সে বাড়ী ফিরে যাবে এবং পাকসাফ হবার পর ফিরে এসে ই'তিকাফ পুরো করবে ও ছাড় যাওয়া বিষয়গুলো ক্বাযা করবে। তার উপর কাফফারা থাকবে না। (আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ২০৮-২০৯ পৃঃ)

বিখ্যাত সহাবী জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ত্বলাক্বপ্রাপ্তা ও স্বামী মরা নারী ('ইদ্দাত শেষ করে) হালাল না হওয়া পর্যন্ত ই'তিকাফ করতে পারবে না।
(বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লায়লাতুল ক্বদ্‌রের গুরুত্ব

তারাবীহ, সাহারী, ইফত্বার ও ই'তিকাফের পর রমাযানের পঞ্চম অবদান লায়লাতুল ক্বদ্‌র বা মর্যাদার রাত্রি। মহানাবী ﷺ এ রাতটিকে খোঁজার জন্যই একবার একমাস ই'তিকাফ করেছিলেন। যেমন বিখ্যাত সহাবী আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের প্রথম দশকে ই'তিকাফ করেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় দশকেও ই'তিকাফ করেন। তারপর তাঁবু থেকে মুখটা বের করে বলেন আমি লায়লাতুল ক্বদ্‌র খোঁজার জন্যই রমাযানের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ই'তিকাফ করলাম। তারপর আমাকে বলা হল যে, ঐ রাত শেষ দশকে আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আরো ই'তিকাফ করতে পছন্দ করে সে যেন আবার ই'তিকাফ করে। ফলে লোকেরা তাঁর সাথে আবার ই'তিকাফ করল। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃঃ; মিশকাত ১৮২ পৃঃ; মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ)

এ হাদীস দ্বারা একটা প্রশ্ন ওঠে যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌রের এমন কী মাহাত্ম্য আছে যে, যার জন্য প্রিয় নাবী ﷺ ও তাঁর সহাবীগণ সুদীর্ঘ একটি মাস নিজেদেরকে আল্লাহর কয়েদী বানিয়ে সারা দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে ঐ রাতের খোঁজে ডুবে থাকলেন? তার উত্তর এই।

লায়লাতুল ক্বদ্‌রের মাহাত্ম্য

বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন 'আল্লামাহ্ ইবনে আবী হাতিম (রহ.) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ বানী ইসরাঈলের চারজন সাধকের কথা বললেন যে, তাঁরা সুদীর্ঘ আশি বছর ধরে এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করেছেন যে, ঐ সময় চোখের পলক মারার মত সময়ও তাঁরা আল্লাহর না-ফরমানী করে নি। তাঁরা হলেন আইয়ূব, যাকারিয়্যা, হিযকীল ইবনে আঁজুয ও ইউশা' ইবনে নূন। কথাগুলো শুনে সহাবায়ে কিরাম খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। ফলে নাবী ﷺ-এর নিকট জিবরীল আলায়হিস সালাম এলেন এং বললেন, আপনার উম্মাত ঐ সাধকদের আশি বছরের 'ইবাদাতের কথা শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হচ্ছে? তাই আল্লাহ তা'আলা ওর চেয়েও ভালো জিনিস আপনাদের জন্য নাযিল করেছেন। তা হল সূরা ক্বদ্‌র। যাতে বলা হয়েছে যে,

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
লায়লাতুল ক্বদ্‌রে মাত্র একটি রাতের 'ইবাদাত এক হাজার অর্থাৎ তিরাশি বছর চার মাসের 'ইবাদাতের চেয়েও উত্তম। এ সুসংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ-ও সহাবায়ে কিরাম খুব খুশী হন।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড ৫৩১ পৃঃ; তাফসীর দুর্‌রে মানসূর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে, একদা নাবী ﷺ বানী ইসরাঈলের একজন ধর্মযোদ্ধার উল্লেখ করে বলেন যে, ঐ মুজাহিদটি এক হাজার মাস আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন। কথাটি শুনে মুসলিমেরা বিস্মিত হলেন। তখন আল্লাহ তা'আলার সূরা ক্বদ্‌র অবতীর্ণ করে বলেন, ক্বদ্‌রের 'ইবাদাত (ওদের) হাজার মাসের 'ইবাদাতের চেয়েও বেশী।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড ৫৩১ পৃঃ; তাফসীর দুর্‌রে মানসূর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ; তাফসীরে খাযেন ৭ম খণ্ড, ২২৯ পৃঃ; তাফসীরে বাগাভী পৃঃ ঐ; সুনানে বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ৩০৬ পৃঃ; লুববুন নুকূল ফী আসবা-বিন নুযুল ৮২৮ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে, একদা নাবী ﷺ-কে স্বপ্নে পূর্বেকার লোকেদের আয়ু দেখানো হল। তদদ্বারা তিনি বুঝলেন যে, তাঁর উম্মাতের আয়ু খুবই কম। সুতরাং এরা সারা জীবন কাজ করলেও ওদের 'আমলের নিকটে পৌঁছতে পারবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লায়লাতুল ক্বদ্‌র দান করেন যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

(মুয়াত্ত্বা মালিক ৯৯ পৃঃ, তাফসীর ফাতহুল কাদীর ৫ম খণ্ড, ৪৭২ পৃঃ; তাফসীর কাবীর ৮ম খণ্ড, ৪৪৪ পৃঃ; এ টীকায় মুদ্রিত তাফসীরে আবুস্ সউদ ৫০১)

কথিত আছে, সুলায়মান (আলায়হিস সালাম) এবং যুলকারনাইন পাঁচশ' মাস ধরে রাজত্ব করেছিলেন। তাদের ঐসব 'আমালগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ক্বদ্‌রে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য রেখে দিয়েছেন।

(পূর্বোক্ত তাফসীরে কাবীরের টীকায় মুদ্রিত তাফসীরে আবুস্ সউদ ৫০২ পৃঃ)

লায়লাতুল ক্বদ্‌র নাম কেন?

আরাবী 'দাল' বর্ণে জযম দিয়ে 'ক্বদ্‌রুন' শব্দের মানে সম্মান ও মর্যাদা। যেমন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন নিজেই বলেন :

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾

"তারা আল্লাহর যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেয় না।"

(সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৬৭; সূরা আল হজ্জ ২২ : ৭৪)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাই আবূ বাক্‌র অররাক বলেন, এ রাতে মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ আল কুরআন মর্যাদাবান ফেরেশতা জিবরীল (আলায়হিস সালাম) আমীনের মুখ দ্বারা মর্যাদাশীল উম্মাতের (উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার) ওপর নাযিল হয়েছে। সে জন্য এ রাতটির নাম লায়লাতুল ক্বদ্‌র বা মর্যাদার রাত রাখা হয়েছে।

আরাবী (ر) বর্ণে যবর দিয়ে 'ক্বদারুন' শব্দের অর্থ নির্ধারণ করা, নিরূপণ করা, পরিমাপ করা প্রভৃতি। যেমন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾﴾

"আমি প্রত্যেক জিনিসই নিদিষ্ট পরিমাণে নামিয়ে দেই।"

(সূরা আল হিজ্‌র ১৫ : ২১)

আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টি জগতের ভাগ্যলিপি লিখে রেখেছেন। (মুসলিম, মিশকাত ১৯ পৃঃ)

তৎসত্ত্বেও সূরা দুখানের ৪র্থ আয়াতে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন : কুরআন নাযিলের বারাকাতময় রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ব্যাখ্যায় ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ বছর থেকে আগামী বছর পর্যন্ত বৃষ্টি ও রুযী এবং আয়ু ও মৃত্যুর পরিমাণ যে কতটা হবে তা এই লায়লাতুল ক্বদ্‌রের রাতে নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার বছর আগে 'লাওহে মাহফূযে' যে ভ্যাগলিপি লেখা আছে তাথেকে উক্ত বিষয়গুলো এ রাতে ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধ করিয়ে দেয়া হয়। সে জন্য এ রাতকে লায়লাতুল ক্বদ্‌র বা ভাগ্য নির্ধারণের রাত বলা হয়। (তাফসীরে কাবীর ৮ম খণ্ড, ৪৪৩ পৃঃ)

যেসব ফেরেশতাদেরকে উক্ত বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেয়া হয় ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি মোতাবেক তাঁরা হলেন চারজন– ইসরাফীল, মীকাঈল, জিবরীল ও ইযরাঈল (আলায়হিস সালাম)।

(তাফসীরে কুরতুবী; মা'আরিফুল কুরআন ৮ম খণ্ড, ৭৯১–৭৯২ পৃঃ)

আরবী 'ক্বদ্‌র' শব্দের অর্থ কখনো কমানো, সংকীর্ণ ও অসচ্ছলও হয়। আল্লাহ সুবাহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴿٧﴾﴾

"যার রুযী কমিয়ে দেয়া হয়েছে।" (সূরা আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ৭)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্যত্র আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۝١٦﴾

"তিনি যার জীবিকা কমিয়ে দেন। (সূরা আল ফাজ্র ৮৯ : ১৬)

এ আয়াতের ভিত্তিতে আরবী ভাষাবিদ্যার মহারথী 'আল্লামাহ্ খলীল বলেন, লায়লাতুল ক্বদ্‌রের রাতে অগণিত ফেরেশতা আকাশ থেকে নামার ফলে জমিন সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই ঐ রাতকে লায়লাতুল ক্বদ্‌র বা জমিন সংকীর্ণ হবার রাত বলা হয়। (তাফসীর ফাতহুল কাদীর ৫ম খণ্ড, ৪৭২ পৃঃ)

লায়লাতুল ক্বদ্‌র কখন হতে পারে?

লায়লাতুল ক্বদ্‌র কখন সংঘটিত হতে পারে এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিদ্বানের ছেচল্লিশটিরও অধিক মত আছে। ঐ সমস্ত অভিমতগুলো হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড ২৬২ থেকে ২৬৬ পৃঃ)

অধিকাংশ 'আলিমের মতে ঐ রাতটি রমাযান মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

(তাফসীরে খাযেন ৭ম খণ্ড, ২২৬ পৃঃ)

কারণ, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ ۝١٨٥﴾

"রমাযান সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।"

(সূরা বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫)

একটি সহীহ হাদীসে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, একদা লায়লাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল। তখন আমি তা শুনছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তা প্রত্যেক রমাযানেই হয়।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১৯৭ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ৩০৭ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-কে লায়লাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঐ রাত কি রমাযানে হয়? তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর উক্তি- আমি লায়লাতুল ক্বদ্‌রে কুরআন নাযিল করেছি– এবং অন্য উক্তি– রমাযান সেই মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে– পড়নি?

('আব্‌দ ইবনু হুমায়দ, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুওয়াহি; দুররে মানসূর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৭২ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর এক বর্ণনায় আছে, আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে লায়লাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে বললাম, তা নাবীদের ওফাতের সাথে উঠে যায়, না ক্বিয়ামাত পর্যন্ত থাকে? তিনি বললেন, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত থাকে। এবার আমি বললাম, তা রমাযানের কোন তারিখে হয়? তিনি (ﷺ) বললেন : তোমরা ওকে রমাযানের প্রথম ও শেষ দশকে খোঁজ। তারপর আমি বললাম, তা ঐ দু' দশকের কোন দশকে হবে। তিনি বললেন ওকে তোমরা শেষ দশকে খোঁজ। এরপর আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কর না।

(মুসনাদে আহমাদ; তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৫৩৩ পৃঃ)

উক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌র রমাযানে হয় এবং রমাযানের শেষ দশকে হয়। শেষ দশকের ব্যাখ্যায় আর একটু বিশ্লেষণ করে মহানাবী (ﷺ) বলেন : তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে তা খুঁজে বেড়াও। (বুখারী ২৭১ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃঃ; মিশকাত ১৮২ পৃঃ, তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৭ পৃঃ)

বিজোড় রাতেরও ব্যাখ্যায় মহানাবী (ﷺ) বলেন : লায়লাতুল ক্বদ্‌র রমাযানের শেষ দশকে বিজোড় রাতে- একুশে রাত, কিংবা তেইশে রাত, অথবা পঁচিশে রাত, নতুবা সাতাশে রাত, কিংবা ঊনত্রিশে রাত, অথবা রমাযানের শেষ রাত হয়। যে ব্যক্তি ঐ রাত 'ইবাদাতে কাটাবে তার আগেকার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর মুহাম্মাদ ইবনে নাসর, বায়হাক্বী, ইবনে মারদুওয়াহি; দুররে মানসূর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৭২ পৃঃ)

অনেকের মতে লায়লাতুল ক্বদ্‌র রমযানের কেবলমাত্র সাতাশে রাতে হয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ৫৫৮ পৃঃ)

অন্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, এ মতটা ঠিক নয়। কারণ, নাবী (ﷺ) এর যুগে একবার লায়লাতুল ক্বদ্‌র একুশে রাতে হয়েছিল।

(বুখারী ২৭১ পৃঃ, মুসলিম ১ম খণ্ড,৩৭০ পৃঃ; মিশকাতুল মাসাবীহ ১৮২ পৃঃ, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃঃ; মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২৪৯ পৃঃ)

'আবদুল্লাহ ইবনে উনায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, একবার নাবী (ﷺ) এর যুগে লায়লাতুল ক্বদ্‌র তেইশের রাতে হয়েছিল।

(মুসলিম ১ম খণ্ড ৩৭০ পৃঃ; ক্বিয়ামুল লায়ল ১০৭ পৃঃ)

ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রমাযানের তেইশের রাতে নিজ পরিবারের উপর পানি ছিটিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে ঐ রাতে জাগাতেন। আর এক

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
সহাবী আবূ যর (রাঃ) রমাযানের তেইশের রাতে কাপড় ধুয়ে খুশবু লাগিয়ে পরতেন, তারপর ঐ রাতে সলাতে দাঁড়াতেন। (ক্বিয়ামুল লায়ল ১০৭ পৃঃ)

ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রমাযানে আমাকে স্বপ্নে বলা হল যে, আজকের রাত ক্বদ্‌রের রাত। তখন আমি তন্দ্রালু অবস্থায় দাঁড়ালাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তাঁবুর সাথে সেঁটে গেলাম। তারপর আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকটে এলাম। তখন তিনি সলাত পড়ছিলেন। এরপর আমি ঐ রাতটার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম যে, ওটা ছিল তেইশের রাত। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ; মুসানাদে আহমাদ, ত্বাবারানী কাবীর; মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ)

উক্ত হাদীসগুলোতে বর্ণিত তিনটি বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করে যে, রমাযানের একটিমাত্র নির্দিষ্ট রাত সাতাশের রাতে লায়লাতুল ক্বদ্‌র অনুষ্ঠিত হয় না। বরং তা কখনো একুশে, কখনো তেইশে, কখনো পঁচিশে, কখনো সাতাশে আবার কখনো ঊনত্রিশ-এর রাতে হয়ে থাকে। এ জন্য এক সহাবী আবূ কিলাবাহ্ বলেন, লায়লাতুল ক্বদ্‌র রমাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে পরিবর্তিত হতে থাকে।

(মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২৫২ পৃঃ)

লায়লাতুল ক্বদ্‌রের বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন

কুরআন ও হাদীস ঘাঁটলে বা বিশ্লেষণ করলে এ রাতের যেসব বিশেষ গুণ ও চিহ্ন পাওয়া যায় তা হল এই :

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

"এ রাতে কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়।"

(সূরা আল ক্বদ্‌র : ১, সূরা আদ্ দুখান : ৩)

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٣﴾

"আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক বারাকাতময় রাতে, আমি তো সতর্ককারী।" (সূরা আদ্ দুখান ৪৪ : ৩)

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"এ রাতে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের বিশেষ নির্দেশে অগণিত ফেরেশতা ও রূহুল আমীন জিবরীলের অবতরণ হয় এবং ফাজ্‌র উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক বিষয় শান্তিময় হয়।" (সূরা আল ক্বদ্‌র : ৪-৫)

সারা জমিনে কাঁকর কুচি যত তার চেয়েও বেশী ফেরেশতা এই রাতে অবতরণ করে। (ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ৩৩২ পৃঃ; ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ২৬০ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে, আকাশের তারা যত তার চেয়েও বেশী ফেরেশতা অবতরণ করে। (ক্বিয়ামুল লায়ল ১০৮ পৃঃ)

ক্বদ্‌রের রাতে কী কী করণীয়

মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রমাযানের শেষ দশকে এত সাধ্য-সাধনা করতেন যে, অন্য সময়ে তা করতেন না। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৭২ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৭ পৃঃ, মিশকাত ১৮২ পৃঃ)

তিনি কেবল একা নন, বরং পরিবারবর্গকেও ঐ 'ইবাদাতে লাগাতেন। যেমন মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখন রমাযানের শেষ দশক আসতো তখন তিনি নিজে রাত জাগতেন এবং পরিবারবর্গকেও জাগাতেন ও কোমর কষে বাঁধতেন। (বুখারী ২৭১ পৃঃ, মুসলিম ১খণ্ড, ৩৭২ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা; ইবনে মাজাহ্ ১২৮ পৃঃ, মিশকাত ১২৮ পৃঃ)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে আছে যে, ঐ সময় নাবী (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের নিকট থেকেও আলাদা থাকতেন– (বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ৩১৪)। আর বিছানাপত্র গুটিয়ে রাখতেন আর এভাবে কাকভোর করে দিতেন। অর্থাৎ এশা থেকে সাহারী পর্যন্ত 'ইবাদাত করতেন।

(আবূ ইয়া'লা; মাজমা'উয্ যাওয়া-য়িদ ৩য় খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

যায়নাব বিনতে উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রমাযানের যখন দশদিন বাকী থাকতো তখন নাবী (ﷺ)-এর পরিবারের যে কেউ সলাতে দাঁড়াতে সক্ষম হত তাকে তিনি (ﷺ) সলাতে না দাঁড় করিয়ে ছাড়তেন না।

(তিরমিযী, ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ২৬৯ পৃঃ; ক্বিয়ামুল লায়ল লিল মারওয়াযী ১০৩ পৃঃ, তুহফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড, ৬৯ পৃঃ)

বিখ্যাত তাবি'ঈ ইব্‌রাহীম নাখ'ঈ (রহ.) রমাযানের শেষ দশকে দুই রাতে কুরআন খতম করতেন এবং প্রত্যেক রাতে গোসল করতেন।

(মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব ৪র্থ খণ্ড, ২৫৪ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে মহানাবী ﷺ রমাযানের শেষ দশকে সারা বছরের তুলনায় অনেক বেশী 'ইবাদাত করতেন এবং প্রায় রাতভর নিজে 'ইবাদাতের মধ্যে কাটাতেন ও পরিবারবর্গকেও সলাতে দাঁড় করাতেন। প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ ইব্রাহীম নাখ'ঈ কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। বায়হাক্বী'র বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, দাঁড়িয়ে ও বসে যিক্র রত মু'মিন বান্দাকে এ রাতে জিবরীল (আলায়হিস সালাম) সালাম দেন এবং ফেরেশতারা আর ঐরূপ মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সুতরাং লায়লাতুল ক্বদ্রের রাতগুলো সলাত, কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর বিভিন্ন যিক্রের মাধ্যমে কাটানো উচিত। এর মধ্যে সলাতের ভেতরে কুরআন তিলাওয়াত সবচেয়ে ভালো 'ইবাদাত। কারণ মহানাবী ﷺ বলেন : সলাতের বাইরে কুরআন পাঠের চেয়ে সলাতের ভেতরে কুরআন পাঠ উত্তম এবং তাসবীহ ও তাকবীর পাঠের চেয়ে সলাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত উত্তম।

(বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমান", মিশকাত ১৮৮ পৃঃ)

কখনো কখনো দেখা যায় যে, একা একা আল্লাহর যিক্র রত হলে আলস্যভাব আসে এবং ঘুম লাগে। তাই ঐ রাতের যিক্রকারীগণ যদি মাসজিদে জমায়েত হন এবং সমবেতভাবে 'ইবাদাতে মগ্ন হন তাও করা যেতে পারে। কারণ, একটি হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন সম্প্রদায় যখন আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন ঘরে জমায়েত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং আপষে ঐ কিতাবের চর্চা করে তখন তাঁদের উপরে (আল্লাহর) শান্তি অবতীর্ণ হয় ও (তাঁর) করুণা তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং ফেরেশতাগণ চারদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে নেয়। আর আল্লাহ ঐসব যিক্রকারীদের কথা তাদের নিকট আলোচনা করেন যারা তাঁর নিকটে থাকেন। (মুসলিম, মিশকাত ৩২ পৃষ্ঠা)

অন্য এক হাদীসে কুদসীতে একা একা ও সমবেতভাবে আল্লাহর যিক্রের মাহাত্ম্য ও পার্থক্য সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন নিজেই বলেন : আমার বান্দা যখন তার মনে মনে আমার যিক্র করে তখন আমিও তাকে নিজ মনে স্মরণ করি। আর যখন সে একদল লোকের সামনে আমাকে স্মরণ করে তখন আমিও তাদের চেয়ে উত্তমদের সামনে তার আলোচনা করি। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৯৬ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একবার রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহাবীদের একদল লোককে মাসজিদের ভেতরে গোল হয়ে বসা দেখে বলেন : কোন্ জিনিস তোমাদের এখানে বসালো? তাঁরা বললেন, আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা ইসলামের সুপথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের উপর তিনি অনুকম্পা করেছেন। তাই আমরা আল্লাহর যিক্‌র ও প্রশংসা করতে এখানে বসেছি। তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহ কি তোমাদের এ জন্যই বসিয়েছেন? তাঁরা বললেন আল্লাহ কি আমাদের এই জন্যই বসাননি? এবার নাবী ﷺ বললেন : আমি তোমাদের কোন অপবাদ দিচ্ছি না। বরং এখনই আমার নিকট জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এসে এ খবর দিলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেছেন।

(মুসলিম, মিশকাত ১৯৮ পৃঃ)

উপরের হাদীসগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, একদল লোক মাসজিদে গোল হয়ে বসে সমবেতভাবে আল্লাহর যিক্‌র করলে আল্লাহ গর্বিত হন এবং ঐসব বান্দারা (ওয়ায-নসীহাতের মাধ্যমে) আপোষে কুরআন চর্চা করলে তাদের উপর আল্লাহর রহমাত ও শান্তি বর্ষিত হয়। সে জন্য লায়লাতুল ক্বদ্‌রের রাতে কিছু সময় জামা'আত সহকারে তাহাজ্জুদের সলাতের মাধ্যমে অতিবাহিত করা উচিত।

ঐ রাতটি কাফির ও মুনাফিক্বদের জন্য খুব ভারী হয়। মনে হয় তাদের পিঠের উপরে একটি পাহাড় যেন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

(ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৫৩৬ পৃষ্ঠা)

লায়লাতুল ক্বদ্‌রের বিশেষ দু'আ

মা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি যদি জানতে পারি যে, কোন্ রাতটা ক্বদ্‌রের তাহলে ঐ রাতে আমি কী বলব? তিনি বললেন, এ দু'আ বলবে :

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

"আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউন তুহিব্বুল 'আফ্‌ওয়া ফা'ফু 'আন্নী।"

"হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাময়। তুমি ক্ষমা করা ভালোবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর।" (আহমাদ, ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী, মিশকাত ১৮২ পৃঃ, ক্বিয়ামুল লায়ল ১০৮ পৃঃ; নাসায়ী, বায়হাক্বী; দুররে মানসূর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৭ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্য বর্ণনায় মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে, কোন রাতটি ক্বদ্‌র তাহলে আমার বেশীর ভাগ দু'আ হত-

اَسْئَلُ اللّٰهُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ.

"আস্‌আলুল্ল-হুল 'আফ্‌ওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াহ্।"

"আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি।"

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্; দুর্‌রে মানসূর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৭৭ পৃঃ)

কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, লায়লাতুল ক্বদ্‌রে যে ব্যক্তি তিনবার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ "*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*" বলবে প্রথমবার বলার জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন এবং তৃতীয়বারের জন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৫৩৬ পৃঃ; তফসীরে কাবীর ৮ম খণ্ড, ৪৪৬ পৃঃ)

সুতরাং ক্বদ্‌রের রাতে উক্ত দু'আগুলো অধিক মাত্রায় পড়া উচিত।

লায়লাতুল ক্বদ্‌রের মেয়াদ কতক্ষণ?

ক্বদ্‌র ও মর্যাদার রাতের বর্ণনায় কুরআন ও হাদীসে 'লায়লাতুল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সচরাচর 'লায়লাতুন্' বলা হয় সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়টাকে। কিন্তু 'লায়লাতুন' এর বহুবচন যখন 'লায়ালী' ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ কখনো দিন-রাত দুইই বুঝায়। যেমন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ "দশ রাতের কসম।" (সূরা আল ফাজ্‌র ৮৯ : ২)

এ 'লায়ালিন' শব্দটির ব্যাখ্যায় মহানাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তা হল, যুলহিজ্জাহ্ মাসের প্রথম দশদিন। (আহমাদ, ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৫০৬ পৃঃ; হাকিম, "রূহুল মা'আনী" আমপারা খণ্ড, ১১৯ পৃঃ)

'লায়লাতুন' শব্দের দ্বিবচনেও রাত ও দিন দু'টোই গণ্য করা হয়। যেমন কেউ যদি এ মানৎ করে যে, সে দু' রাতের জন্য ই'তিকাফ করবে তাহলে সেটাকে দু' রাত ও দিন গণ্য করা হয়।

(তাফসীরে কাবীর ৮ম খণ্ড ৪৪৩ পৃঃ; "রূহুল মা'আনী" আমপারা খণ্ড, ১৯৩ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তেমনি লায়লাতুল কৃদ্‌রের মধ্যে 'লায়লাতুন' শব্দটির ভেতরে দিনও শামিল কি না? এর উত্তরে এক মহামান্য তাবি'ঈ 'আল্লামাহ্ 'আমির ইবনে শারাহীল শা'বী (রহ.) বলেন : অর্থাৎ কৃদ্‌রের দিনটি রাতের মত এবং রাতটি দিনের মত। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্)

এক সহাবী হাসান ইবনে হূর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কৃদ্‌রের রাত শেষে ফাজ্‌র উদিত হবার পর জিবরীল আলায়হিস সালাম প্রথম উপরে চড়েন এবং তারপর এক এক করে অন্যান্য ফেরেশতাগণ চড়তে থাকেন। তারপর জিবরীল আলায়হিস সালাম ও তাঁর সাথীগণ আসমান ও জমিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সারাটা দিন দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন মু'মিন মু'মিনাদের জন্য এবং যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় ও নেকীর আশায় রমাযানের সিয়াম রেখেছিল তার জন্যও ফেরেশতারা দু'আ ইস্তিগফার করেন। অতঃপর যখন সন্ধ্যা হয় তখন তারা পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে প্রবেশ করতে থাকে।

(তাফসীর ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ৫৩৬ পৃঃ)

এ বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, কৃদ্‌রের মেয়াদ এক সূর্যাস্ত থেকে আর এক সূর্যাস্ত পর্যন্ত অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা। তাই আধুনিক মুফাসসিরে কুরআন 'আল্লামাহ্ সাইয়িদ রশীদ রিযা বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে মন্তব্য করেন যে, কৃদ্‌রের মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা। (তাফসীর আলমানার)

বিখ্যাত তত্ত্বান্বেষী মনীষী হাফিয ইবনে রজব হাম্বালী (রহ.) বিভিন্ন সহাবী ও তাবি'ঈগণের উক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, লায়লাতুল কৃদ্‌রের মেয়াদ সূর্যাস্ত থেকে পরের দিন পর্যন্ত। (লাতা-য়িফুল মা'আ-রিফ)

রমাযানের ষষ্ঠ অবদান ফিত্বরা। তাই এখানে ফিত্বরা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হল।

ফিত্বরার তত্ত্বকথা : 'ফিত্বরা' শব্দের ব্যাখ্যা

রমাযানের সিয়ামকে বিভিন্ন প্রকার দোষ থেকে পবিত্র করার জন্য প্রত্যেক সিয়াম পালনকারীকে রমাযানের শেষে নির্দিষ্ট হারে কিছু খয়রাত করতে হয়। ইসলামী তত্ত্ববিদদের (ফকীহদের) পরিভাষায় ঐ খয়রাতের নাম ফিত্বরা। ফিত্বরা বলতে আমরা যা বুঝি কুরআন ও হাদীসে ঐ অর্থে ফিত্বরা শব্দটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্তমানে এ উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন, হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এবং প্রচলিত মাযহাবের বিভিন্ন কিতাবে ঐ শব্দটি সদাকাতুল ফিত্‌র উল্লেখিত হয়েছে। হানাফী- ফিকাহর কিতাব যেমন বিদায়াহ্ ও নিহায়াহ্ প্রভৃতিতে সদাকাতুল ফিত্বরাহ্ লেখা হয়েছে।

অর্থাৎ 'ফিতর' শব্দের শেষে একটি গোল 'তা' বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এরূপ ফকীহদের ভাষায় শুধু 'ফিত্বরাহ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ফিত্বরাহ্ শব্দটি তাদেরই আবিষ্কার। তাই কেউ কেউ শব্দটি জনগণের ভুলের মধ্যে গণ্য করেছেন। কারণ, ফিত্বরার ভাবার্থ সদাক্বাহ্ নেয়া ভুল। এ জন্য যে, 'ফিত্বরা' শব্দটি কুরআন ও হাদীসে সদাক্বাহ্ বা দান অর্থে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি- (মির্'আতুল মাফা-তীহ ৩য় খণ্ড, ৯১ পৃঃ)। বরং প্রকৃতি বা অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের জনগণ ফিত্বরা বলতে ঐ দান ও খয়রাত বোঝে যা রমাযানের সিয়াম দোষমুক্ত করার জন্য দেয়া হয়। তাই আমি 'ফিত্বরা' শব্দটি ঐ অর্থেই ব্যবহার করে এখানে লিখছি।

ফিত্বরার বিভিন্ন নাম

বিভিন্ন হাদীসে ফিত্বরাকে সদাক্বাতুল ফিত্‌র, যাকাতুল ফিত্‌র, যাকাতে রমাযান, যাকাতে আবদান (দেহের যাকাত) যাকাতুস সওম ও সদাক্বাতুর্ রুউস নামে অভিহিত করা হয়েছে। ('আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ৯৭ পৃঃ)

ফিত্বরার নির্দেশ

একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরায়ে 'আলা'র আয়াত (কাদ আফলাহা মান তাযাককা) ফিত্বরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৪র্থ খণ্ড ৯০ পৃঃ)

এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিত্বরা ফার্‌য। ইমাম নাবাবী বলেন, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ (রহ.) এবং সালাফ প্রমুখ (জমহূর) অধিকাংশ 'উলামার মতে ফিত্বরা ফার্‌য। কেবল ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.)-এর মতে ফিত্বরা ফার্‌য নয়, ওয়াজিব। (শারহে মুসলিম পৃঃ ঐ; মির্'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, ৯১ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ক্বায়স ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে যাকাতের ওকুম অবতীর্ণ হওয়ার আগে সদাক্বাতুল ফিতরের ওকুম দিতেন। অতঃপর যাকাতের বিধান যখন নাযিল হয় তখন তিনি আমাদেরকে ফিত্বরার ওকুম দিতেন না এবং নিষেধও করতেন না, তথাপি আমরা তা দিতাম। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১৩২ পৃঃ)

এ হাদীসের ভিত্তিতে আশহাব মালিকী, ইবনে হিব্বান, শাফি'ঈ ও আরো কয়েকজন বলেন, ফিত্বরা ফার্‌য হওয়ার নির্দেশ নাকচ হয়ে গেছে। তাদের জবাবে হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন, এ হাদীসের সনদে একজন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী আছেন। সুতরাং হাদীসটি দুর্বল। আর য'ঈফ হাদীস সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় টেকে না। তাই হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়। এ হাদীসে ফিত্বরা মানসুখ বলে কোন নির্দেশ নেই। তাছাড়া একটি নির্দেশ নাযিল হলে অন্য একটি নির্দেশ মানসুখ হবে এমনও তো কোন নিয়ম নেই। (ফাতহুল বারী)

ফিত্বরা কাদের ওপরে ফার্‌য?

ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিম ক্রীতদাস ও স্বাধীন পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সবার উপরে রমাযানের যাকাতুল ফিত্‌র এক সা' খেজুর অথবা যব ফার্‌য করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬০ পৃঃ)

'আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : তোমরা এক সা' গম আদায় কর প্রত্যেক ব্যক্তির তরফ থেকে- সে পুরুষ হোক বা নারী, কিংবা ছোট হোক বা বড় অথবা স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাস। ধনী হলে আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং ফকীর হলে আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়ে বেশী ফিত্বরা দেবেন যতটা তারা দেবে। (বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ১৬৪-১৬৫ পৃঃ)

উক্ত দু'টি রিওয়ায়াত প্রমাণ করে যে, ফিত্বরা প্রত্যেকের ওপরে ফার্‌য।

ক্রীতদাসের ফিত্বরা তাকেই দিতে হবে। কারণ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : ক্রীতদাসের ওপর সদাক্বাতুল ফিত্‌র ছাড়া আর কোন সদাক্বাহ্ ওয়াজিব নয়। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সে জন্য তার মালিকের কর্তব্য হল ঐ ক্রীতদাসকে তার ফিত্বরা যোগাড় করার জন্য সুযোগ দেয়া। যদি সে তাকে সুযোগ না দেয় তাহলে মালিককেই তার ফিত্বরা দিতে হবে। তেমনি দাসীর ফিত্বরাও তার মালিকের উপর ওয়াজিব।

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, নারীদের উপরেও ফিত্বরা ফার্‌য। তার স্বামী থাক বা না থাক। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহ.) প্রমুখের মতে তার স্বামীর ওপর ফিত্বরা ফার্‌য। ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে তার স্বামীর উপরে ফিত্বরা ওয়াজিব নয়।

('আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১০০ পৃঃ)

অবিবাহিতা মেয়ের ফিত্বরা তার পিতা বা অভিভাবক দেবে এবং অভিভাবক না থাকলে সে নিজে দেবে।

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, ছোটদের উপরেও ফিত্বরা ফার্‌য, যদিও সে ইয়াতীম হয়। তার মাল থাকলে তাথেকে তার ওয়ালী (অভিভাবক) ফিত্বরা দেবে। যদি তার মাল না থাকে তাহলে ওয়ালীকে তার ফিত্বরা দিতে হবে। নাবালকের ফিত্বরা তার পিতার উপর ওয়াজিব।

(মির্'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, ৯৪ পৃঃ)

ইবনে মুনযির বলেন : সবার মতে মায়ের গর্ভে যে সন্তান আছে তার উপরে ওয়াজিব নয়। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, তার ফিত্বরা দেয়া উত্তম এবং ইমাম ইবনে হায্‌ম (রহ.)-এর মতে ওয়াজিব। তবে শর্ত হল এই যে, ঐ গর্ভজাত সন্তানের বয়স ১শ' ২০ দিন হওয়া চাই। অন্যরা বলেন, এ মত ঠিক নয়। কারণ গর্ভজাত সন্তান ভূমিষ্ট হবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। ('আওনুল বারী ৩য় খণ্ড, ১০১ পৃঃ)

অধীনস্থ অমুসলিমদের ফিত্বরা

সিহাহ সিত্তার হাদীসে বর্ণিত 'মুসলিম' শব্দটির উপর ভিত্তি করে ইমাম নাবাবী বলেন, যদি কোন ব্যক্তির ক্রীতদাস, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পিতা মাতা কাফির হয় তাহলে তাদের ফিত্বরা তার ওপরে অপরিহার্য নয়, যদিও তাদের ভরণ-পোষণ তার ওপরে ওয়াজিব। এটা হল ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও অধিকাংশ 'আলিমদের মত। (শারহে মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩১৭ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হানাফীদের মতে কাফির ক্রীতদাসের ফিতরাও তার মুসলিম মালিকের উপর ওয়াজিব। (হিদায়াহ্ ১ম খণ্ড, ১৮৯ পৃঃ)

এর প্রতিবাদে হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন, আবূ দাউদ, হাকিম ও দারাকুত্বনীর রিওয়ায়াতে আছে যে, ফিত্বরা সিয়াম পালনকারীদের সিয়াম পবিত্র করার জন্য ফার্য করা হয়েছে। সুতরাং কাফির ক্রীতদাসের ফিত্বরা দিলেও সে পবিত্র হবে না।

(আদ্ দিরায়াহ্ হিদায়াহ্ ঐ পৃষ্ঠার টীকা)

অতএব কাফিরদের জন্য ফিত্বরা দিতে হবে না।

কেবল যাকাত দাতাই কি ফিত্বরা দেবে?

হানাফী ফকীহরা বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফিত্বরা ওয়াজিব নয়, বরং সেই স্বাধীন মুসলিম যারা সাহেবে নিসাব বা যাকাত দেবার অধিকারী কেবল তাদেরই ওপর ফিত্বরা ওয়াজিব। এর প্রমাণে তারা বলেন, এটা এক প্রকার যাকাত, আর যাকাত সাহেবে-নিসাব ধনীর উপরই ওয়াজিব। যেমন আবূ দাউদে আছে, সদাক্বাহ্ কেবল ধনীর তরফ থেকেই হবে। (হিদায়া ১ম খণ্ড, ১৮৮ পৃঃ)

এর প্রতিবাদে ইমাম শাওকানী (রহ.) বলেন, আবূ দাউদেই একটা হাদীস এর বিপরীতও রয়েছে। যাতে বলা হয়েছে– উত্তম সদাক্বাহ্ হল গরীবের দান। হানাফীদের দলীলটি সদাকাহ ও যাকাত সম্পর্কিত হাদীস। সুতরাং তার সাথে কিয়াস (অনুমান) করে ফিত্বরার হুকুম লাগানো- কিয়াস ঠিক নয়। বরং এটা হল 'কিয়াস মাআল ফা-রিক বা' বা অসামঞ্জস্য অনুমান। কারণ ফিত্বরার সম্পর্ক দেহের সাথে, আর যাকাতের সম্পর্ক মালধনের সাথে। তাছাড়া ফিত্বরার কারণ সম্পর্কে আগে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা হল সিয়াম পালনকরীদের সিয়াম পবিত্র করার উপাদান। সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি যাকাত দানকারী ধনী যেমন হতে পারে, তেমনি সে যাকাত গ্রহণকারী গরীবও হতে পারে। এরূপ কোন রিওয়ায়াতেও ধনী ও গরীবদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং দানকারীর জন্য এত পরিমাণ মাল থাকা চাই অর্থাৎ সাহেবে-নিসাব হওয়া চাই বলে কিয়াস ও ইজতিহাদ করা অর্থহীন ও প্রমাণহীন।

(নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ৭০ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সর্বোপরি বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস ইমাম তাহাবী (রহ.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড়, ধনী ও ফকীর সবার উপরে এক সা খেজুর কিংবা আধ সা' গমের যাকাতুল ফিত্‌র রয়েছে।

(তাহাভী ১ম খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ)

উক্ত হাদীসটিও প্রমাণ করে যে, ফিত্বরার ব্যাপারে সাহেবে নিসাব হওয়ার শর্ত লাগানো কিয়াসী ও বিবেকী ফাতাওয়া।

কারো ফিত্বরা মাফ আছে কি?

আগে সিহাহ সিত্তাহ্ এবং বায়হাক্বী ও তাহাভীর হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফিত্বরা ফার্‌য। ঐ সব হাদীসে বা দুনিয়ার কোন হাদীসে এ কথার উল্লেখ স্পষ্টভাবে নেই যে, অমুক লোকের ফিত্বরা মাফ। তাছাড়া ফিত্বরার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওটা হল সিয়াম পালনকারীদের সিয়াম পবিত্র করার হাতিয়ার। সুতরাং ফকীর মিসকীন ও ধনী যে কেউ রমাযানের সিয়াম রাখবে, ফিত্বরা না দিয়ে তার সিয়াম দোষমুক্ত হবে না, এদিক দিয়েও সাধারণ জ্ঞান বলে যে, কারো ফিত্বরা মাফ নেই। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, যে ব্যক্তি একেবারে অসহায় ফিত্বরা দেবার সামর্থ্যই রাখে না, সে ফিত্বরা দেবে কেমন করে? তার সম্বন্ধে আবূ দাউদ, দারাকুত্বনী ও বায়হাক্বীর হাদীসে বলা হয়েছে যে, ফকীররা ফিত্বরা দিলে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তাকে তার দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশী ফিত্বরা দেবেন। এ জন্যই তো ফকীররা অন্যের কাছ থেকে ফিত্বরা নিতে পারে– ('আওনুল মা'বূদ ২য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ)। সে দেবে তার নিজের কিন্তু নিতে পারবে কয়েকজনের। যদ্‌দ্বারা তারও দেয়া হবে এবং সংসারের কিছু খরচও পাওয়া যাবে।

এত সুষ্ঠু ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি কোন জায়গায় ফিত্বরা দেবার মত লোক না পাওয়া যায়, বরং শুধু ফিত্বরা নিবার মত অসহায় লোক বাস করে তাহলে তারা ফিত্বরা দেবে কেমন করে? এর উত্তরে ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের দিনে তার নিজের ও তার পরিবারের দু' ওয়াক্তের

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বেশী আহারের অধিকারী তার উপরে তার নিজের ও পরিবারের তরফ থেকে ফিত্বরা দেয়া ওয়াজিব। (শারহে নাবাবী মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩১৭ পৃঃ)

আর যার কাছে এক ওয়াক্তের খাবার আছে তার উপরে ফিত্বরা ওয়াজিব নয়। ('আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১০২ পৃঃ)

ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, পাগলের মাল থেকেও যাকাত এবং ফিত্বরা দিতে হবে। (বুখারী ২০৫ পৃঃ)

সিয়াম ত্যাগকারীর ফিত্বরা আছে কি না?

হাসান বাসরী (রহ.)-এর মতে সিয়াম পালনকারীর ওপরে ফিত্বরা ফার্‌য (সিয়াম ত্যাগকারীর ওপরে নয়)। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ২২৯ পৃঃ)

উক্ত বিষয়ে হাসান (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনায় আছে যে, যারা সিয়াম রাখে না তারা অর্ধ সা' ফিত্বরা দেবে।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ১৭১ পৃঃ)

এ মতটা ঠিক নয়। কারণ, সিহাহ সিত্তার হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছোটদের উপরেও ফিত্বরা ফার্‌য। ঐ ছোটদের মধ্যে কচি শিশুও গণ্য যারা মায়ের দুধ খায়, সিয়াম রাখে না। তেমনি যে ব্যক্তি রমাযানে শেষ তারিখে সূর্য ডোবার মুহূর্তের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং একটি সিয়াম রাখারও সুযোগ পায়নি তার উপরেও ফিত্বরা ফার্‌য।

(ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড, ৩৬৯ পৃঃ)

তা ছাড়াও একটি হাদীসে নাবী ﷺ প্রত্যেক মাথার তরফ থেকে এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' যবের ফিত্বরা দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ২২৮ পৃঃ)

অন্য হাদীসে নাবী ﷺ বলেন, তোমরা প্রত্যেক মানুষের তরফ থেকে এক সা' গম ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী এবং ধনী ও ফকীরের পক্ষ হতে আদায় কর। (দারাকুত্বনী ২২৩ পৃঃ)

উক্ত দু'টি হাদীসে "প্রত্যেক মাথা ও প্রত্যেক মানুষের" তরফ থেকে ফিত্বরা দিবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং সিয়াম ত্যাগকারীগণ যেহেতু "মাথা ও মানুষের" মধ্যে গণ্য সেহেতু তাদেরকেও ফিত্বরা দিতে হবে।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
একটি হাদীসে ফিত্বরা দিবার কারণ দু'টি বলা হয়েছে। তা হল অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে সিয়ামকে পবিত্রকরণ এবং মিসকীনদের খাবার উপকরণ।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃঃ; মিশকাত ১৬০ পৃঃ, দারাকুত্বনী ২১৯ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ)

উক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী সিয়াম ত্যাগকারী ফিত্বরা দিলে তার সিয়াম পবিত্র হবার কোন কথাই নেই। কিন্তু তার ফিত্বরা দ্বারা মিসকীনদের খাবারের ব্যবস্থা তো নিশ্চয় হবে। তাছাড়া সিয়াম ত্যাগকারীর সিয়াম না রাখার কারণে যে পাপ করে সে তো আল্লাহর কাছে অন্যায় করে। ফলে তার উপর আল্লাহর রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। প্রিয় নাবী ﷺ বলেন : নিশ্চয় সদাকাহ ও খয়রাত প্রতিপালকের রাগ অবশ্যই মিটিয়ে দেয়।

(তিরমিযী, মিশকাত ১৬৮ পৃঃ)

এ হাদীস অনুসারে সিয়াম ত্যাগকারী ফিত্বরা দিলে তার ওপর আল্লাহর রাগ কিছু কম হতে পারে। সুতরাং সিয়াম ত্যাগকারীর ফিত্বরা দেয়া অবশ্যই উচিত। যেসব সমাজে ফিত্বরা জমা হয় সেসব সমাজ যদি কোন সিয়াম ত্যাগকারীকে শায়েস্তা করার জন্য তার ফিত্বরা জমা না নেয় তাহলে ঐ সিয়াম ত্যাগকারীর উচিত তার ফিত্বরাটা ব্যক্তিগতভাবে কোন ফকীর মিসকীনকে কিংবা কোন দীনী প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেয়া। হানাফী ফিক্হও বলে যে, ফিত্বরা ওয়াজিব হবার জন্য সিয়াম রাখা শর্ত নয়। কেউ যদি কোন অসুবিধা কিংবা সফর অথবা অসুখ নতুবা অতি বৃদ্ধ হবার কারণে কিংবা আল্লাহ না করুন বিনা কারণেও যদি কেউ সিয়াম না রাখে তাহলেও তার উপরে ফিত্বরা ওয়াজিব ও অপরিহার্য।

(রদ্দুল মুহতা-র; কা-নূনে শারী'আত ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ ইবনে মুনযির (রহ.) বলেন, বিখ্যাত সহাবী ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার কাফির ক্রীতদাসের তরফ থেকেও ফিত্বরা দিতেন– (ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ)। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, মুসলিম সিয়াম ত্যাগকারী ক্রীতদাস কাফিরের চেয়ে কি অধম? না মোটেই না। তাহলে তাকেও ফিত্বরা আদায় করতে হবে। এক বর্ণনায় নাবী ﷺ বলেন : তোমরা যাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন কর তাদের তরফ থেকেও ফিত্বরা আদায় কর।

(দারাকুত্বনী, বায়হাক্বী, তালখীসুল হাবীর ১৮৬ পৃঃ)

বেতনভোগী চাকরদের ফিত্বরা তার মালিককে দিতে হবে না।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফিত্বরা কখন ফার্‌য হয়?

ইবনে 'উমার ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদের ঈদের সলাতের জন্য বের হবার আগে ফিত্বরা আদায় করার ওকুম দিতেন।

(বুখারী ও মুসিলম, মিশকাত ১৬০ পৃঃ)

ইবনে 'আব্বাস ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সলাতের আগে ফিত্বরা আদায় করে তার ফিত্বরা ক্ববূল হয় এবং যে ব্যক্তি সলাতের পরে আদায় করে তা (ফিত্বরা হয় না) সাধারণ দানে পরিণত হয়। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১৩২ পৃঃ, হাকিম ১ম খণ্ড, ৪০৯ পৃঃ; বুলূগুল মারাম ৪৪ পৃঃ)

উক্ত দু'টি রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিত্বরা আদায়ের সময় হল ঈদের সলাতের আগে। অর্থাৎ ১লা শাওওয়ালে ফাজ্‌রে। হানাফী অভিমত তাই। (হিদায়াহ্ ১ম খণ্ড, ১৯১ পৃঃ)

কিন্তু যাকাতুল ফিত্‌র শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, ফিত্বরা ফার্‌য হবার সময় হচ্ছে রমাযানের শেষ তারিখের সূর্যাস্তের সময়। আর এটাই হল সিয়াম ত্যাগ করার সময়। তাই ইবনে কুদামাহ্ (রহ.) বলেন, যদি কেউ শেষ রমাযানের সূর্যাস্তের আগে বিয়ে করে, কিংবা ক্রীতদাসের মালিক হয় অথবা তার সন্তান জন্মগ্রহণ করে কিংবা সে ইসলাম ক্ববূল করে তাহলে তার উপর ফিত্বরা ওয়াজিব। আর যদি সূর্যাস্তের পর হয় তাহলে ওয়াজিব নয়। যদি কেউ ওয়াজিবের সময়ে দেউলিয়া হয় এবং তারপর ঐ রাতেই বা পরের দিনে সে ধনী হয়ে যায় তাহলে তার উপর কোন জিনিস ওয়াজিব হবে না। যদি সে ওয়াজিবের সময় সামর্থ্যবান থাকে, তারপরে দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে তার ফিত্বরা মাফ হবে না। যদি কেউ সূর্যাস্তের পর মারা যায় তাহলে তার উপরে ফিত্বরা ওয়াজিব হবে। শাফি'ঈ, হাম্বালী ও মালিকীদের মত তাই। (আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ৬৭ পৃঃ)

ফিত্বরা আদায় করার সময় কখন?

কোন বান্দার সিয়াম ততক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে যতক্ষণ সদাক্বাতুল ফিত্‌র আদায় না করা হয়।

(খাত্বীব, ইবনে আসা-কির, দায়লামী কানযুল 'উম্মাল ৮ম খণ্ড, ৩৪৬ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উল্লেখিত বিভিন্ন হাদীস দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ঈদের সলাতের আগে ফিত্বরা দিতে হবে। পরে দিলে তা ফিত্বরা হবে না। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, ঐ আগে বলতে কতটা আগে। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিখ্যাত সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈদের ১ দিন বা ২ দিন আগে ফিত্বরা দিতেন। (বুখারী ২০৫ পৃঃ, দারাকুত্বনী ২২৫ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃঃ)

নাফি' (রহ.) বলেন, যার কাছে ফিত্বরার মাল জমা হত তার কাছে ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ফিত্বরা পাঠাতেন ঈদের ২ দিন বা ৩ দিন আগে।
(মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক ১২৪ পৃঃ)

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদের দিনে সলাতের আগে ফিত্বরা দেবার সময় অথবা ঈদের ২/৩ দিন আগে থেকে ফিত্বরা জমা করা যায়। তারও আগে দেয়া যায় কিনা এ ব্যাপারে কোন হাদীস আমি পাই নি। তবে অনেক আগে দেবার ব্যাপারে 'উলামায়ে কিরামের অভিমত কয়েক রকম পাওয়া যায়। যেমন ইমাম ইবনে হায্‌ম (রহ.) বলেন, সময়ের আগে দেয়া মোটেই চলবে না। (মুহাল্লা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ)

ইবনে কুদামাহ্ বলেন, ঈদের ২ দিন আগে চলবে, যেমন ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু দিতেন। তার আগে সিদ্ধ নয়। অধিকাংশ মালিকী ও হাম্বালী এ মতের সমর্থক। 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ রহমানী এই মতটিকে সমর্থন করেছেন। কিছু হাম্বলীর মতে ১৫ই রমাযানের পরে দেয়া চলে। ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে ১লা রমাযান থেকে জায়িয। যাকাতের সমতুল্য।
(আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ৬৮ পৃঃ ও মিরআত ৩য় খণ্ড, ১০২ পৃঃ)

কারো কারো মতে দু' বছর আগেও ফিত্বরা দেয়া যেতে পারে, যেমন যাকাত দেয়া যায়। (ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড ২৭৯ পৃঃ)

এগুলো সব 'উলামায়ে কিরামের কিয়াস ও অনুমান এবং ইজতিহাদ ও বিবেচনা প্রসূত মতামত। এ সব মতের প্রমাণে কুরআনের কোন আয়াত কিংবা স্পষ্ট কোন হাদীস নেই। তাই আহলে হাদীসরা এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে না। অবশ্য যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নিজের জন্য যাকাত ফিত্বরা আদায় করে বেড়ান তাদের কেউ কেউ ঐ কিয়াসী ও ইজতিহাদী ফাতাওয়াগুলো চালিয়ে থাকেন।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈদের পরে ফিত্বরা দেয়া যাবে কিনা?

আগেই হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈদের সলাতের পর ফিত্বরা দিলে তা ফিত্বরা হবে না, বরং সাধারণ দানে পরিণত হবে। তথাপি কোন ব্যক্তি যদি সলাতের আগে ফিত্বরা না দেয় তাহলে তার ফিত্বরা কি হবে? এ সম্পর্কে হানাফীরা বলেন, যদি কেউ ঈদের দিনে ফিত্বরা না দেয় তাহলে তার ফিত্বরা মাফ হবে না, তার উপরে ফিত্বরা ওয়াজিব থাকবেই।

(হিদায়াহ্ ১ম খণ্ড, ১৯১ পৃঃ)

মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বালীরা বলেন, ফিত্বরার মাল যদি না পাওয়া যায় কিংবা ফিত্বরা গ্রহণকারীর খোঁজ না পাওয়া যায় ইত্যাদি কোন ওযর থাকে তাহলেও ঈদের দিনের পরে দেয়া হারাম। কেউ যদি বিনা ওযরে দেরী করে তাহলে সে নাফরমানী করবে এবং তাকে তখনই ওর ক্বাযা করতে হবে। ইবনে কুদামাহ বলেন, ঈদের দিনের পরেও দেরী করলে গুনাহগার হবে এবং তার ঘাড়ে ফিত্বরা ক্বাযা থাকবে। শাফি'ঈ ও হাম্বলী মতে কোন ওযর থাকলে ঈদের সলাতের পরেও দেয়া যাবে। ইমাম মালিক বলেন, ঈদের সকালে চলবে, পরেও চলবে। কিন্তু ইমাম ইবনে হাযম, ইমাম ইবনে কাইয়্যিম ও ইমাম শাওকানী (রহ.) বলেন, সলাতের পরে দেয়া হারাম। (মির্'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, ১০২-১০৩ পৃঃ)

যেমন হাদীসে বলা হয়েছে সলাতের পরে ফিত্বরা হয় না, সাধারণ দান হয়। অনেক 'আলিম বলেন সলাতের আগে ফিত্বরা দেয়া উত্তম। তবে ঈদের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত দিলেও তা চলবে। কিন্তু নাবীর হাদীস এ মতের প্রতিবাদ করে। ইবনে রাসলান বলেন, ঈদের দিনের পর ফিত্বরা দেয়া সবারই মতে হারাম। কারণ, এটা যাকাত। সুতরাং এটা সময়ে না দিলে পাপ হবে। যেমন সলাত সময় মত না পড়লে গুনাহ হয়।

(নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ৬৯ পৃঃ)

ফিত্বরার পরিমাণ এক সা'

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর যুগে ঈদুল ফিতরের দিনে এক সা' ফিত্বরা বের করতাম। (বুখারী ২০৪ পৃঃ, মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃঃ; মিশকাত ১৬০ পৃঃ, নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৭০ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ২২৮ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৮৫ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১৩২ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উক্ত হাদীসসহ আরো বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিত্বরার পরিমাণ এক সা'। এ সমস্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ (রহ.) এবং আহলে হাদীসরা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির তরফ থেকে সব রকম দ্রব্য হতে এক সা' ফিত্বরা ওয়াজিব, তার কমে হবে না। (মির্'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, ৯৭ পৃঃ)

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মতে গম, আটা ছাতু ও কিশমিশ প্রভৃতি আধা সা' ফিত্বরা দিতে হবে। তাঁর দলীল হল বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্বে বর্ণিত ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস। তিরমিযী ও দারাকুত্বনীতে বর্ণিত 'আম্র ইবনে শু'আয়ব-এর দাদা বর্ণিত হাদীস, তাহাভীতে সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়িব বর্ণিত হাদীস এবং মুসনাদে আহমাদে আসমা বিনতে আবূ বাক্র-এর বর্ণিত হাদীস, আবূ দাঊদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা এবং তাহাভীতে বর্ণিত 'উমারের বর্ণনা প্রভৃতি।

(শারহুন্ নিকায়াহ্ ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)

অর্ধ সা'-এর হাদীসগুলোর পর্যালোচনা

হানাফী মাযহাব অনুসারীদের পক্ষ হতে পেশকৃত উপরোক্ত বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর রিওয়ায়াতটিতে নাবী ﷺ এর "ক্বওল ও ফে'ল" বা বচন ও বাস্তব 'আমল দ্বারা আধা সা' ফিত্বরা প্রমাণিত হয় না। বরং কিছু লোকের কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠে যে, ঐ লোকেরা কারা? মুসনাদে হুমায়দীতে বর্ণিত ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এরই ব্যাখ্যা দ্বারা জানা যায় যে, এ লোকেরা হলেন বিখ্যাত সহাবী মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর অনুসারীগণ। (ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড, ৩৭২ পৃঃ)

এ ব্যাপারটার আরো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ইবনে খুযায়মায় বর্ণিত আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর রিওয়ায়াতে। তাতে আছে যে, মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন খলীফা ছিলেন তখন তিনি একবার হাজ্জ কিংবা 'উমরাহ্ করতে এসে মাদীনায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বারে চড়ে এক বৃক্ততায় বলেন, আমি মনে করি সিরিয়ার দুই মুদ্দ (আধ সা') গম এক সা' খেজুরের

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
সমান। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সে সময় দুই মুদ্দ বা আধ সা'র কথা লোকেদের সামনে উল্লেখ করেন।

(সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৪র্থ খণ্ড, ৮৬ পৃঃ; দারাকুত্বনী ২২২ পৃঃ)

সুতরাং বুখারী ও মুসলিম থেকে পেশকৃত উক্ত হাদীসটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নয়, বরং মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه-এর ব্যক্তিগত গবেষণাপ্রসূত অভিমত।

তার জবাবে ইমাম নাবাবী বলেন, এটা হল এক সহাবীর উক্তি যার বিরোধিতা করেছেন আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه-এর মত এমন অনেক সহাবী যাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দীর্ঘ সঙ্গ পেয়েছেন। তাছাড়া সহাবীদের মধ্যে যদি কোন মতভেদ হয় তাহলে তখন কারো কথা অন্যের উপরে প্রধান্য পাবে না। ফলে অন্য দলীলের দিকে রুজু করতে হবে। এমতাবস্থায় আমরা বহু হাদীস ও কিয়াসকে এক সা'র দলীল হিসেবে পাচ্ছি। ফলে তার উপরে আস্থাশীল হওয়া অপরিহার্য। তদুপরি মু'আবিয়াহ্ স্বীকার করেছেন যে, এটা তাঁর ব্যক্তিগত রায়। তিনি ঐ আধ সা'র কথা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শুনেননি। ঐ মজলিসে বহু সহাবীও ছিলেন। তাঁরা যদি কেউ আধ সা'র হাদীস জানতেন তাহলে গভর্ণর মু'আবিয়াহকে তখনই সমর্থন করতেন। যেমন তাঁরা বণ্ড মাসআলায় করেছেন– (শারহে মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃঃ)। কিন্তু কেউই তাঁকে সমর্থন করেননি। মু'আবিয়ার কাজ এবং কিছু জনগণের তা সমর্থন করা– ইজতিহাদ বৈধ হবার দলীল বটে, কিন্তু নাবীর হাদীস মওজুদ থাকার ফলে তাঁর ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। (আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১০৫ পৃঃ)

আধা সা'-এর প্রমাণে উপরে নাসায়ী ও আবূ দাউদে বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীসটি সম্পর্কে দুই হানাফী মুহাদ্দিস 'আল্লামাহ্ জামালুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ যায়লা'ঈ (রহ.) (মৃত ৭৬২ হিঃ) ও 'আল্লামাহ্ মোল্লা 'আলী ক্বারী (মৃত ১০১৪ হিঃ) বলেন, এদের রাবীগুলো বিশ্বস্ত। কিন্তু এ সূত্রের মধ্যে ইরসাল আছে। কারণ এ সনদের এক রাবী তাবি'ঈ হাসান বাসরী, ইবনে 'আব্বাস সহাবী থেকে এ হাদীসটি শুনেননি। (নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ৪১৯ পৃঃ; শারহুন্ নিকা-য়াহ্ ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)

হাদীসের নীতিশাস্ত্রের আইনানুযায়ী কোন মুরসাল হাদীস মুত্তাসিল হাদীসের মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়। সে জন্য ঐ হাদীস দু'টি দলীলের

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
অযোগ্য। তাহাভীতে বর্ণিত সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়িবের হাদীসটি সম্পর্কেও 'আল্লামাহ্ যায়লা'ঈ হানাফী ও 'আল্লামাহ্ মোল্লা 'আলী ক্বারী (রহ.) হানাফী বলেন, এর সূত্র বিশুদ্ধ হলেও এটিও মুরসাল রিওয়ায়াত।

(নাসবুর্ রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ৪২৩ পৃঃ; শারহুন্ নিকা-য়াহ্ ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)

সবারই মতে সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়িব-এর মুরসাল- রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তা যদি মারফূ'-মুত্তাসিল রিওয়ায়াতের বিরোধী হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সুতরাং আধ সা'র প্রমাণে এ দলীলটিও অযোগ্য।

তিরমিযী ও দারাকুত্বনীতে আমর ইবনে শু'আয়ব-এর রিওয়ায়াতটিও মুরসাল। কারণ, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি সম্পর্কে আমি ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ঐ সনদের একজন রাবী ইবনে জুরায়জ 'আম্র ইবনে শু'আয়ব থেকে এ হাদীসটি শুনেননি। তা ছাড়াও এই সনদের আর এক রাবী সালিম ইবনে নূহকে ইমাম ইবনে মা'ঈন (রহ.) বলেন : লোকটি কিছুই নয়।

ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি সবল নন।

ইবনে জাওযী (রহ.) বলেন : লোকটি দোষযুক্ত।

(নাসবুর্ রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ৪২০-৪২১ পৃঃ)

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন : এ হাদীসটির সূত্র গরীব ও বিরল।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৮৫ পৃঃ)

মুহাদ্দিস 'আবদুর রাযযাক্ব-এর সূত্রে এ হাদীসটি ইমাম দারাকুত্বনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এরও সূত্র মু'যাল। বিধায় অতি দুর্বল। সুতরাং তিনটি রিওয়ায়াতই এক সা'র সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় দলীলের অযোগ্য। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আসমা বিনতে আবূ বাক্র-এর সনদের এক রাবী ইবনে লাহীয়াহকে 'আল্লামাহ্ ইবনে জাওযী (রহ.) য'ঈফ বা দুর্বল বলেছেন। (নাসবুর রা-য়াহ ২য় খণ্ড ৪২১ পৃঃ)

সুতরাং আধ সা' ফিত্বরা দেবার এ দুর্বল হাদীসটি এক সা' ফিত্বরা দেবার সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় দলীলের অযোগ্য।

আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত ইবনে 'উমারের বর্ণনা সূত্রের এক রাবী 'আবদুল 'আযীযকে ইবনে জাওযী দোষযুক্ত বলেছেন এবং ইবনে

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিব্বান বলেন, তিনি খামখেয়ালের বশে হাদীস বর্ণনা করতেন। সুতরাং তিনি দলীলযোগ্য হবার মর্যাদা থেকে পড়ে গেছেন।

(নাসবুর্ রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ৪২১-৪২২ পৃঃ)

হানাফী মুহাদ্দিস 'আল্লামাহ্ মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহ.) পেশকৃত উপরোক্ত বারটি দোষযুক্ত হাদীস ছাড়াও আরো দশটি হাদীস 'আল্লামাহ্ যায়লা'ঈ হানাফী আধা সা'র প্রমাণে উল্লেখ করার পর প্রত্যেকটির কোন না কোন দোষ বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে ঐ রিওয়ায়াতগুলো এই :

১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে 'আব্বাস থেকে ইবনে 'আব্বাস-এর বর্ণনা।

(হাকিম ১ম খণ্ড, ৪১০ পৃঃ; নাসবুর্ রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ৪১৯ পৃঃ)

২। ওয়াকিদী থেকে ইবনে 'আব্বাস-এর বর্ণনা।

(দারাকুত্বনী ২২১ পৃঃ, নাসবুর্ রা-য়াহ ২/৪১৯-৪২০ পৃঃ)

৩। সালাম আত্তাভীল থেকে ইবনে 'আব্বাসের বর্ণনা।

(দারাকুত্বনী ২২৪ পৃঃ, নাসবুর্ রা-য়াহ ২/৪২০ পৃঃ)

৪। সুলাইমান ইবনে মূসা থেকে ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা।

(দারাকুত্বনী ২২৩ পৃঃ, বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ১৬৮ পৃঃ; নাসবুর্ রা-য়াহ ৪২১ পৃঃ)

৫। আবূ বাক্র ইবনে 'আইয়্যাশ থেকে 'আলী-এর বর্ণনা।

(দারাকুত্বনী, নাসবুর্ রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ৪২২ পৃঃ)

৬। সুলাইমান ইবনে আরকাম থেকে যায়দ ইবনে সাবিত-এর বর্ণনা।

(দারাকুত্বনী, নাসবুর রা-য়াহ ২য় খণ্ড ৪২২ পৃঃ)

৭। ইসমাত ইবনে মালিকের বর্ণনা।

(দারাকুত্বনী, নাসবুর্ রা-য়াহ ২য় খণ্ড, ৪২২ পৃঃ)

৮–১০। সুনানে সা'ঈদ ইবনে মানসূর, তাহাভী ও আবূ 'উবায়দ-এর কিতাবুল আম্ওয়ালে বর্ণিত সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়িবের মুরসাল হাদীস।

(নাসবুর্ রা-য়াহ ২য় খণ্ড ৪২৩ পৃঃ)

পরিশেষে 'আল্লামাহ্ যায়লাঈ (রহ.) ইমাম বায়হাক্বী-এর এ উক্তিও পেশ করেছেন যে, আধা সা'র ব্যাপারে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে একটিও হাদীস সহীহ ও ঠিক নয়। আমি 'খুলাফিয়্যাত' গ্রন্থে এসব হাদীসের প্রত্যেকটির দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেছি।

(নাসবুর্ রা-য়াহ ২য় খণ্ড ৪২৭ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় য'ঈফ হাদীসের উপর 'আমাল চলবে না। আধ সা' ফাতাওয়া দানকারীরা বলেন, মু'আবিয়ার কথা জনগণ মেনে নেয়ায় ঐ ফাতাওয়ার উপর 'ইজমা' হয়ে গেছে। এ কথাটাও ঠিক নয়। কারণ, নীতিবিদগণ বলেন, কোন বিষয়ে একজন বিদ্বানেরও বিরোধিতা থাকলে তা ইজমা হবে না। মু'আবিয়ার ঐ রায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ﷺ এবং ইবনে 'উমার ﷺ বর্ণিত হাদীসটিও তাঁর বিরোধী। এ জন্যই মনে হয় আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ﷺ তাঁর জীবনে কখনো গমের ফিত্বরা দেননি, তা এক সা' হোক কিংবা আধা সা'। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সহাবীরাও কেউ গমের ফিত্বরা দেননি। সুতরাং গমের আধ সা' ফিত্বরার 'ইজমা দাবী' ভিত্তিহীন ও মনগড়া। (মির্'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, ৯৭-৯৮ পৃঃ)

সা'র সম্পর্কে ব্যাখ্যা

আমাদের দেশে ধান, চাল ও গম প্রভৃতি মাপার জন্য বেতের তৈরি একটি মাপ ব্যবহার করা হয়। যাকে কোথাও পালি এবং কোথাও র‍্যাক বলা হয়। তেমনি মাক্কাহ্-মাদীনাহ্ ও কূফা প্রভৃতি আরব দেশে যব, গম ও খেজুর ইত্যাদি মাপার জন্য একটি মাপ ব্যবহার করা হত তারই নাম সা'।

আমাদের দু' বাংলার জমিনের মাপ যেমন দু'রকম। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ২০ কাঠায় ১ বিঘা এবং বাংলাদেশে ১৭ কাঠায় এক পাকি। আর ঐ বাংলার পাকি এ বাংলার বিঘার চেয়ে মাপে বেশী। তেমনি সা'ও দু' রকম। হিজাযী বা মাক্কী-মাদীনার সা' এবং ইরাকী বা কূফা বসরার সা'। হিজাযী সা' ইরাকী সা'র চেয়ে ওজনে কম। নাবী ﷺ-এর হিজাযী সা' ৫ পূর্ণ ১ এর ৩ রতল। যা আমাদের দেশের সেরের মাপে ২ সের সাড়ে ১০ ছটাকের সামান্য বেশী এবং কিলোগ্রামের মাপে আড়াই কেজি মত। আর ইরাকী সা' ৮ রতল। (তিরমিযী ১ম খণ্ড ৮০ পৃঃ; ফাতহুল কাদীর ২য় খণ্ড, ৪২ পৃঃ)

যা সেরের মাপে ২৭০ তোলা বা ৩ সের ৬ ছটাক।

(আল আরফুশ্ শাযী ৭৫ পৃঃ)

আর কিলোগ্রামের মাপে সোয়া ৩ কিলো। ইরাকী সা'র অপর নাম হাজ্জাজী সা'। কারণ, ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ এ সা'র প্রচলন করেন।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
হিজাযী সা' সেই সা', যে সা' দ্বারা নাবী ﷺ-এর যুগে সহাবায়ে কিরাম ফিত্বরা দিতেন। (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৪র্থ খণ্ড ৮৪ পৃঃ; মুস্তাদরাক হাকিম, বুখারী, তুহফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড, ৭ম পৃঃ)

এ সা' দিয়েই ফিত্বরা দেবার পক্ষপাতী ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবূ ইউসুফ ও অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম। আহলে হাদীসরাও এ সা'র সমর্থক। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্ ইরাকী সা'র সমর্থক। (তুহাফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড ২৭ পৃঃ)

এ ইরাকী সা' নাবী ﷺ-এর সা'র উল্টো সা'। নাবী ﷺ ও সহাবায়ে কিরামের যুগে কূফাবাসীদের ইরাকী সা' দিয়ে কেউই ফিত্বরা দেন নি। সুতরাং শারী'আতী সা' হল নাবী ﷺ-এর হিজাজী সা'; অন্য কোন সা' নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ ও গোসলের পানি সম্পর্কে দরাকুতনীতে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ও আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এবং ইবনে 'আদীতে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে তিনটি হাদীস পাওয়া যায় সবগুলোকে হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) য'ঈফ রিওয়ায়াত বলে প্রমাণ করেছেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সা' সম্পর্কে ইব্রাহীম নাখ'ঈ থেকে আবূ 'উবায়দ দ্বারা যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাকেও হাফিয সাহেব মুরসাল বলেছেন।

(তুহাফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড, ২৭ পৃঃ)

বিশিষ্ট হানাফী ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রথমে ইরাকী সা'র ফাতাওয়া দিতেন। পরে তিনি একদা মাদীনায় এলেন। ইমাম মালিকের সাথে সা'র ব্যাপারে তাঁর মোনাযিরা ও বিতর্ক হয়। অতঃপর ইমাম মালিক (রহ.) প্রায় ৫০ জন মুহাজির ও আনসারের সা' এনে প্রমাণ করে দেন যে, হিজাযী সা'ই হল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সা'। তখন ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, আমি তা মেপে দেখলাম, তা ছিল ৫ পূর্ণ ১ এর ৩ রতল এর সামান্য কম। তাই আমি সা'র ব্যাপারে আবূ হানীফার উক্তি ত্যাগ করলাম এবং মাদীনাবাসীদের কথাটা গ্রহণ করলাম।

(বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ১৭১ পৃঃ; দারাকুত্বনী ২২৫ পৃঃ, নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ৪২৯ পৃঃ ও তা'লীকা-তুস সালাফিয়্যাহ আলান নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৮১ পৃঃ)

একটি হাদীসে প্রিয় নাবী ﷺ বলেন : মাদীনাবাসীদের মাপটাই মাপ এবং মাক্কাবাসীদের ওজনটাই ওজন।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৭০ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ১৭০ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহানাবী ﷺ-এর উক্ত ফরমান অনুসারে মাদীনা ও মাক্কাবাসীদের মাপ এবং ওজন অনুযায়ী হিজাযী সা' মোতাবিক এক সা ফিত্বরা দেয়া ঈমানের তাগিদ নয় কি?

আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন–আমীন!

ফিত্বরার দ্রব্য

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর যুগে ঈদুল ফিত্বরের দিনে এক সা' খাদ্য ফিত্বরা দিতাম। তখন আমাদের খাদ্য ছিল যব, কিশমিশ, পনীর ও খেজুর– (বুখারী ২০৪ পৃঃ)। অন্য মাওকূফ হাদীসে আরো চারটি বস্তুর উল্লেখ আছে। তা হল খোসাহীন যব, গম, আটা ও ছাতু।

(ইবনে খুযায়মাহ্ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ; দারাকুত্বনী ২২২ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ১২৮–১৬৯ পৃঃ)

এ সব হাদীসে একটি শব্দ "ত'আম" আছে। যার অর্থ হল খাদ্য। 'আল্লামাহ্ বারমাবী ও কিরমানী বলেন, প্রত্যেক খাদ্য বস্তুই হল "ত'আম"। ('আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১০৫ পৃঃ)

সুতরাং যার যা খাদ্য সে তাই দিয়ে ফিত্বরা দেবে। ইমাম মালিক ও অধিকাংশ ওলামা বলেন, শহরের প্রধান খাদ্য দিয়ে ফিত্বরা দিতে হবে। কারণ, সহাবায়ে কিরাম খেজুর, যব, কিশমিশ ও পনীর প্রভৃতির মধ্যে মৌসুম অনুযায়ী যেটা তাদের খাদ্য হত তা দিয়ে ফিত্বরা দিতেন। ইবনে কুদামাহ্ বলেন, হাদীসে যেসব খাদ্যের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে যে কোন একটা দিয়ে ফিত্বরা দিলে বৈধ হবে, যদিও তা তার খোরাক না হয়। কারণ, রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীদেরকে খেজুর, যব, কিশমিশ ও পনীরের মধ্যে যেকোন একটি দিয়ে ফিত্বরা দেবার অধিকার দিয়েছিলেন, যদিও কিশমিশ ও পনীর মাদীনাবাসীদের খোরাক ছিল না। সুতরাং ফিত্বরা দানকারীর খোরাকের দ্রব্য ফিত্বরা হিসেবে দেবার শর্তারোপ করা হয়নি।

(আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ৬৪ পৃঃ)

তাই 'আল্লামাহ্ রহমানী বলেন, আমার মতে প্রাধান্যযোগ্য মত হল তাদের মতটা যারা যে কোন একটার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন মত পোষণ

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
করেন। কারণ, হাদীসের বাহ্যিক ভাবটা তাই। সুতরাং ঐভাব থেকে মুখ ফিরান উচিত নয়। (মির্'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, ৯৮ পৃঃ)

হাদীসের ঐভাব প্রমাণ করে যে, দু' বাংলায় যাদের প্রধান খাদ্য চাল এবং তাদের কখনও কখনও খাদ্য গম; তারা যদি গম দিয়ে ফিত্বরা দিতে চায় তা দিতে পারে। তবে চালের বদলে ধান দেয়া চলবে না। কারণ, চাল হল খোরাক কিন্তু ধান খোরাক নয়। তাছাড়া এক সা' ধান ভাঙ্গলে কমবেশী ৬৫০ গ্রাম চাল পাওয়া যায় যদ্দ্বারা এক সা' চালের ফার্য ফিত্বরা আদায় হয় না এবং শারী'আতের দাবীও পূরণ হয় না।

('উবায়দুল্লাহ রহমানীর ফাতাওয়া, আহলে হাদীস ৩য় বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ৩৪২ পৃঃ)

গমের ফিত্বরা

যারা গম দিয়ে ফিত্বরা দেবে তারা আধা সা' দিলে হবে না। কারণ একটি রিওয়ায়াত সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে গম দিয়ে ফিত্বরা দেবার প্রচলন ছিল না। (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৪র্থ খণ্ড, ৮১ পৃঃ)

তাই সহাবায়ে কিরাম জানতেন না যে, গমের ফিত্বরা কত, এক সা', না আধা সা'। অতঃপর নাবী ﷺ-এর পরবর্তী যুগে যখন মাদীনাতে গমের আমদানী হয় তখন আধ সা' গমের দাম এক সা' যবের সমান হওয়ায় এবং গমের ফিত্বরার পরিমাণ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন হাদীস না পাওয়ায় তাঁরা কিয়াস বা অনুমান করে আধা সা' ফিত্বরা দেন। এটা তাদের ব্যক্তিগত- কিয়াস রসূলুল্লাহ ﷺ এক সা' খাদ্য অপরিহার্য করেছেন। গমও যেহেতু খাদ্যের মধ্যে গণ্য সেজন্য গমের ফিত্বরাও এক সা' দিতে হবে। (তালীকাতে সালাফিয়াহ্ আলান নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ)

আধা সা' দিলে মনগড়া ফাতাওয়া হবে। বর্তমানের দু' বাংলাতে আধা সা' গমের দাম প্রায় এক সা' চালের সমান নয়। বরং তার উল্টো অর্থাৎ আধা সা' চালের দামই এক সা' গমের দামের সমান বা তার চেয়ে বেশী। সুতরাং সহাবীদের কিয়াসের উপরে কেউ 'আমাল করতে চাইলেও আধা সা' গমের ফাতাওয়া প্রমাণিত হয় না। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন– আমীন!

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

টাকা-পয়সা দিয়ে ফিত্বরা দেয়া চলে কিনা?

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে খাদ্য বস্তু ছাড়া টাকা পয়সা দিয়ে ফিত্বরা দেবার প্রচলন ছিল না। সেজন্য এ ব্যাপারে 'আলিমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে যে, টাকা দিয়ে ফিত্বরা দেয়া যাবে কিনা। তিন ইমামের মতে না-জায়িয ও অবৈধ। কেবল ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.)-এর মতে বৈধ। 'আত্বা (রহ.) বলেন, 'উমার ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু সদাক্বাতে দিরহাম নিতেন।

(আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, সদাক্বায়ে ফিত্বরাতে দিরহাম দিলে আপত্তি নেই- (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ১৭৪ পৃঃ)। তাই ইমাম ইবনে হায্ম (রহ.) বলেন, ফিত্বরাদাতা ও গ্রহীতা উভয়ে রাযী হলে দাম দেয়া চলবে। (আল মুহাল্লা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ)

ইমাম শাওকানী (রহ.) আস্ সায়লুল জারারে বলেন, অসুবিধা থাকলে দাম দেয়া চলবে। 'আল্লামাহ্ রহমানী বলেন, নাবী ﷺ যে সব বস্তুর নাম করেছেন সাধ্যমত তাই দিয়ে ফিত্বরা দেয়া উচিত। তবে যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহলে দাম দিলে চলবে।

(মির্'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

ফিত্বরা জমা করা যায় কিনা?

শারী'আতের দৃষ্টিতে যাকাত একা একা না বেটে তা এক জায়গায় জমা করে বণ্টন করা উচিত। যদিও বর্তমান যুগের অধিকাংশ যাকাত দানকারীরা নিজেদের মনগড়া ফাতাওয়া অনুযায়ী একা একা যাকাত বণ্টন করে থাকেন। তেমনি রমাযানের যাকাত অর্থাৎ ফিত্বরা এক জায়গায় জমা করা যায় কিনা? বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, জমা করা যায়। যেমন আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীসের ভাবার্থ এই, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের যাকাত অর্থাৎ ফিত্বরার মাল পাহারা দেবার, ভার আমাকে দেন। তখন আমি পর পর তিন রাত তা পাহারা দেই। ঐ তিন রাতেই চোর চুরি করতে আসে। পরিশেষে ঐ চোর আমাকে আয়াতুল কুরসীর গুণাগুণ শিক্ষা দিয়ে যায়। (বুখারী, মিশকাত ১৮৫ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উক্ত হাদীসটি প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ফিত্বরার মাল তাঁর তত্ত্বাবধানে জমা হত। এক তাবি'ঈ নাফি' (রহ.) বলেন, ফকীরদের জন্য নয়, বরং জমা করার জন্য ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, এক বা দু' দিন আগে ফিত্বরা দিয়ে দিতেন। (বুখারী ২০৫ পৃষ্ঠা; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃঃ)

ঐ নাফি' (রহ.) বলেন, যার কাছে ফিত্বরার মাল জমা হত তার কাছে ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈদের দু' বা তিন দিন আগে ফিত্বরা পাঠাতেন।

(মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক ১২৪ পৃঃ)

উপরোক্ত তিনটি হাদীস প্রমাণ করে যে, ফিত্বরার মাল জমা করা রসূলুল্লাহ ﷺ ও সহাবায়ে কিরামের সুন্নাত। তাই ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আহলে হাদীসরা এ সুন্নাতের প্রতি 'আমাল করে। ফিত্বরা একা একা দিলেও চলবে। কিন্তু সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সমাজবদ্ধভাবে দেয়া সুন্নাত সম্মত।

ফিত্বরা কখন বণ্টন করতে হবে?

ফিত্বরা জমা করলে তা বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দেয়। এখন এই বণ্টন কখন হবে– ঈদের ২/৪ দিন বা ৮/১০ দিন পরে হবে যেমন কিছু জমাকারীগণ করে থাকে? না মোটেই না। কারণ ফিত্বরার কারণ সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন : এটা হল সিয়াম পালনকারীদের ভুল-ত্রুটি দূরীকরণের অস্ত্র এবং মিসকীনদের খাদ্য।

(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, হাকিম, বুলূগুল মারাম ৪৪ পৃঃ)

এ ফিত্বরা পেয়ে মিসকীনদের যাতে কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা হয় এবং কমপক্ষে ঈদের দিনে তারা দ্বারে দ্বারে হাত পাততে বাধ্য না হয় সেজন্য নাবী ﷺ ঈদের সলাতের আগে ফিত্বরা আদায় করবার ওকুম দিতেন।

(বুখারী, মুসলিম, ঐ ৪৪ পৃঃ)

তাছাড়া তিনি এ কথাও বলেন, তোমরা ঈদের দিনে ফিত্বরা দিয়ে ফকীর মিসকীনদের (দ্বারে দ্বারে) ঘোরা থেকে অভাব মুক্ত কর।

(দারাকুত্বনী ২২৫ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ; মুহাল্লা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২১ পৃঃ; ইবনে 'আদী, বুলূগুল মারাম ৪৪ পৃঃ, তালখীসুল হাবীর ১৮৬ পৃঃ)

উপরোক্ত সমস্ত রিওয়ায়াতগুলো প্রমাণ করে যে, ঈদের সলাতের আগে ফিত্বরা বণ্টন করা উচিত। যাতে গরীবরা ঈদের দিনে কিছুটা অভাব

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
মুক্ত হয়। আর ঈদের খুশীর ভাগ পায়। সা'ঈদ বিন মানসূর-এর একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, নাফি' (রহ.) বলেন, ইবনে 'উমার ﷺ আমাদেরকে ঈদের সলাতের আগে ফিত্বরা বের করার হুকুম দিতেন এবং যখন তিনি সলাত পড়ে ফিরতেন তখন তা গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং বলতেন তোমরা এদেরকে ভিক্ষা করা থেকে অভাব মুক্ত কর।

(ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড, ৩৭৫ পৃঃ, 'আওনুল মা'বূদ ২য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ)

এ য'ঈফ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, ঈদের সলাতের আগে ফিত্বরা বণ্টন করা সম্ভব না হলে সলাতের পরে ঐ দিনেই তা বণ্টন করা উচিত। যারা ঈদের দিনে ফিত্বরা জমা রাখে গরীবদের অভাবমুক্ত না করে নিজেরা ঈদের খুশীতে গা ভাসিয়ে বেড়ায় এবং ঈদের কয়েকদিন পর ফিত্বরা বণ্টন করে তারা আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন না কী? ঈদের চাঁদ ওঠার আগে ফিত্বরা বণ্টনের কোন প্রমাণ আমি পাইনি।

ফিত্বরা পাবে কারা?

আমার কাছে বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে এ বিষয়ে রিপোর্ট এসেছে যে, ফিত্বরালব্ধ টাকা-পয়সা কেউ কেউ নাকি দুনিয়াদারী ক্লাব ও সংস্থায়ও ভাগ বসায়। তাই নিম্নে আলোচনা করা হল যে, শারী'আত অনুসারে ফিত্বরা পাবে কারা?

'আল্লামাহ্ ইবনে রুশদ বলেন, এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে, ফিত্বরা কেবল মুসলিম ফকীর ও মিসকীনদের দিতে হবে। এ ঐক্যের ভিত্তি নাবী ﷺ-এর ঐ হাদীস যাতে তিনি বলেছেন :

أَغْنُوْهُمْ فِى الْيَوْمِ.

অর্থাৎ এ দিনে তাদেরকে তোমরা ভিক্ষা করা থেকে মুক্ত কর।

(দারাকুত্বনী ১ম খণ্ড, ২৫৫ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা; নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ৭১ পৃঃ)

মুসলিম ফকীর ছাড়া অমুসলিম ফকীর ফিত্বরা পেতে পারে কিনা– এ বিষয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশ 'আলিমের (জমণ্ডরের) মতে তাদেরকে দেয়া বৈধ নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.)-এর মতে বৈধ।

(শারহুত তানভীর ২য় খণ্ড, ৭৯ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ মতভেদের কারণ হল ফিত্বরা পাবার কারণ কি তার উপর। কেউ বলেন, ফিত্বরা পাবার কারণ হল শুধু দারিদ্র্যতা এবং কেউ বলেন, শুধু দারিদ্র্য নয়, বরং তার সাথে মুসলিম হওয়াও চাই। সুতরাং যারা বলেন যে, ফিত্বরা পাবার শর্ত কেবল দারিদ্র্য তাদের নিকট মুসলিমদের দিবার পর প্রয়োজনবোধে কোন অমুসলিমকেও ফিত্বরা দেয়া বৈধ হবে। কেউ কেউ বলেন, সব অমুসলিমকে নয়, বরং কেবল পাদ্রী ও পুরোহিতদের দেয়া যেতে পারে। আর যাদের মতে ফিত্বরা পাবার শর্ত দারিদ্র এবং ইসলাম দু'টোই তাদের মতে কোন অমুসিলমই ফিত্বরা পাবে না।

(ফিক্হুয্ যাকাত, উর্দূ অনুবাদ ৫৪৫ পৃঃ)

আবূ মায়সারাহ্ পাদ্রীদের ফিত্বরা দিতেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ১৭৭ পৃঃ)

'আম্র ইবনে মায়মূন, 'আম্র ইবনে শুরাহবীল ও মুর্রাতুল হামদানী প্রমুখও পাদ্রীদের ফিত্বরা দিতেন। (আল মুগনী ৩য় খণ্ড, ৭৮ পৃঃ)

বিখ্যাত তাবি'ঈ মুজাহিদ বলেন, তোমরা যদি মুসলিম না পাও তাহলে ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানকে দিতে পার।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ১৭৭ পৃঃ)

তাই কিছু তাত্ত্বিক 'আলিম বলেন যে, মুসলিম ফকীরদের অভাব পুরো করার পর অমুসলিমদেরও কিছু ফিত্বরা দেয়া যেতে পারে।

(ফিক্হুয্ যাকাত ৫৪৫ পৃঃ)

এরপর একটা প্রশ্ন এই ওঠে যে, ফিত্বরার মাল কেবল ফকীর মিসকীনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, না যাকাতের মত তা আটটি খাতে ব্যয় করা যাবে? এ ব্যাপারে শাফি'ঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, ফিত্বরাও যাকাতের মতো ৮টি খাতে ব্যায় করা ওয়াজিব। যার বর্ণনা কুরআনের সূরা তাওবাহ্ ৬০ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে। উক্ত খাতগুলোতে ফিত্বরাও সমানভাবে বণ্টন করা অপরিহার্য। (আল মাজমু'আ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

ইমাম ইবনে হাযম (রহ.)-এরও মত তাই। তবে তিনি এও বলেন যে, যদি কেউ ফিত্বরা জমা না নিয়েই নিজ হাতে বণ্টন করে তাহলে আমিল বা ফিত্বরা আদায়কারী কর্মচারী এবং মুআ-ল্লাফাতুল কলূব বা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট-মন নওমুসলিমের খাত দু'টি বাদ দিয়ে বাকি ৬টি

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খাতে তা ব্যয় করতে হবে। কারণ, উক্ত খাতে ব্যয় করার অধিকার একমাত্র সরকারের, কোন এক ব্যক্তির নয়।(আল মুহাল্লা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪৩-১৪৫ পৃঃ)

হাফিয ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) ঐ মতের প্রতিবাদ করে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফিত্বরাকে এক মুঠো এক মুঠো করে আট শ্রেণীর লোককে দেননি এবং তিনি এরূপ করার ওকুমও দেননি। তাছাড়া তাঁর পরে তাঁর কোন সহাবী তাঁদের পরে আর কেউই এরূপ করেননি। বরং আমাদের মতে মিসকীনকে ছাড়া আর কাউকে ফিত্বরা দেয়া জায়িয নয়। এ মতটি আট প্রকার লোককে দেয়ার তুলনায় অধিক প্রাধান্যযোগ্য।

(যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, ১৫১ পৃঃ)

হানাফীরা বলেন, ফিত্বরা যাকাতের মত ৮ ভাগে বিভক্ত হবে।

(শারণ্ডত তানভীর ২য় খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা; ইসলামী ফিক্‌হ ২১৮ পৃঃ)

মালিকীদের মতে কেবল ফকীর ও মিসকীনদের দেয়া জরুরী। যদি কোন জায়গায় ফকীর বা অভাবী না থাকে তাহলে ঐ জায়গায় নিকটবর্তী কোন এমন যায়গায় তা স্থানান্তরিত করতে হবে, যাতে করে ফিত্বরার মাল কমে না যায়। (আশ্ শারহুল কাবীর ১ম খণ্ড, ৫০৮ পৃঃ)

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে, ফিত্বরা বণ্টনের ব্যাপারে তিনটি মত আছে :

এক. যাকাতের মত ৮টি খাতে ফিত্বরা ব্যয় করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য। এটা শাফি'ঈদের নিকট প্রসিদ্ধ মত।

(রওযাতুত্ তা- লিবীন ২য় খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ)

দুই. ৮টি খাতে তা ব্যয় করা ওয়াজিব নয়, বরং জায়েয ও বৈধ। তবে ফকীরদের জন্য তা নির্দিষ্ট করা উচিত- এটা অধিকাংশ 'আলিমের মত। হানাফী ও আহলে হাদীসরাও এ মতের সমর্থক।

তিন. তা ফকীর বা অভাবীদের জন্য নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব- এটা মালিকীদের মত।

ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর একটি উক্তিও এ মতের সমর্থক। হাফিয ইবনে কাইয়্যিম (রহ.)-এর মতে এ মতটি প্রাধান্যযোগ্য। আহলে বাইতদের ইমামদের মধ্যে হাদী, কাসিম ও আবূ তালিবও এ মত পোষণ করেন। (নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড, ৬৯ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উক্ত অভিমতগুলো সামনে রেখে মিসরের আধুনিক গবেষক ড. 'আল্লামাহ্ ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, ৩নং অভিমতটির গুরুত্ব এবং ফিত্বরা দেবার মুখ্য উদ্দেশ্য বহাল রেখেও আমার মতে অন্যান্য খাতে ব্যয় করা একবারে না জায়েয বলাটা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে যে হাদীসগুলো পেশ করা হয়েছে সেগুলো একথা প্রমাণ করে যে, ফিত্বরার মুখ্য উদ্দেশ্যই হল ঈদের দিনে অভাবীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া একান্ত কর্তব্য। কিন্তু এ বিষয়টি এ কথার বিরোধী নয় যে, প্রয়োজনবোধে ও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য খাতেও তা খরচ করা যাবে না। এটা হল নাবী ﷺ-এর উক্তির মত যাতে তিনি বলেছেন যে, "ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদের ফিত্বরা দেয়া হবে।" তাঁর (নাবী ﷺ-এর) এ উক্তিটি সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত ৮টি খাতের অন্যান্য খাতেও ফিত্বরা বণ্টনের বিরোধী নয়। এই আলোচনার দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অভাবীদেরকে অন্যান্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে অন্যান্য খাতেও তা খরচ করা যাবে। (ফিক্হুয্ যাকাত ৫৪৬-৫৪৭ পৃঃ)

যাদেরকে ফিত্বরা দেয়া যাবে না

ফিত্বরা যাকাতের সমতুল্য হওয়ার কারণে ঐ সব লোকেদেরকে তা দেয়া জায়িয নয় যাদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ নয় যেমন ইসলামের দুশমন কাফির ও মুরতাদ এবং এমন ফাসিক ও দূরাচারী যে নিজের দূরাচার দ্বারা মুসলিমদের চ্যালেঞ্জ জানায়। যিনি ধনী কিংবা এমন বেকার ব্যক্তি যে উপার্জন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অলসতা করে, কাজ করে না। এরূপ নিজ পিতা, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীকেও দেয়া জায়িয নয়। কারণ, ওদেরকে দেয়া যেন নিজেকেই দেয়া হয়। (ফিক্হুস্ যাকাত ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

"ফী সাবীলিল্লা-হ"-এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"সদাক্বাহ্ হল ফকীর, মিসকীন ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে (ব্যয়ের জন্য) আর মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফার্য। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী।" (সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬০)

সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত, যাকাতের আটটি খাতের সপ্তম খাতটি হ'ল *ফী সাবীলিল্লা-হ* বা আল্লাহর পথ। আর জিহাদ যদিও আল্লাহর সবচেয়ে বড় পথ তথাপি এ খাতটিকে জিহাদের জন্য নির্দিষ্ট করার কোন কারণই নেই। বরং এ খাতটি এমন কাজে খরচ করা উচিত, যা আল্লাহর পথের ভাবার্থ হয়। এখানে শব্দগতভাবে আয়াতটির অর্থ আল্লাহ্র পথ। এ পথের ব্যাখ্যায় শরীআতের তরফ থেকে যখন কোন নির্দিষ্ট অর্থ বর্ণিত নেই তখন শব্দগত আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরো বলেন, যেসব 'আলিমগণ মুসলিমদের ধর্মীয় স্বার্থের সেবা করে, তাঁদের উপরে ব্যয় করাও আল্লাহর পথের মধ্যে গণ্য। কারণ, আল্লাহর মালে তাঁদেরও অংশ আছে, তাঁরা ধনী হন কিংবা অভাবী। বরং ঐ উদ্দেশ্যে খরচ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রকৃত আলেমগণই নাবীদের উত্তরাধিকারী এবং মুহাম্মাদী শরীআতের ঝাণ্ডাবাহী। (আর্ রওযাতুন্ নাদিয়াহ্ ১ম খণ্ড, ২০৬-২০৭)

মিসরের আধুনিক গবেষক 'আল্লামাহ্ রশীদ রেযা বলেন, বর্তমান যুগে আল্লাহর পথে খরচ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এই যে, ইসলামের মুবাল্লিগ তৈরি করা এবং তাদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করা। যেমন কাফিররা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য করে থাকে। যেখানে সশস্ত্র যুদ্ধ সম্ভব নয় **সেখানে কলম ও মুখে ইসলামী তাবলীগ করতে কাফিরদের মোকাবিলায় ইসলামের হিফাযত করার জন্য ফী সাবীলিল্লাহ্ খাতটি খরচ করতে হবে।** (তাফসীর আলমানার ১০ম খণ্ড, ৫৮৫-৫৯৮ পৃষ্ঠা)

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর গবেষক, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআহ কলেজের ডীন ডঃ 'আল্লামাহ্ ইউসুফ আযহারী আলকারযাভী বলেন, বর্তমান যুগে *'ফী সাবীলিল্লা-হ'*র সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাবার্থ হল প্রকৃত ইসলামী জীবনকে জীবন্ত করার জন্য সেইসব প্রকল্প নেয়া যা ইসলামের সমস্ত বিধিনিষেধ, 'আক্বীদাবলী, ধ্যানধারণা, নিদর্শনসমূহ, শারী'আতী আইনকানুন এবং ইসলামী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যাবলী ফুটিয়ে তোলার জন্য হয়। ঐ প্রকল্প যেন সমষ্টিগত এবং সুপরিকল্পিত হয়।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
বর্তমান যুগে ইসলামের আদর্শকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার জন্য যে সব উদ্যোগ নেয়া জরুরী তার কতিপয় উদাহরণ আমি নিম্নে পেশ করছি। যা *'ফী সাবীলিল্লা-হ'*র মধ্যে গণ্য হতে পারে।

প্রকৃত ইসলাম পেশ করার জন্য তাবলীগী- সেন্টার কায়েম করা, যদ্দ্বারা পৃথিবীর কোণে কোণে ধর্ম ও মতবাদের দ্বন্দ্বের মধ্যে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের পয়গাম পৌঁছানো যায়। নিঃসন্দেহে এ কাজ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এরূপ কোন খাঁটি ইসলামী পত্রিকাও প্রকাশ করা করা, যা পথভ্রষ্টকারী সাংবাদিকতা ও কাল্পনিক সাহিত্যের বিপরীতে আল্লাহর বাণীকে সোচ্চারে প্রচার করে, ইসলামের সবরকম মনগড়া ব্যাখ্যা ও ভেজাল মতবাদ থেকে মুক্ত করে তার প্রকৃত রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এ কাজও নিঃসন্দেহে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

এমন ধর্মীয় বই ব্যাপকহারে প্রকাশ যা বুনিয়াদী গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং যা ইসলামকে কিংবা ইসলামের কোন একটি বিষয়ের মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তোলে, ইসলামী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং ওর তত্ত্বসমূহ বিকশিত করে। এ কাজ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহরই সমার্থবোধক।

ঈমানদার, আমানতদার এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদের ফ্রী করে দেয়া যাতে তারা দীনের খিদমাত করতে পারে, দীনের জ্যোতিকে এ পৃথিবীতে বিকীর্ণ করতে পারে এবং খ্রীস্টান মিশন, নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতা প্রভৃতি তুফানের মোকাবিলা করতে পারে– এ কাজও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মধ্যে গণ্য।

মুসলিমদের উচিত যাকাত ব্যয় করার ব্যাপারে এরূপ কাজসমূহকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেয়া। কারণ, আল্লাহর পরে ইসলামী সন্তানরাই ইসলামের মদদগার। বিশেষ করে এমন সময় যখন ইসলাম অসহায় এবং বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। (ফিক্‌হুয্ যাকাত ৪০৫- ৪০৭ পৃঃ)

বিভিন্ন হাদীসে সদাক্বাতুল ফিতরকে যাকা-তুল ফিতর, যাকাতে রমাযান, যাকাতে আবদান ও যাকাতুস রোযা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। (আওনুল বারী ৪র্থ খণ্ড ৯৭ পৃঃ)

তাই এ 'যাকাত' শব্দটির কারণে মুহাদ্দিস ও 'আলিমগণ বলেন যে, ফিত্বরাও যেহেতু যাকাত সেহেতু ফিত্বরাও ৮টি খাতে ব্যয়িত হবে। ঐ

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
৮টি খাতের মধ্যে ক্লাবসমূহ পড়ে না। তাই ফিত্বরার মাল দুনিয়াদারী ক্লাবে লাগানো যাবে না। যাকাতের ৮টি খাতের ৭টি খাত স্পষ্ট এবং ৭ম খাতটির কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছি। ঐ ৭ম খাতের মধ্যে সশস্ত্র ইসলামী জিহাদের পর কলমী ও মৌখিক জিহাদকেও ওলামায়ে কিরাম গণ্য করেন। মৌখিক জিহাদ হল দীনী মাদরাসা কায়েম করে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দান করা এবং **কলমী জিহাদ হল ধর্মীয় পত্রিকা ও দীনী বই পুস্তকের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল সত্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করা**। কিন্তু তাই বলে মাদ্রাসার সাথে মাসজিদের এবং ধর্মীয় ও দীনী সংস্থার সাথে ক্লাবের কিয়াস ও তুলনা হবে না। তাই ফিত্বরার মাল দুনিয়াদারী ক্লাবে লাগানো শরীআত বহির্ভূত মনগড়া কাজ। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন। আর যাকাত ও ফিত্বরা দানকারীদের তাঁর নির্দেশ মত চলার তাওফীক্ব দিন– আমীন।

ঈদের প্রচলন ও ঈদ নামকরণের কারণ

রমাযানের উনত্রিশ কিংবা ত্রিশ তারিখের সন্ধ্যা বেলায় পশ্চিম আকাশে যখন শাওয়ালের এক ফালি সরু চাঁদ ওঠে তখন মুসলিমদের মনে এক নতুন খুশীর বান ডাকে। এ খুশি তারা কিভাবে মানাবে? অন্যান্য জাতির মত রং তামাশায়? গান বাজনায়? আলোক সজ্জায়? লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খলতায়? আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়? এর উত্তর নিম্নে দেখুন!

মহানাবী ﷺ মাক্কায় তের বছর থাকাকালীন সিয়াম ও ঈদের বিধান ছিল না। অতঃপর কাফিরদের অমানুষিক যুলম ও নির্যাতনে আল্লাহর নির্দেশে তিনি মাদীনায় হিজরত করেন। মাদীনায় গিয়ে বিভিন্ন দিক গোছগাছ করতে তাঁর একটি বছর কেটে যায়। এ সময় মুশরিকদের প্রাক ইসলামী যুগের দু'টি পর্ব এসে যায়। তাতে মাদীনার মুশরিকরা খুবই আনন্দ ও খুশী মানায় এবং যে যার ইচ্ছামত রং-তামাশা, গান-বাজনা ও লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খলতায় দিন কাটায়। ঐ সব আমোদ-প্রমোদ ও ফূর্তিবাজী দেখে মুসলিমদের বিশেষ করে বাপ-দাদার ভিটেমাটি ত্যাগকারী মুহাজিরদের মনটা কেমন কেমন করে উঠে। তাই মুসলিমদের খুশীর জন্য আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা মুশরিকদের দু' পর্বের বদলে মুসলিমদের

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
দু'টি ঈদের ব্যবস্থা করে দেন। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর মুশরিকদের জন্য দু'টি দিন ছিল। যেদিন তারা খেলা তামাশা করত। অতঃপর নাবী (ﷺ) যখন মাদীনায় আসেন তখন তিনি বলেন, তোমাদের দু'টি দিন ছিল। যেদিনে তোমরা খেল-তামাশা করতে। তাই আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা ঐ দু'টি উৎসবকে তোমাদের খাতিরে উত্তম জিনিস দ্বারা বদলে দিয়েছেন। তা হল ইয়াওমুল ফিত্‌র ও ইয়াওমুল আযহা। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ১৭৭ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃঃ; মিশকাত ১২৬ পৃঃ)

আরবী 'আইন, ওয়াও, দাল' আওদ ধাতু থেকে ঈদ শব্দটি গঠিত। ঈদ শব্দের অভিধানিক অর্থ যা বার বার ফিরে আসে। প্রতি বছরেই ইয়াওমুল ফিত্‌র ও ইয়াওমুল আযহা ফিরে আসে বলে ইসলামী শারী'আতে ঐ দু'টি ঈদ নামে বিশেষিত করা হয়েছে।

(মুফরাদ-তু গারাবিল কুরআন ৩৫৮ পৃঃ)

ইসলামী ঈদের ধরণকরণ

রমাযানের এক মাস সিয়াম পালনের নির্দেশ যিনি দিয়েছিলেন সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা ইসলামী ঈদের ধরণকরণ সম্পর্কে বলেছেন :

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾

"মহান আল্লাহ চান যে, তোমরা রমাযানের গণনাগুলো পুরো কর এবং আল্লাহর মহানত্ব বর্ণনা কর যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এভাবেই হয়ত তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে।" (সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫)

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, রমাযানের সিয়াম শেষ করে আল্লাহর নির্দেশিত প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তাঁর মহানত্ব বর্ণনা করা। তাঁর মহানত্ব বর্ণনার বিভিন্ন দিক হল ঈদের রাতে নফ্‌ল সলাত আদায় করা। তকবীর ধ্বনি দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করা। ফিত্‌রা আদায় করে গরীব ও মিসকীনদেরও ঐ খুশীতে শরীক করা। মাঠে গিয়ে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে আল্লাহর সামনে মাথা নত করতঃ তাঁর শুকরিয়া আদায় করা প্রভৃতি কাজ করা। এবার উক্ত বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ নিম্নে দেয়া হল।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রিয় নাবী ﷺ-এর পর কুরআনের সবচেয়ে বড় ভাষ্যকার 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সমস্ত সিয়াম পালনকারীরই কর্তব্য যখন তারা শাওয়ালের মাস দেখবে তখনই থেকেই তাকবীর দেবে যতক্ষণ না ঈদগাহ থেকে ফিরে আসে। কারণ, আল্লাহ বলেছেন, আলি তুকাববিরুল্লাহ- তোমরা আল্লাহর মহানত্ব বর্ণনা করবে।

(ফাতহুল বায়ান ১ম খণ্ড, ২৩৯ পৃঃ)

ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এ মন্তব্যটি প্রমাণ করে যে, ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার পর থেকেই তাকবীর দেয়া শুরু করতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর একটি মতে রমাযানের শেষ রাতে সূর্য ডোবার পর থেকে ঈদের সলাত শুরু হওয়া পর্যন্ত তাকবীর দিতে হবে। ইমাম আহমাদের মতে সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর চলবে।

(আল মুগনী ২য় খণ্ড, ২৬৯ পৃঃ)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-এর মতে তাকবীরের শুরু নতুন চাঁদ দেখা থেকে এবং শেষ হবে ইমামের খুত্ববাহ শেষ করা পর্যন্ত।

(ইখতিয়ারাত ৪৯ পৃঃ)

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.)-এর মতে ঈদুল ফিতরে তাকবীরের কোন বিধান নেই। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, ২১৯ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ যায়লা'ঈ হানাফী (রহ.) বলেন, তাঁর (অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফার) ঐ মতের সমর্থনে আমি কোন হাদীস পাইনি। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে ঈদুল আযহার মতো ঈদুল ফিতরেও তাকবীর দিতে হবে। (নাসাবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ২০৯ পৃঃ)

ভারতগৌরব 'আল্লামাহ্ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন (সূরা বাক্বারার) উক্ত আয়াতটির ভাবার্থ এ যে, রমাযান শেষ হবার পরই ঐ দিন ও রাতে তাকবীর দেয়া শারী'আতসম্মত। রমাযান শেষ হওয়া থেকে ঈদের সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত খুব বেশী তাকবীর দেয়ার হুকুম আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। তাই ঘরে ও পথে, মাসজিদে ও বাজারগুলোতে সলাতের পরই উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দেয়া উচিত। কারণ, হানাফীরা বলেছেন যে, ঈদুল ফিতরে তাকবীর নেই- কিন্তু এ দুর্বল বান্দা বলে যে, ঈদ হচ্ছে ইসলামেরই একটি বিশেষ নিদের্শন। ইসলামের ঐ

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
নিদর্শনাবলীর প্রকাশ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। এ জন্যই সলাত জামা'আত সহকারে আদায় করা শার'ঈ বিধান। অতএব ঈদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়াটাও শারী'আতসম্মত হবে।

(মুয়াত্ত্বার ফারসী শারহ মুসাফ্ফা ১ম খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ)

অধিকাংশ 'আলিমের মতে ঈদের রাতে তাকবীর দিতে হবে না। তবে ঈদগাহে যাবার সময় তাকবীর দিতে দিতে যেতে হবে। সহাবীগণের মধ্যে 'আলী, ইবনে 'উমার ও আবূ উমামাহ্ এবং 'উমার ইবনে 'আবদুল 'আযীয, সা'ঈদ ইবনে জুবায়র, নাখ'ঈ, আবুয্ যিনাদ, আবূ বাক্র ইবনে মুহাম্মাদ এবং হাম্মাদ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ও ইমাম আওযা'ঈ প্রমুখের অভিমত তাই। (শারহে মুহাযযাব ৫ম খণ্ড, ৭৪১ পৃঃ; আল তিসাম লাহোর রমাযান-শাওওয়াল, ১৪০৮ হিজরী সংখ্যা)

এ মতের সমর্থনে দু'টি হাদীসও পাওয়া যায়। যেমন ইবনে 'উমার ﷺ যখন ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যেতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে দিতে ঈদগাহে পৌঁছতেন। তারপরও তিনি ইমাম না আসা পর্যন্ত তাকবীর দিতে থাকতেন।

(দারাকুত্বনী ১৮০ পৃঃ; বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, ২৭৯ পৃঃ)

এ মর্মে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও একটি হাদীস পাওয়া যায়। কিন্তু ওর সূত্র দুর্বল। (মুস্তাদরকে হাকিম ১ম খণ্ড, ২৯৮ পৃঃ)

একটি দুর্বল সুত্রের হাদীসে আছে, মহানাবী ﷺ বলেন, তোমরা তাকবীর দ্বারা তোমাদের ঈদগুলোকে সৌন্দর্য দান কর। (ত্বাবারানী সাগীর ও আওসাত্ব, মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ২য় খণ্ড, ১৯৭ পৃঃ; কানযুল উম্মাল ৮ম খণ্ড, ৩৪৩ পৃঃ)

উক্ত সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের সবারই উচিত দু' ঈদের সময়ে পথে-ঘাটে খুব বেশী করে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়া এবং ঈদগুলোকে সুশোভিত করে তোলা। এ তাকবীরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে করে ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, সুরা বাক্বারার (পূর্বোক্ত) আয়াতটির ভিত্তিতে ঈদুল ফিতরের (চাঁদ) রাতে তাকবীর দেয়া ফার্‌য। মাত্র একবারও তাকবীর দিলে ঐ ফার্‌য আদায় হয়ে যাবে। (আল মুহাল্লা ৫ম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকবীরের শব্দসমূহ

জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ বলেন, রসূলুল্লাহ ঈদের সময় এ তাকবীর দিতেন :

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

ইমাম নাবাবী (রহ.) বলেন, দারাকুত্বনীর এ হাদীসের সূত্রগুলো দুর্বল। (শারহুন্ নিকায়াহ্ ১ম খণ্ড, ১৩০ পৃঃ)

'আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'ঊদ 'আরাফার দিনে ফাজ্রের সলাত থেকে ইয়াওমুন্ নাহরে 'আস্‌রের সলাত পর্যন্ত উক্ত শব্দগুলো সহকারে তাকবীর দিতেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)।

'আল্লামাহ্ যায়লা'ঈ (রহ.) বলেন, এ হাদীসের সূত্র উত্তম।
(নাসবুর রায়াহ, ২য় খণ্ড, ২২৪ পৃঃ)

ইবনে 'আব্বাস তাকবীরে এ শব্দগুলো বলতেন, "*আল্ল-হু আকবার কাবীরা-, আল্ল-হু আকবার কাবীরা, আল্ল-হু আকবার ওয়া আজাল্লা, ওয়ালিল্লা-হিল হামদ্*"।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড, ১৬৭-১৬৮ পৃঃ)

আর এক সহাবী ইবনে মুগাফফাল ঈদগাহে রওয়ানা হবার সময় বলতেন : "*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু, ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর*"।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড, ১৬৭-১৬৮ পৃঃ)

ঈদের রাতের গুরুত্ব

কতিপয় দুর্বল সূত্রের হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ঈদুল ফিতরের চাঁদ রাতটিও খুবই মাহাত্ম্যপূর্ণ। যেমন রসূলুল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি (দু') ঈদের দু' রাতে নেকীর আশাধারী হয়ে সলাতে দাঁড়াবে তার হৃদয় সেদিন মরবে না যেদিন অনেক মানুষ মনমরা হয়ে থাকবে।
(ইবনে মাজাহ্, তালখীসুল হাবীর ১৪৩ পৃঃ, কানযুল উম্মাল ৮ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)

বিখ্যাত তাবি'ঈ 'আল্লামাহ্ মুজাহিদ (রহ.) বলেন, রমাযানের শেষ দশকের রাতের মত ঈদুল ফিত্‌রেরও মাহাত্ম্য এ কারণেই মনে হয় এই

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ (কারো মতে সহাবী) 'আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ঈদুল ফিতরের রাতে চল্লিশ রাক'আত নফ্‌ল এবং সাত রাক'আত বিত্‌র সলাত পড়তেন। (মারওয়াযীর ক্বিয়ামুল লায়ল ১১০ পৃঃ)

অতএব দু' ঈদের রাতে অন্যান্য জাতির মত দুনিয়াবী রং ঢংয়ে মুসলিমদের মজে থাকা কোন মতেই চলবে না। বরং পারতপক্ষে ঐ রাত নফ্‌ল 'ইবাদাতে কাটানো উচিত।

'আল্লামাহ্ হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন, একথা বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম যে ঈদের সলাত আদায় করেন তা হল দ্বিতীয় হিজরীতে ঈদুল ফিতরের সলাত। তারপর থেকে তিনি দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত আজীবন দু' ঈদের সলাত আদায় করেন।

(তালখীসুল হাবীর ১৪২ পৃঃ)

তাই অধিকাংশ 'আলিমের মতে এ সলাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। কিন্তু বিভিন্ন হাদীসের বাহ্যিক ভাব বলে যে, এ সলাত ওয়াজিব বা অপরিহার্য। কারণ, নাবী ﷺ এবং তার পরে খুলাফায়ে রাশিদীন এ সলাত আদায়ের জন্য নারীদেরকেও বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর এ নির্দেশও প্রমাণ করে যে, সলাতটি ওয়াজিব। (সুবুলুস্ সালাম ১ম খণ্ড, ১৭৩ পৃঃ)

উম্মে 'আত্বিয়্যাহ্ বলেন, আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন হায়িযওয়ালী ও পর্দানশীল মেয়েদের দু' ঈদের দিনে ঘর থকে বের করি। অতঃপর তারা যেন মুসলিমের জামা'আতে হাযির হয় এবং দু'আতে শরীক হয়। আর হায়িযওয়ালীরা যেন সলাত থেকে আলাদা থাকে, কেবল দু'আতে শরীক হবে। এ হুকুম শুনে এক মহিলা সহাবিয়্যাহ্ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো কাছে যে চাদর নেই সে কি করবে? তিনি বললেন, সে যেন তার অন্য সঙ্গিণীর চাদরে জড়িয়ে যায়। (কিন্তু যাওয়া চাই)।

(বুখারী ১৩৪ পৃঃ, মুসলিম ২৯০, মিশকাত ১২৫ পৃঃ, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৭০ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ৯৪ পৃঃ, ইবনে খুযায়মাহ্ ২য় খণ্ড, ৩৬১-৩৬২ পৃঃ; ইবনে আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড, ১৮৩ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় তিনি ﷺ বলেন : প্রত্যেক সাবালিকা নারীর জন্য ঈদগাহে রওয়ানা হওয়া ওয়াজিব। (আহমাদ, আবূ ইয়া'লা, ত্বারানী কাবীর, মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ২য় খণ্ড, ২০০ পৃঃ; কানযুল উম্মাল ৮ম খণ্ড, ৩৪৪ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন, নাবী ﷺ তাঁর মেয়েদের এবং সহধর্মিণীদের দু' ঈদে নিয়ে যেতেন– (ইবনে মাজাহ্ ৯৪ পৃঃ)। আবূ বাকর ও 'আলী رضي الله عنه বলেন, দু' ঈদে ঈদগাহে রওনা হওয়া মেয়েদের হক।

(ইবনে আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃঃ; মির্'আতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ৩৩২ পৃঃ)

ইবনে 'উমার رضي الله عنه তাঁর পরিবারবর্গের যাদেরকে সম্ভব হত দু' ঈদগাহে নিয়ে যেতেন। (ইবনে আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড, ১৮২ পৃঃ)

উক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত। যদি কারো নিজের চাদর না থাকে তাহলে সে যেন অন্যের চাদরে জড়িয়ে কিংবা কারো চাদর ধার নিয়েও ঈদগাহে যায়। ঐ মহিলা যুবতী ও বুড়ী, বিবাহিতা ও কুমারী হায়িয ও নিফাসওয়ালী সবাই যেতে পারে। তবে যে নারী তালাক কিংবা স্বামী শোকের 'ইদ্দাত পালন করছে সে যেতে পারবে না। তাছাড়া বিনা চাদরে বা বিনা বোরকায়ও যাওয়া চলবে না।

মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া সম্পর্কে 'আল্লামাহ্ ইবনে কুদামাহ্ বলেন, যেসব মেয়েরা ঈদগাহে যাবে তারা খুশবু না মাখে, সিঙ্গার না করে এবং ফ্যাশনওলা বাহারী কাপড় না পরে, বরং দৈনন্দিন জীবনের পুরানো কাপড় পরে এবং পুরুষদের থেকে আলাদা থাকে। কারণ, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মেয়েরা যেন দৈনন্দিন কাপড় পরে রওয়ানা হয় এবং পুরুষদের সাথে মিশে না যায়। (আল মুগনী ২য় খণ্ড, ২৭৬ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মেয়েরা মাসজিদে অবশ্য অবশ্যই যাবে, তবে সাধারণ বেশে (সেজেগুজে রং ঢং করে নয়)।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৮৪ পৃঃ; ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মাহ্, তালখীসুল হাবীর ১৪৩ পৃঃ)

'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে মেয়েরা যে সব (রং ঢং) আমদানী করে তা যদি তিনি দেখতে পেতেন তাহলে মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া বন্ধ করে দিতেন, যেমন বানী ইসরাঈলের মেয়েদের মানা করা হয়েছিল। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৮৪ পৃঃ)

এ মতের প্রতিপ্রেক্ষিতে হানাফী ফাতাওয়ায় মেয়েদের যাওয়া নিষিদ্ধ। এর জওয়াবে তিন মাযহাবপন্থী ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর উক্তি তাঁর ব্যক্তিগত মত। তথাপি তিনি নিজেও মেয়েদেরকে ঈদগাহে না যাবার ফাতাওয়া জারি করতে সাহস পাননি।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
কারণ, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস তাঁর ব্যক্তিগত ধারার বিরুদ্ধে বিদ্যমান। তাছাড়া নাবী ﷺ-এর ওফাতের বহু পরে উম্মে 'আত্বিয়্যাহ্ উপরোক্ত ফাতাওয়া দেন যে, আমাদেরকে ঈদগাহে যাবার হুকুম দেয়া হয়েছে। তখন কোন সহাবীও ঐ ফাতাওয়ার বিরোধিতা করেননি। সুতরাং নাবীর হুকুমের সামনে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা কেন, যে কোন ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত ধারণা অগ্রহণযোগ্য, বিধায় পরিত্যাজ্য। অতএব মেয়েদের ঈদগাহে যেতে কোন মানা নেই। তবে এটা লক্ষ্য রাখা উচিত যে, ঈদের নামে সিঙ্গার করে, রংবেরং শাড়ী ও রকমারী গহনা পরে এমনভাবে কোন মহিলা যেন ঈদগাহে না যায় যদ্দ্বারা অন্য পুরুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরে ফিতনা দেখা দেয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)-এর ফাতাওয়া

ভারত গৌরব 'আল্লামাহ্ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন, দীনী শাআ-য়ির বা ইসলামের বিশেষ নিদর্শনাবলী প্রকাশের জন্য সবারই ঈদগাহে রওয়ানা হওয়া, এমনকি শিশু ও নারী এবং পর্দানশীল মহিলা ও হায়িযওয়ালী নারীদেরও ঈদগাহে যাওয়া মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কাজ। তবে ঋতুবতীরা সলাতে শরীক না হয়ে মুসলিমদের দু'আয় শরীক হবে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ ২য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর ফাতাওয়া

দেওবন্দী হানাফীগণ যাকে ভারতের ইমাম বুখারী বলে অভিহিত করেন সেই 'আল্লামাহ্ আনোয়ার শাহ কাশ্মমীরী (রহ.) বলেন, আমাদের আসল মাযহাব নারীদের ঈদগাহে যাওয়া। কিন্তু ফাতাওয়াওয়ালারা তা নিষেধ করেছেন। 'আল্লামাহ্ মুগলতায়ী হানাফীর ছাত্র শায়খ সিরাজুদ্দীনের 'আত্তাওযীহ আলাল বুখারী' থেকে 'আল্লামাহ্ আইনী আমাদের আসল মাযহাবের কথা নকল করেছেন। (তা হল মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া নিষিদ্ধ)। আমি বলছি, 'আল্লামাহ্ আইনী প্রকৃত ব্যাপার থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। কারণ, প্রকৃত অবস্থা হল এই যে, এই মাসআলাটি হিদায়ার

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
১০৫ পৃষ্ঠায় এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, মেয়েরা সব সলাতেরই জন্যে ঘর থেকে নিশ্চয় বের হবে। কারণ, আকর্ষণ কম থাকার কারণে কোন ফিতনাই হতে পারে না। অতএব তাদের ঈদগাহে সলাত পড়তে যাওয়াটা আপত্তিকর ও মাকরূহ নয়।

(আল আরফুশ্ শাযী ২৩২ পৃঃ)

ঈদের সলাতের আগে করণীয়

রসূলুল্লাহ ﷺ দু' ঈদের দিনে গোসল করতেন। (ইবনে মাজাহ্ ৯৪ পৃঃ)

তারপর তিনি সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরতেন। কখনো তিনি সবুজ রংয়ের চাদর পরতেন। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ)

আবার কখনো লাল ফুলের বুটি দেয়া চাদর পরতেন।

(যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, ১২১ পৃঃ)

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দু' ঈদে ও জুমু'আতে নাবী ﷺ তাঁর লাল বুটি দেয়া বিশেষ চাদরটি পরতেন। (ইবনে খুযায়মাহ্, নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড, ১৬৬ পৃঃ)

প্রত্যেক ঈদে তিনি (ﷺ) এক বিশেষ ইয়ামানী চাদর পরতেন।

(কিতাবুল উম্ম ২০৬ পৃঃ)

তারপর তিনি (ﷺ) সর্বোত্তম খুশবু লাগাতেন।

(হাকিম, ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড, ২২১ পৃঃ)

তিনি (ﷺ) বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদুল ফিতরের জন্য সকালে ঘর থেকে বের হতেন। (বুখারী ১৩০ পৃঃ)

আর ঈদুল আযহার দিনে সলাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৭১ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্, মিশকাত ১২৬ পৃঃ)

'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সুন্নাত হল ইদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৬৯ পৃঃ; বুলূগুল মারাম ৩৫ পৃঃ)

তাই তিনি (ﷺ) হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং হেঁটেই বাড়ী ফিরতেন।

(ইবনে মাজাহ্ ৯৩)

তিনি (ﷺ) এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অপর রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরতেন। (ইবনে খুযায়মাহ্ ২য় খণ্ড, ৩৪৩ পৃঃ)

আর ঘর থেকে ঈদগাহ পর্যন্ত তিনি (ﷺ) তাকবীর দিতে দিতে যেতেন। (হাকিম, তালখীসুল হাবীর ১৪২ পৃষ্ঠা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈদের সলাতের সময়

হাসান ইবনে আহমাদ আলবান্না কিতাবুল আযাহীতে বর্ণনা করেছেন, জুনদুব বলেন : নাবী ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ঈদুল ফিতরের সলাত পড়েন তখন সূর্য দু' বল্লম উপরে ছিল এবং সূর্য এক বল্লম উপরে থাকাকালীন ঈদুল আযহা পড়ান। (তালখীসুল হাবীর ১৪৪ পৃঃ)

সে যুগে ঘড়ি আবিস্কৃত না হওয়ায় সহাবীগণ একটা অনুমান করে এক ও দুই বল্লমের কথা বলে সময়টা বোঝাতে চেয়েছেন। অন্য এক সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদা ঈদুল ফিত্‌র কিংবা ঈদুল আযহা পড়তে বের হন। অতঃপর ইমাম সাহেব দেরী করায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন, এ সময়েই আমরা (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে) সলাত পড়ে ফারেগ হয়ে যেতাম। এটা হল ইশরাকের সময়।

(মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ৯৪ পৃঃ, হাকিম ১ম খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ; বায়হাক্বী, মির্'আতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ৩৪৫ পৃঃ)

শায়খুল হাদীস মাওঃ ইউনুস (রহ.) বলেন, সূর্যোদয়ের পর থেকে এক ঘন্টার কিছু বেশী সময় ইশরাকের ওয়াক্ত। (দস্তরুল মুত্তাকী ১৪২ পৃঃ)

অর্থাৎ আনুমানিক সোয়া ঘণ্টা। সুতরাং সব হাদীসগুলো একত্রিত করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিত্‌র পড়া উত্তম। যদিও এই সলাত হানাফী, মালিকী ও হাম্বালীদের মতে সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পর থেকে মাথার উপর হতে পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়ার আগে পর্যন্ত পড়া চলে। আহলে হাদীসদের মতও তাই। তবে সময় পার করে পড়ার ব্যাপারে সবারই মতে আপত্তিকর। অনেক গ্রামাঞ্চলে চাঁদের খবর সঠিক সময়ে পেয়েও ঈদুল ফিতরের সলাত বেলা ১০/১১টায় পড়া হয়। এটা সুন্নাত নয়। তবে হ্যাঁ, চাঁদের খবর দেরীতে পাওয়ার কারণে যদি যাওয়ালের আগে পর্যন্ত ঈদুল ফিত্‌র পড়া সম্ভব হয় তাহলে দেরী করে পড়াতে আপত্তি নেই। কিন্তু যাওয়ালের আগে সম্ভব না হলে অথবা চাঁদের খবর যদি দুপুরের পর পাওয়া যায় তাহলে তখনই সিয়াম ভেঙ্গে ফেলে পরের দিন সকালে সলাত পড়তে হবে। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈদের সলাতের জায়গা

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যেতেন।

(বুখারী, ১৩১ পৃঃ, মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃঃ; মিশকাত ১২৫ পৃঃ)

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একবার বৃষ্টি হওয়ার নাবী সবাইকে নিয়ে মাসজিদে ঈদের সলাত পড়েন।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ; ইবনে মাজাহ ৯৪ পৃঃ, মিশকাত ১২৬ পৃঃ)

উক্ত দু'টি হাদীস প্রমাণ করে যে, কোন এক মাঠেই ঈদের সলাত পড়া উত্তম ও সুন্নাত। তবে বৃষ্টি হলে এবং মাঠে সলাত পড়া সম্ভব না হলে মাসজিদে ঈদের সলাত পড়া যাবে। হানাফী, মালিকী, হাম্বলী ও আহলে হাদীসদের অভিমত তাই। কিন্তু শাফি'ঈদের মতে ঈদের সলাত মাসজিদে পড়া মাঠের চেয়েও উত্তম। (মির্'আতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ৩২৭ পৃঃ)

মাদীনার পূর্বদিকে মাসজিদে নাবাবী থেকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ঈদগাহ ছিল এক হাজার হাত দূরে। 'উমার ইবনে শিবহ আখবারে মাদীনাতে এ বর্ণনা দিয়েছেন। (ফাতহুল 'আল্লাম ১ম খণ্ড, ২১৭ পৃঃ)

একবার ছাড়া আজীবন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঐ ঈদগাহে ঈদের সলাত পড়েছেন। (যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, ১২১ পৃঃ)

ঈদের সলাতে আযান ও ইকামাত নেই

জাবির ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে কয়েকবার দু' ঈদের সলাত আদায় করেছি বিনা আযানে ও বিনা ইকামাতে।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৮৯ পৃঃ; মিশকাত ১২৫ পৃঃ, বুখারী ১৩১ পৃঃ, নাসায়ী ১ম খণ্ড, ১৭৭ পৃঃ)

ঈদের সলাত কয় রাক্'আত

ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) ঈদের দিনে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেন। তার আগে এবং পরে কোন সলাতই তিনি আদায় করেননি। (সিহাহ সিত্তাহ, মুসনাদে আহমাদ, বুলূগুল মারাম ৩৫ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একদা ওয়াসিলাহ্ ঈদের দিনে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করে বলেন,

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

"তাক্বব্বালাল্ল-হু মিন্না- ওয়া মিনকা।"

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের এবং আপনার তরফ থেকে ঈদকে ক্বূবূল করুন। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ। *তাক্বব্বালাল্লা-হু মিন্না- ওয়া মিনকা।*

(ইবনে 'আদী)

হাফিয ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীসটি য'ঈফ। তবে অন্য একটি হাসান সূত্রে যুবায়র ইবনে নুফায়র থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর সহাবীগণ যখন ঈদের দিনে সাক্ষাত করতেন তখন একে অপরকে বলতেন- তাকাব্বালাল্লা-ও মিন্না ওয়া মিনকা। (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড, ৪৪৬ পৃঃ)

ত্বাবারানী কাবীরেও একটি য'ঈফ হাদীস আছে, *"তাকাব্বালাল্ল-হু মিন্না- ওয়া মিনকা"* বলার। (মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ২য় খণ্ড, ২০৬ পৃঃ)

মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ বলেন, একদা আমি আবূ ওমামাহ বাহেলী প্রমুখ সহাবীদের সাথে ছিলাম। তাঁরা যখন ঈদের সলাত আদায় করে ফিরছিলেন তখন একে অপরকে বলছিলেন– *"তাক্বব্বালাল্ল-হু মিন্না- ওয়া মিনকা"*। ইমাম আহমাদ বলেন, এ হাদীসটির সূত্র উত্তম।

(মুগনী ২য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃঃ)

ঈদের সলাতের তরীকা

রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে যাবার সময় একটা লাঠি বা বল্লম বয়ে নিয়ে যাওয়া হত এবং সলাত শুরুর আগে সেটা তাঁর সামনে সুতরা হিসেবে গেড়ে দেয়া হত। (বুখারী ১৩৩ পৃষ্ঠা)

অতঃপর তিনি *"আল্ল-হু আকবার"* বলে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধতেন। তারপর তিনি সানা পড়তেন। (ইবনে খুযায়মাহ্)

এরপর তিনি পরপর সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রতি দু' তাকবীরের মাঝখানে তিনি একটু করে চুপ থাকতেন। এ চুপ থাকার মাঝে তিনি কোন বিশেষ যিক্র করতেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইবনে 'উমার

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অত্যধিক পাবন্দির কারণে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু' হাত তুলতেন এবং প্রত্যেক তাকবীরের পর হাত বাঁধতেন। (বায়হাক্বী)

এভাবে সাতটি তাকবীর বলার পর রসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ফাতিহা পড়তেন, তারপর সূরা ক্বা-ফ, কিংবা সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা- পড়তেন। অতঃপর তিনি রুকূ' ও সাজদাহ্ করতেন।

এভাবে প্রথম রাক্'আত সম্পূর্ণ করার পর সাজদাহ্ থেকে উঠে তিনি পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। তারপর সূরা ফাতিহা পড়ে সূরা কামার কিংবা সূরা গাশিয়াহ্ পড়তেন। অতঃপর তিনি রুকূ' ও সাজদাহ্ করে দু' রাক্'আত সলাত শেষ করতেন। সালাম ফিরার পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে জমিনে দাঁড়িয়ে খুত্ববাহ্ দিতেন। তখন ঈদগাহে কোন মিম্বর নিয়ে যাওয়া হত না। তারপর দু'আ করে শেষ করে দিতেন।

(যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, ১২১-১২২ পৃঃ)

ঈদের সলাতে সুন্নাতী ক্বিরাআত

নু'মান বিন বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দু' ঈদের ও জুমু'আতে সূরা *সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা-* (সূরা আ'লা) ও *হাল আতা-কা হাদীসুল গাশিয়াহ্* (সূরা গাশিয়াহ্) পড়তেন। আর যখনই ঈদ ও জুমু'আহ্ এক দিনে পড়তো তখনও তিনি ঐ সূরা দু'টিকে উক্ত দুই সলাতেই পড়তেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ)

আবূ আকিদ লায়সী (রহ.) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্রের দিনে সূরা ক্বাফ ও সূরা ক্বামার পড়তেন।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৯১ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৬২ পৃঃ; মিশকাত ৮০ পৃঃ)

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাবী ﷺ দু ঈদের সলাতে *'আম্মা- ইয়াতাসা-আলূন* এবং *ওয়াশ্ শাম্সে ওয়াযুহা-হা-* পড়তেন। (মুসনাদে বাযযার; নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড, ১৮০ পৃঃ)

আর এক হাদীসে আছে, আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার ঈদের দিনে সূরা বাক্বারাহ্ পড়েন। (ইবনে আবী শায়বাহ্)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উক্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করার পর ইমাম শাওকানী (রহ.) মন্তব্য করেন, এ ব্যাপারে অধিকাংশ হাদীস প্রমাণ করে যে, দু' ঈদে সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়াহ্ পড়া পছন্দনীয়।

ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর অভিমতও তাই। ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর মতে সূরা কা-ফ ও সূরা কামার পড়া বাঞ্ছনীয়।

(মুসনাদে বাযযার; নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড, ১৮০ পৃঃ)

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.)-এর মতে কোন খাস সূরা নির্দিষ্ট নেই।

(নায়লুল আওত্বার)

তাই যার যা ইচ্ছা সে তা পড়বে। আহলে হাদীসরা বলেন, যে কেউ তার ইচ্ছা মত সূরা পড়তে পারে, তবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পছন্দ অনুযায়ী বেশীর ভাগ সূরা আ'লা- ও গাশিয়াহ্ এবং কখনো সূরা ক্বা-ফ ও সূরা ক্বামার পড়া উত্তম যাতে করে নাবী ﷺ-এর সুন্নত পালনেরও নেকী পাওয়া যায়।

নাবী ﷺ দু' ঈদের ক্বিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন।

(মুসনাদে শাফি'ঈ, মিশকাত ১২৬ পৃঃ, ত্বারানী আওসাত্ব, কানযুল 'উম্মাল ৮ম খণ্ড, ৪০৩ পৃঃ; মুহাল্লা ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৩ পৃঃ)

ঈদের সলাতে বাড়তি তাকবীর ক'টা

রসূলুল্লাহ ﷺ দু' ঈদের সলাতে কিছু বাড়তি তাকবীর দিতেন। তার সংখ্যা ক'টি সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ঐ বাড়তি তাকবীর ৬, ৯, ১২ এবং ১৩। এর মধ্যে ৯ (নয়) তাকবীর সংক্রান্ত তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীসটির শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, ঐ হাদীসটি ইবনে মাস্'উদ رضي الله عنه-এর ব্যক্তিগত 'আমাল, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'আমাল নয়।

মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত 'আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ-এর হাদীসে ১৩ তাকবীরের যে রিওয়ায়াতটি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, ঐ হাদীসে ১২ তাকবীরে তাকবীরে তাহরীমাকেও গণ্য করা হয়েছে।

আবূ দাউদ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ও মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব-এ বর্ণিত হাদীসে আছে, আবূ মূসা আল আশ্'আরী-কে একদা

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
জিজ্ঞেস করা হয় যে, দু' ঈদের সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ এর তাকবীর কেমন ছিল? তিনি বলেন, জানাযার মত চার তাকবীর।

('আওনুল মা'বূদ ১ম খণ্ড, ৪৪৭ পৃঃ)

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইবনে মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক্'আতে ক্বিরাআতের আগে ৪ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে ক্বিরাআতের পরে রুকূ'র তাকবীরসহ ৪ তাকবীর। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূ'র তাকবীর বাদ দিয়ে বাড়তি তাকবীর হয় ৬ তাকবীর। এটাই ইমাম আবূ হানীফার মত। এ হাদীস দ্বারা কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, প্রথম রাক্'আতে তাকবীর ক্বিরাআতের আগে হবে এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে ক্বিরাআতের পরে হবে।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের সবাই বলেন, উক্ত তিনটি রিওয়ায়াতের সনদে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী আছেন। বিধায় সব বর্ণনাগুলোই য'ঈফ। তাছাড়া হানাফী জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্হ- গ্রন্থ হিদায়াতে আছে যে, ঐ ৬ তাকবীর ইবনে মাস্'উদ-এর উক্তি। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'আমাল নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'আমাল ১২ তাকবীর। কারণ, তিরমিযীতে ৫টি, আবূ দাউদে ৪টি, ইবনে মাজাতে ৪টি, মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিকে ২টি এবং বায়হাক্বী, মুসনাদে বাযযার, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক্ব, দারাকুত্বনী, ত্বারানী এবং হানাফীদের দুই হাদীসগ্রন্থ তাহাভী ও মুয়াত্ত্বা ইমাম মুহাম্মাদ প্রভৃতি ১১টি হাদীস গ্রন্থে ২২টিরও অধিক হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, **স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ দু' ঈদের সলাতে ১ম রাক্'আতে ক্বিরাআতের আগে সাত তাকবীর এবং ২য় রাক্'আতে ক্বিরাআতের আগে পাঁচ তাকবীর মোট বার তাকবীর দিতেন।**

(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৭০ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ৯২ পৃঃ, দারাকুত্বনী, ১৮১ পৃঃ, তাহাভী ২য় খণ্ড, ৩৩২ পৃঃ; মুয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ ১৪১ পৃঃ, মুয়াত্ত্বা মালিক ৬৩ পৃঃ)

শাফি'ঈ, মালিকী, হাম্বালী ও আহলে হাদীসদের ফাতাওয়া তাই। ইমাম আবূ হানীফার দু' ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বার তাকবীরের উপর 'আমাল করতেন। (রদ্দুল মুহতার ৬৬৪ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম তিরমিযী বলেন, বার তাকবীর সংক্রান্ত হাদীসটির সূত্র হাসান ও উত্তম। তিনি তাঁর 'ইলালে কুবরা' গ্রন্থে বলেন, আমি হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এর চেয়ে বেশী সহীহ আর কোন হাদীসই এ বিষয়ে নেই।

(নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ২১৭ পৃঃ; শারহুন্ নিকায়াহ্ ১ম খণ্ড, ১২৯ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ ইবনে 'আবদুল বার (রহ.) বলেন, বার তাকবীরের বর্ণনাগুলো নাবী ﷺ থেকে হাসান বা উত্তম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর বিরোধিতায় কোন সবল কিংবা দুর্বল হাদীসও নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়নি। (আল মুগনী ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেন, হারামাইন বা মাক্কা-মাদীনাবাসীদের (বার তাকবীরের) 'আমলটাই প্রাধান্যযোগ্য।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্ ২য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ)

মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক-এর ফারসী ভাষ্যে তিনি বলেন, হারামাইনবাসীদের 'আমালটাই সঠিক। (মুসাফ্ফা ১ম খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ 'আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহ.) হানাফী বলেন, আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ-এর বার তাকবীরের উপর 'আমালটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত নয়, বরং তা হল নাবী ﷺ এরই নির্দেশ। যার উপর 'আমল অপরিহার্য। (আত্ তালীকুল মুমাজ্জাদ ১৪১ পৃঃ)

তাকবীরগুলোর গুরুত্ব

ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে বাড়তি তাকবীরগুলো বলা ওয়াজিব। সুতরাং যদি কেউ এ তাকবীর ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা এ তাকবীরগুলো বলা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। তাই অধিকাংশ 'উলামার মতে এটা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত। এটা ভুল করে কিংবা ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলেও সলাত বাতিল হবে না। ইবনে কুদামাহ্ বলেন, এ ব্যাপারে কারো মতভেদ নেই।

(আল মুগনী ২য় খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড, ১৮৬ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকবীরগুলোর মাঝে দু' হাত তোলা হবে কিনা?

এ ব্যাপারে ইমাম নাযীর হুসায়ন দেহলভী (রহ.) বলেন, কোন মারফূ' হাদীস দ্বারা জানা যায় না যে, রসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের তাকবীরগুলোর মাঝে দু' হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলেছিলেন। সেজন্য হাত না তোলাই উচিত। (ফাতাওয়া নাযিরিয়্যাহ্ ১ম খণ্ড, ২১৬ পৃঃ)

'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু জানাযাহ্ ও ঈদের (সলাতে) প্রত্যেক তাকবীরে দু' হাত তুলতেন। (বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, ২৯৩ পৃঃ)

তাই 'আল্লামাহ্ সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহ.) বলেন, তা তোলা উচিত। (ফাতাওয়া সানায়িয়্যাহ্ ১ম খণ্ড, ৩২৭ পৃঃ)

তবে আমার বুখারীর রসমী ওস্তাদ[১] শায়খুল হাদীস 'আল্লামাহ্ ওবায়দুল্লাহ্ রহমানী সাহেব বলেন, এ ব্যাপারে সহী মারফূ হাদীসের কোন প্রমাণ নেই বলে আমার মতে হাত না তোলা উত্তম। কিন্তু কেউ যদি 'উমার, ইবনে 'উমার ও যায়দ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত মাওকূফ হাদীস অনুযায়ী হাত তুলে তাতে আপত্তি নেই। (মিরআত ২য় খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ ইবনে কুদামাহ্ বলেন, ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ঐ হাত তোলার ব্যাপারে সহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোন বিরোধিতার বর্ণনা জানা যায় না। (আল মুগনী, ২য় খণ্ড, ৩৮১পৃঃ)

ঈদের জামা'আত না পেলে

একদা আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ঈদের জামা'আত না পাওয়ায় নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেন। (বুখারী ১৩৫ পৃঃ)

ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) বলেন, যদি কেউ ঈদের জামা'আত না পায় তাহলে সে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গকে নিয়ে দু' রাক্'আত সলাত ক্বাযা আদায় করবে। (বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, ৩০৫ পৃঃ)

---

[১] ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ বুধবার সকার ৬ টায় আমি এবং 'আল্লামার পুত্র মাওলানা 'আবদুর রহমান সাহেব তাদের ইউ.পি. আযমগড় জেলার মুবারকপূর শহরের বাড়ীতে বুখারীর দু'টি হাদীস পড়ে 'আল্লামাহ্ রহমানী সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হই- *আলহামদু লিল্লাহ 'আলা- যা-লিক*।- লেখক

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যদি কেউ ঈদের সলাত এক রাক্'আত পায় তাহলে সে ঈদের ফাযীলাত পাবে এবং ইমামের সালাম ফেরার পর সে দ্বিতীয় রাক্'আত একা আদায় করে নেবে। যে ব্যক্তি জামা'আত পাবে না সে একাও দু' রাক্'আত আদায় করতে পারে। যদি দু'তিন জন বা তার চয়ে বেশী লোক জমা হয় এবং তারা পুরুষ হোক কিংবা নারী তাহলে তারা জামা'আত করে দু' রাক্'আত আদায় করতে পারে। এমতাবস্থায় খুত্ববার প্রয়োজন নেই।

(বুখারী, দস্তরুল মুত্তাক্বী ১৪৫ পৃঃ)

ঈদের সলাতের পরই খুত্ববাহ্

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) ঈদুল ফিত্‌র ও আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হতেন। অতঃপর প্রথম কাজ সলাত আদায় করতেন। তারপর সালাম ফিরে লোকেদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। তখন সব লোকেরা লাইন দিয়ে বসে থাকতো। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে ওয়াজ ও নাসীহাত করতেন এবং কোন কাজের নির্দেশ দিতেন। যদি কোন সৈন্য পাঠাবার প্রয়োজন হত তাহলে তা পাঠাতেন অথবা কোন কিছুর নির্দেশ থাকলে তার হুকুম দিতেন। তারপর বাড়ী ফিরতেন।

(বুখারী ১৩১ পৃঃ মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃঃ; মিশকাত ১২৫ পৃঃ; নাসায়ী ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)

এ হাদীস এবং অন্যান্য আরো হাদীস প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুগের চাহিদা অনুসারে সময়োপযোগী বক্তৃতা করতেন। কোন বাঁধা গদ তিনি শ্রোতাদের শোনাতেন না। যেমন আজকের যুগে কিছু মুসলিম ভাইয়েরা বাঁধা গদের খুত্ববাহ্ গ্রন্থ আরবীতে পড়ে শুনান। ফলে আরবী না জানা শ্রোতাগণ ঐ খুত্ববার ভাবার্থ কিছুই বুঝতে না পেরে বিরক্ত হয়ে পড়েন। আল্লাহ সহীহ হাদীস মোতাবেক আমাদের চলার তাওফীক্ব দান করুন– আমীন!

ইবনে 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে যে, পুরুষদের সামনে নাসীহাত করার পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) মেয়েদের নিকটে যেতেন এবং তাদেরকেও ওয়ায ও নসীহাত করতেন এবং দান খয়রাত করার হুকুম দিতেন। তখন মেয়েরা তাদের কানের ও হাতের গহনা খুলে বেলালকে দিতেন। (বুখারী ১৩১ পৃঃ, মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৮৯ পৃঃ; মিশকাত ১২৫ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, পুরুষদের সামনে ঈদের যে নাসীহাত হয় তার আওয়াজ যদি মেয়ে মুসল্লীরা শুনতে না পায়, তাহলে ইমামের উচিত পুরুষদের খুত্ববাহ্ শেষ করে মেয়েদের কাছে গিয়ে কিছু বক্তব্য পেশ করা। ইমাম নাবাবী (রহ.) বলেন, খত্বীবের উচিত ঈদুল ফিতরের খুত্ববায় শ্রোতাদেরকে ফিত্বরার নিয়ম কানুন শেখানো এবং ঈদুল আযহার খুত্ববায় কুরবানীর বিধান শেখানো। (রওযাতুত্ তা-লেবীন ২য় খণ্ড, ৭৩ পৃঃ)

মহানাবী ﷺ-এর ঈদের খুত্ববাহ্ দেয়ার সময় ঈদগাহে কোন মিম্বার থাকত না। (বুখারী ১৩১ পৃঃ)

তাই তিনি বিলাল-এর কাঁধে হাত রেখে বৃক্ততা করতেন।
(মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৮৯ পৃঃ)

কখনো তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুত্ববাহ্ দিতেন।
(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১৬২ পৃঃ)

আবার কখনো বল্লমের উপর ভর রেখে খুত্ববাহ্ দিতেন।
(মুসনাদে শাফি'ঈ, মিশকাত ১২৬ পৃঃ)

খুত্ববার ভেতরে তিনি বেশী করে তাকবীরও দিতেন।
(ইবনে মাজাহ্, ৯২ পৃঃ)

কিন্তু তাই বলে তিনি তাকবীর দ্বারা ঈদের খুত্ববাহ্ শুরু করতেন না। কারণ, কোন হাদীস দ্বারা এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি দু' ঈদের খুত্ববাহ্ তাকবীর দিয়ে শুরু করেছিলেন। সেই জন্য শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেন, '*আলহামদু লিল্লাহ*' দ্বারা ঈদের খুত্ববাহ্ শুরু করাই ঠিক। কারণ, নাবী ﷺ সমস্ত খুত্ববাই 'আল হামদু লিল্লাহ' দ্বারা শুরু করতেন। (যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড)

ঈদের খুত্ববাহ্ শোনার গুরুত্ব

'আবদুল্লাহ ইবনে সায়িব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ একবার ঈদের সলাত পড়ে বললেন, এখন আমি বক্তৃতা করব। অতএব যার বক্তৃতা শোনার জন্য বসতে ভালো লাগে সে বসে থাক এবং যার চলে যেতে ভালো লাগে সে চলে যাক। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাই ইমাম মালিককে এক ব্যক্তি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, তিনি ইমামের সাথে ঈদুল ফিতরের সলাত আদায়ের পর খুত্ববাহ্ শোনার আগে চলে যেতে পারেন কি? তিনি বললেন, না ততক্ষণ তিনি যেতে পারবেন না যতক্ষণ ইমাম না যান। (মুয়াত্ত্বা ইমাম মালিক ৬৪ পৃঃ)

আগে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঈদের সলাতের শেষে দু'আর গুরুত্ব এত যে, হায়িযওয়ালী মহিলাদের চাদর ধার করেও ঐ দু'আয় শরীক হতে বলা হয়েছে। (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৭০ পৃঃ)

সুতরাং যারা পূর্বোক্ত দলীলের অযোগ্য মুরসাল হাদীসটির ভিত্তিতে ঈদের খুত্ববাহ্ না শুনে চলে যাবে তারা ঈদের গুরুত্বপূর্ণ দু'আ থেকে বঞ্চিত হবে। অতএব ঈদের খুত্ববাহ্ না শুনে যাওয়া যাবে না। বরং মনোযোগ দিয়ে ঈদের খুত্ববাহ্ শুনতে হবে এবং ঐ সময় আপোষে কথা বলাও চলবে না। কারণ বিখ্যাত তাবি'ঈ হাসান বাসরী (রহ.)-এর মতে ইমামের ঈদের খুত্ববাহ্ দেয়া অবস্থায় (শ্রোতাদের) কথা বলা আপত্তিকর।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃঃ)

ঈদের খুত্ববাহ্ দুই না এক?

জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা ঈদুল ফিতরে কিংবা ঈদুল আযহার দিনে দাঁড়িয়ে খুত্ববাহ দিলেন। তারপর তিনি একবার বসলেন, আবার দাঁড়ালেন। (ইবনে মাজাহ্ ৯২-৯৩ পৃঃ)

এ হাদীস সম্পর্কে 'আল্লামাহ্ 'উয়ায়দুল্লাহ রহমানী বলেন, এর সূত্রের রাবী ইসমা'ঈল ইবনে মুসলিম এবং আবূ বাহর রিজালবিদদের মতে অত্যন্ত দুর্বল। (মির্'আতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ৩৩০ পৃঃ)

সুতরাং হাদীসটি য'ঈফ। তাই দলীলের অযোগ্য।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) ঈদের সলাত পড়লেন বিনা 'আযান ও ইকামাতে এবং তিনি দু'টি খুত্ববাহ্ দিতেন, যার মাঝে একবার বসে দু'টাকে আলাদা করতেন।

(মুসনাদে বাযযার, মাজমা'উয্ যাওয়া-য়িদ ২য় খণ্ড, ২০৩ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ হায়সামী (রহ.) বলেন, এ হাদীসের সূত্রে এমন কিছু রাবী আছেন যাদেরকে আমি চিনি না। সুতরাং হাদীসটি য'ঈফ। ইমাম শাফি'ঈ

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(রহ.) বর্ণনা করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উকবাহ্ ইবনে মাস্'উদ বলেন, দু' ঈদের খুত্বায় মাঝখানে একবার বসে দুই খুত্বাহ দেয়া সুন্নাত। (মুসনাদে শাফি'ঈ: শারহুন নিকায়াহ্ ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃঃ)

উক্ত তিনটি হাদীস প্রমাণ করে যে, ঈদের খুত্বাহ্ জুমু'আর মত দু'টি। কিন্তু এ তিনটি বর্ণনা সম্পর্কে মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নাবাবী (রহ.) তদীয় খুলাসাহ্ গ্রন্থে বলেন, ঈদের খুত্বাহ দু'বার হবার ব্যাপারে কোন প্রমাণই নেই। তবে জুমু'আর উপরে অনুমান ছাড়া আর কোন ভরসা নেই। (মুসনাদে শাফি'ঈ, শারহুন নিকায়াহ্ ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃঃ; নাসবুর্ রায়াহ্ ২য় খণ্ড, ২২১ পৃঃ)

ভিত্তিহীন কিয়াস ও অনুমান দ্বারা কোন ফায়সালা ও তথ্য প্রমাণিত হয় না। সেজন্য ঈদের খুত্বাহ কেবল মাত্র একটি, দু'টি নয়।

ঈদের দিনে মুসাফাহ ও কোলাকুলি

ঈদের দিনে খাস করে মুসাফাহ এবং কোলাকুলি ও আলিঙ্গন করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলিম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলেই তাকে সালাম করতে হবে। (মুসলিম, মিশকাত ১৩৩ পৃঃ)

আর মুসাফাহও করতে পারে। যেমন আনাস বলেন, এক ব্যক্তি একদা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার কোন ভাই অথবা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে সে কি তার জন্য ঝুঁকতে পারে? তিনি বললেন, না। লোকটি বললো, সে কি তাকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করবে এবং চুমু দেবে। তিনি বললেন, না। লোকটি বললো, তাহলে সে কি তার একটি হাত ধরে মুসাফাহ করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

(তিরমিযী, মিশকাত ৪০১ পৃঃ)

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, যাদের সাথে সচরাচর দেখা হয় তাদের সাথে ঈদগাহে দেখা হলে সালাম ও মুসাফাহ করা যেতে পারে। কিন্তু কোলাকুলির প্রয়োজন নেই। তবে হাঁ, কারো সাথে যদি বহুদিন পর ঈদগাহে সাক্ষাত হয় তাহলে তার সাথে কোলাকুলি করা যেতে পারে। যেমন একবার রসূলুল্লাহ এর পালক ছেলে যায়দ ইবনে হারিসাহ্

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
কোন যুদ্ধ বা সফর থেকে ফিরে বাড়ী ঢুকলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেন। (তিরমিযী, মিশকাত ৪০১ পৃঃ)

উক্ত সাধারণ ও ব্যাপক ভাব প্রকাশক হাদীসগুলোর ভিত্তিতে অন্যান্য দিনের মত ঈদের দিনেও সচরাচর সাক্ষাৎকারীদের সাথে সালাম ও মুসাফাহ করা যাবে এবং বহুদিন পর সাক্ষাৎকারীর সাথে মুআনাকা বা কোলাকুলি করা যাবে। তবে ঐ কাজগুলো অন্যান্য দিনে না করে বরং ঈদগাহে বা ঈদের দিনে নির্দিষ্টভাবে করলে রসূলের সুন্নাতসম্মত হবে না।

ঈদগাহ থেকে ফিরার পর করণীয় সুন্নাত

ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে রওয়ানা হলেন। তারপর লোকেদেরকে নিয়ে সলাত পড়লেন। তার আগে পরে কোন সলাতই তিনি (ঈদগাহে) পড়েননি। (ইবনে মাজাহ্ ৯৩ পৃঃ)

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه-এর বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সলাত আদায় করে যখন বাড়ী ফিরতেন তখন ঘরে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। (সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ২য় খণ্ড, ৩৬২ পৃঃ; হাকিম ১ম খণ্ড, ২৯৭ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ৯৩ পৃঃ)

উক্ত বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে ঈদের দিনে ঈদগাহে ঈদের জামা'আতের আগে ও পরে কোন সুন্নাত বা নফ্ল সলাত নেই। ঐ দিন ঈদগাহ থেকে ফিরার পর ঘরে দু' রাক্'আত নফ্ল সলাত আদায় করা নাবী ﷺ-এর সুন্নাত। অতএব যারা সুন্নাতে রসূলের আশিক তাদের উচিত ঈদগাহ থেকে ফিরে ঘরে দু' রাক্'আত নফ্ল সলাত আদায় করা। আদায় না করলে আপত্তি নেই।

ঈদের দিনে আপোষে মুবারাকবাদ

একদা ওয়াসিলাহ্ ঈদের দিনে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করে বলেন,

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

(তাক্বব্বালাল্ল-হু মিন্না- ওয়ামিন্কা)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের এবং আপনার তরফ থেকে ঈদকে কবূল করুন। তখন তিনি বলেন, হাঁ, "*তাক্বব্বালাল্ল-হু মিন্না- ওয়ামিনকা*"।

(ইবনে 'আদী)

হাফিয ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি য'ঈফ। তবে অন্য একটি হাসান সূত্রে যুবায়র ইবনে নুফায়র থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ যখন ঈদের দিনে সাক্ষাৎ করতেন তখন একে অপরকে বলতেন– "*তাক্বব্বালাল্ল-হু মিন্না- ওয়ামিনকা*"।

(ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড, ৪৪৬ পৃঃ)

ত্ববারানী কাবীরেও একটি য'ঈফ হাদীস আছে "*তাক্বব্বালাল্ল-হু মিন্না- ওয়ামিনকা*" বলার। (মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ২য় খণ্ড, ২০৬ পৃঃ)

মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ বলেন, একদা আমি আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী প্রমুখ সহাবীদের সাথে ছিলাম। তাঁরা যখন ঈদ পড়ে ফিরছিলেন তখন একে অপরকে বলছিলেন- "*তাক্বব্বালাল্ল-হু মিন্না- ওয়ামিনকা*"। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, এ হাদীসটির সূত্র উত্তম। (আল মুগনী ২য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃঃ)

ঈদের দিনের মাহাত্ম্য

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যেদিন ঈদুল ফিতরের দিন সেদিন আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করতে থাকেন। অতঃপর বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! মজদুরের পুরস্কার কি, যে তার কাজ পুরোপুরি করেছে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তার পুরস্কার তাকে পুরোপুরি এর প্রতিদান দেয়া। এবার আল্লাহ বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার দাস ও দাসীরা তাদের উপর চাপানো কর্তব্য পালন করেছে। তারপর তারা উচ্চৈঃস্বরে (তাকবীর) ধ্বনি দিতে দিতে দু'আর জন্য (ঈদগাহে) রওয়ানা হয়েছে। আমার সম্মান ও গাম্ভীর্যের কৃসম! এবং আমার উদারতা ও উচ্চমর্যাদার কসম! আমি তাদের ডাকে অবশ্য অবশ্যই সাড়া দেব। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের খারাপগুলো ভালো দ্বারা বদলে দিলাম। নাবী ﷺ বলেন : তাই তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরতে থাকে।

(বায়হাক্বী'র "শুআবুল ঈমান", মিশকাত ১৮৬-১৮৩ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নফ্‌ল রোযার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

রমাযানের একটি মাস বাধ্যতামূলক রোযা শেষ করার পর বছরের বাকি এগারটি মাসেও যাতে সিয়ামের অভ্যাস কিছু কিছু থাকে তার জন্য ঈদের পরদিন থেকেই প্রতি মাসের কিছু কিছু সিয়াম রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। তবে ঐ সিয়ামগুলো রমাযানের মত বাধ্যতামূলক নয় বরং ইচ্ছাধীন। কেউ ইচ্ছে করলে তা রাখতে পারে এবং বাড়তি সওয়াব পেতে পারে। কিন্তু না রাখলে কেউ গুনাহগার হবে না। তবে সে বাড়তি সওয়াব পাবে না। আরবী 'নাফ্‌ল' শব্দের শাব্দিক অর্থ বাড়তি। তাই ঐ সিয়ামকে নফ্‌ল সিয়াম বলা হয়। এজন্যই নাবী ﷺ প্রত্যেক মাসে তিনটি করে (নফ্‌ল) সিয়াম রাখতেন। (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃঃ)

এ রোযার মাহাত্ম্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মাত্র একদিন রোযা রাখবে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তার নিকট থেকে জাহান্নামকে একশ' বছর চলা-পথের দূরত্বে সরিয়ে দিবেন।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃঃ; ত্বারানী'র "কাবীর" ও "আওসাত্ব", মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ৩য় ১৯৪ পৃঃ' কানযুল 'উম্মাল ৪ম খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ)

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে যে, একশ' বছর চলার পথের ঐ দূরত্বটি স্বাভাবিক দেহী দ্রুতগামী ঘোড়ার একশ' বছর দৌড়ানো পথের দূরত্ব।

(ত্বারানী'র "কাবীর"; মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ, ৩য়, ১৯৪ পৃঃ)

অন্য এক বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন এক ব্যক্তি যদি একদিন নফ্‌ল রোযা রাখে তারপর তাকে যদি জমিন ভর্তি সোনা দেয়া হয় তাহলেও তার সওয়াব হিসাবের দিনের তুলনায় পুরোপুরি হবে না।

(আবূ ইয়া'লা ও ত্বারানী'র "আওসাত্ব"; মজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ৩য় খণ্ড, ১৮২ পৃঃ)

একদা আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা 'ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর নিকট ইনজীলে এ ওয়াহী পাঠান যে, তুমি বানী ইসরাঈলদের নেতৃবর্গকে বলে দাও- আমার সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি রোযা রাখবে আমি তার শরীর সুস্থ রাখব এবং তার পুরস্কারকে বড় করে দেব।

(আবূশ্ শায়খের আসসওয়া-ব, দায়লামী ও রাফিয়ী, কানযুল 'উম্মাল ৮ম খণ্ড, ২৯২ পৃঃ)

এ কারণেই মনে হয় নাবী ﷺ প্রত্যেক মাসে তিনটি করে সিয়াম ছাড়তেন না। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ; মিশকাত ১৮০ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাওওয়ালের ছয়টি সিয়াম

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রমাযানের সিয়াম রাখলো, তারপর ওর পরপরেই শাওওয়াল মাসে ছয়টি সিয়ামও করলো ওগুলো সারা বছরের সিয়ামের মত হল।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৬৯ পৃঃ; মিশকাত ১৭৯ পৃঃ, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩০ পৃঃ)

একটি হাদীসে এক বছরের হিসাবটা রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে দিয়েছেন, রমাযানের এক মাসের সিয়াম দশ মাসের সমান এবং (শাওওয়ালের) ছয়টি সিয়াম দু'মাসের সমান। এই হল এক বছর।

(ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৯৮ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪র্থ ২৯৮ পৃঃ)

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে,

যে ব্যক্তি রমাযানের সিয়াম ও শাওওয়ালের ছয়টি সিয়াম রাখে সে তার গুনাহ থেকে ঐভাবে বেরিয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। (ত্বাবারানী'র "আওসাত্ব", মজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ৩য় খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ)

অপর একটি য'ঈফ হাদীসে আছে,

রসূলুল্লাহ ﷺ এর পালক পুত্র যায়দ-এর ছেলে উসামাহ্ رضي الله عنه হারাম মাসগুলোতে সিয়াম রাখতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে একদা বললেন, তুমি শাওওয়ালে সিয়াম রাখ। তারপর তিনি হারাম মাসের সিয়াম ছেড়ে দেন এবং তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শাওওয়ালের সিয়াম রাখতে থাকেন। (যিয়া মাকদিসী, কানযুল 'উম্মাল ৮ম খণ্ড, ৪১০ পৃঃ)

মুহার্‌রম ও 'আশূরার রোযা

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : রমাযানের পর সর্বোত্তম সিয়াম মুহার্‌রম মাসের সিয়াম।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৬৮ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩০ পৃঃ)

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মুহাররম মাসে একটি সিয়াম রাখবে সে একদিনের বদলে ত্রিশ দিনের নেকী পাবে। (ত্বাবারানী'র "সগীর"; মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ৩য় খণ্ড, ১৯০ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি সহীহ্ হাদীসে নাবী ﷺ বলেন : সিয়ামের ব্যাপারে কোন দিনের শ্রেষ্ঠত্ব অত নেই যত শ্রেষ্ঠত্ব আছে রমাযান মাসের এবং 'আশূরা (মুহার্‌রমের দশম) দিনের।

(ত্বারানী'র "কাবীর"; মাজমা'উয্ যাওয়া-য়িদ ৩য় খণ্ড, ১৮৬ পৃঃ)

তিনি (ﷺ) বলেন : তোমরা 'আশূরার দিনে সিয়াম রাখ। কারণ এ দিনে অনেক নাবী সিয়াম রাখতেন। তাই তোমরাও সিয়াম রাখ।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্, কানযুল 'উম্মাল ৮ম খণ্ড, ৩৭৫ পৃঃ)

তিনি (ﷺ) বলেন : আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, 'আশূরার সিয়াম গত এক বছরের গুনাহ্ মিটিয়ে দেবে।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৬৭ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৫ পৃঃ, মিশকাত ১৭৯ পৃঃ)

উপরোক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে মুহার্‌রম মাসে কেউ যদি একটি সিয়াম রাখতে চায় তাহলে সে যেন কেবলমাত্র দশই মুহাররমে সিয়াম না রাখে। বরং নয় ও দশ কিংবা দশ ও এগারই মুহাররমে দু'টি সিয়াম রাখে। কারণ, মহানাবী ﷺ-কে একবার 'আশূরার দিনে সিয়াম রাখা অবস্থায় বলা হল যে, এ দিনটিকে ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানেরা মহান দিন মনে করে। তখন তিনি বললেন, আগামী বছর যখন আসবে তখন আমরা নয় তারিখেও সিয়াম রাখবো ইন্‌শা-আল্ল-হ! অতঃপর আগামী বছর আসার আগেই রসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত পান।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৫৯ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩২ পৃঃ)

তাই উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা নয় ও দশ তারিখে সিয়াম রাখ এবং ইয়াহূদীদের বিপরীত কর।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃঃ)

অন্য একটি য'ঈফ হাদীসে আছে. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা 'আশূরার সিয়াম রাখ এবং এ ব্যাপারে ইয়াহূদীদের বিপরীত কর। তাই ওর আগে একদিন এবং পরে একদিন সিয়াম রাখ।

(আহমাদ, বাযযার, মাজমা'উয্ যাওয়া-য়িদ ৩য় খণ্ড, ১৮৮ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আশূরার আগে একদিন কিংবা পরে একদিন রোযা রাখ। (ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৯১ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুলহিজ্জাহ্ ও 'আরাফার সিয়াম

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, নাবী ﷺ বলেন : যুলহিজ্জার মাসের প্রথম দশকের এক এক দিনের সিয়াম এক বছর সিয়াম রাখার সমান।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৫ পৃঃ, মিশকাত ১২৭ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন স্ত্রী বলেন, নাবী ﷺ বরাবরই যুলহিজ্জার নয়টি সিয়াম রাখতেন।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫২ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩১ পৃঃ; মিশকাত ১৮০ পৃঃ)

উক্ত নয়টি সিয়ামের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সিয়াম নবম তারিখের সিয়াম। যুলহিজ্জাহ্ মাসের নবম তারিখে হাজ্জের প্রধানতম অঙ্গ আরাফাতের মাঠে অবস্থান করতে হয় বলে ঐ দিনটিকে 'আরাফার দিন বলে। তাই ঐ দিনের গুরুত্বপূর্ণ রোযাটিকে 'আরাফার রোযা বলা হয়। এই রোযার ফাযীলাত সম্পর্কে মহানাবী ﷺ বলেন : আমি আল্লাহর নিকটে আশা রাখি যে, 'আরাফাহ্ দিনের রোযা গত এক বছর এবং আগামী এক বছর গুনাহের কাফ্ফারাহ্ হবে।

(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৬৭ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ; ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ; মিশকাত ১৭৯ পৃঃ, ইবনে মাজাহ্ ১২৫)

অন্য এক বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকারী হাজ্জব্রত পালনরত ব্যক্তিকে আরাফার রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩১১ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৫)

অন্য বর্ণনায় মা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় মাস ছিল শা'বান। তিনি শা'বানে সিয়াম রাখতেন, বরং রমাযানের সাথে তা মিলিয়ে দিতেন। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫০ পৃঃ)

উসামাহ্ ইবনে যায়দ বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি আপনাকে শা'বানের মতো অন্য মাসগুলোতে এত সিয়াম রাখতে দেখি না কেন? তিনি বললেন, এটা রজব ও রমাযানের মধ্যবর্তী এমন মাস যে মাসটি থেকে লোকেরা উদাসীন থাকে। এটা এমন যে মাসে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকটে মানুষের 'আমাল উঠানো হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, সিয়াম থাকা অবস্থায় যেন আমার 'আমাল ওঠানো হয়। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫১ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উত্তম সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, তা হল রমাযানের সম্মানার্থে শা'বানের সিয়াম। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ১০৩ পৃঃ)

এ শা'বান মাসেরই একটি দিন পনেরই শা'বান যে দিনে সিয়াম রাখা সম্পর্কে একটি অত্যন্ত য'ঈফ হাদীস পাওয়া যায়। তা হল এই : 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : শা'বান মাসের অর্ধেকের রাতটি যখন আসবে তখন তুমি রাতে সলাতে দাঁড়াও এবং দিনে সিয়াম রাখ। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা ঐ রাতে সূর্য ডোবার সময় দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছো কি, যাকে আমি ক্ষমা করব? কোন রুযী প্রার্থী আছো কি, যাকে আমি রুযী দেব?

কোন অসুস্থ ব্যক্তি আছো কি, যাকে আমি রোগ মুক্ত করে দেব? এভাবে তিনি আরো কিছু বলতে থাকেন ফাজ্‌র উদয় হওয়া পর্যন্ত।

(ইবনে মাজাহ্, মিশকাত ১৫৫ পৃঃ)

শবে বরাতের সিয়াম প্রমাণিত হয় না

উক্ত হাদীসটির এক রাবী আবূ বাক্‌র ইবনে 'আবদুল্লাহ সম্পর্কে হাফিযুদ দুনিয়া 'আল্লামাহ্ ইবনে হাজার 'আসক্বালানী (রহ.) বলেন, হাদীস বিশারদগণ এ লোকটিকে জাল হাদীস বর্ণনাকারী নামে অভিহিত করেছেন। (তাকরীবুত্ তাহযীব ৪১০ পৃঃ)

হাফিয ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন (রহ.) বলেন, লোকটি হাদীস জাল করতো। ('আল্লামাহ্ শাতিবী-এর "আল ইতিসা-সির" ৩৪ পৃঃ)

তাই মিসরের আধুনিক গবেষক 'আল্লামাহ্ রশীদ রিযা বলেন, 'আলী (রাঃ) বর্ণিত ঐ হাদীসটি জাল (ঐ পৃষ্ঠার টীকা)।

'আল্লামাহ্ আবুল হাসান সিন্ধী হানাফী ইবনে মাজার টীকায় বলেন, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈন (রহ.) বলেন, ঐ লোকটি হাদীস জাল করতো। তাই এ হাদীসটি জাল।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পনেরই শা'বানের উক্ত একটি সিয়াম সংক্রান্ত হাদীসটি জাল বলে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেন, নিসফে শা'বানে বা পনেরই শা'বানে কেবলমাত্র একটি সিয়াম রাখার হাদীসটি ভিত্তিহীন। তাই একটি রোযা রাখা মাকরূহ। (কিতাবু ইকতিযা-য়িস সিরা-তিল মুস্তাক্বীম ১৪৫ পৃঃ)

অতএব শা'বান মাসের এক থেকে পনের পর্যন্ত যে যত পারে নফ্ল রোযা রাখতে পারে। কিন্তু কেউ যদি কেবলমাত্র একটি রোযা রাখতে চায় তাহলে তিনি ঐ একটি রোযা পনেরই শা'বানে না রেখে কিংবা পাহেলা শা'বান থেকে পনেরই শা'বান পর্যন্ত কোন জুমু'আহ্ দিনে না রেখে অন্য দিনে রাখবেন। যাতে তিনি মাকরূহ বা শারী'আতী আপত্তিকর বিষয় থেকে বাঁচতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সহীহ হাদীস মোতাবেক চলার সুমতি দিন– আমীন!

প্রতি মাসে তিনটি সিয়ামের মাহাত্ম্য

নাবী ﷺ বলেন : আমি তোমাদেরকে এমন জিনিসের খবর দেব না কি যা মানুষের মনের হিংসা দূর করে? তা হল প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম রাখা। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় তিনি (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম রাখলো সে যেন গোটা বছরই সিয়াম রাখলো।

(ঐ ২৫৬ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃঃ)

হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, চারটি জিনিসকে নাবী ﷺ কখনোই ছাড়তেন না। তা হল 'আশূরার রোযা, যুলহিজ্জার দশটি সিয়াম এবং প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম ও ফাজ্রের আগে দু' রাক্'আত সুন্নাত সলাত।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ; মিশকাত ২৮০ পৃঃ)

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাকে আমার বন্ধু ﷺ বিশেষ নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, আমি যেন তিনটি জিনিস কখনই না ছাড়ি। তা হল চাশ্তের সলাত, ঘুমাবার আগে বিত্রের সলাত এবং প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ)

একদা নাবী ﷺ আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন, তুমি যখন কোন মাসে কিছু সিয়াম রাখবে তখন মাসের তের, চৌদ্দ ও পনেরই তারিখে সিয়াম রাখবে। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫৭ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃঃ; মিশকাত ১৮০ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জারীর ইবনে 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর বর্ণনায় নাবী ﷺ বলেন : প্রত্যেক মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে সিয়াম গোটা বছরেরই সিয়াম। (নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ)

সোম ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম রাখার বৈশিষ্ট্য

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বান্দাদের 'আমাল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমি সিয়াম থাকা অবস্থায় যেন আমার 'আমাল পেশ করা হয়।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃঃ; মিশকাত ১৮০ পৃঃ, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩১ পৃঃ; নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫১ পৃঃ; সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃঃ)

'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম খুঁজে বেড়াতেন। (নাসায়ী, ১ম খণ্ড, ২৫১ পৃঃ)

তাই তাঁকে একদা সোমবার সিয়াম রাখার কারণ জিজ্ঞেস করা হল। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : এ দিনে আমি জন্মেছি এবং এই দিনেই আমার উপর কুরআন নাযিল (হওয়া শুরু) হয়েছে– (মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ; মিশকাত ১৭৯ পৃঃ)। অন্য বর্ণনায় এতটা বাড়তি আছে যে, ঐ দিনেই আমি মরব– (ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৯৯ পৃঃ)।

কেবলমাত্র জুমু'আহ্ ও শনিবারে সিয়াম নিষেধ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যেন কেবলমাত্র জুমু'আর দিনে অবশ্য অবশ্যই রোযা না রাখে। তবে হাঁ, তার আগে কিংবা পরের (দিনের) সাথে মিলিয়ে রাখে।

(বুখারী ২৬৬ পৃঃ, মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৬০ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৪ পৃঃ, মিশকাত ১৭৯ পৃঃ)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জুমু'আর দিন ঈদের দিন। তাই তোমরা ঈদের দিনকে রোযার দিন বানিয়ো না। তবে তার আগে কিংবা তার পরে তোমরা রোযা রাখবে।

(ইবনে খুযায়মাহ্ ৩য় খণ্ড)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ জন্যই নাবী ﷺ কখনো শুধুমাত্র জুমু'আর দিনে রোযা রাখেননি।

(ত্বাবারানী, মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ২য় খণ্ড, ২০০ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা শনিবারে রোযা রেখো না। তবে ফার্‌য রোযা ছাড়া। ইমাম তিরমিযী বলেন শনিবারে খাস করে রোযা রাখা মানার কারণ এই যে, ইয়াহূদীরা শনিবার দিনটিকে সম্মান করে।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ; ইবনে মাজাহ্ ১২৫ পৃঃ, দারিমী, আহমাদ, মিশকাত ১৮০ পৃঃ)

উক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে কেবলমাত্র জুমু'আর দিন কিংবা শুধুমাত্র শনিবার দিন নফ্‌ল রোযা রাখা যাবে না। তবে হাঁ, কোন জুমু'আহ্ কিংবা শনিবারে 'আরাফার দিন অথবা 'আশূরার দিন পড়লে সেই জুমু'আহ্ ও শনিবারে উক্ত নফ্‌ল রোযা রাখা যাবে। অন্য নফ্‌ল রোযা রাখা আপত্তিকর।

স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফ্‌ল রোযা নিষেধ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন নারীর জন্য তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার বিনা অনুমতিতে (নফ্‌ল) রোযা রাখা বৈধ নয়। (মুসলিম ১ম, নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৩২ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৭ পৃঃ; মিশকাত ১৭৮ পৃঃ)

নফ্‌ল রোযা ইচ্ছামত রাখা ও ভাঙ্গা যাবে উম্মে হানী رضي الله عنها বলেন, এক প্রশ্নের উত্তরে মাক্কাহ্ বিজয়ের দিনে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নফ্‌ল রোযা পালনকারী নিজের আত্মার সরদার। সে যদি চায় রোযা রাখতে পারে এবং সে চাইলে তা ভাঙ্গতেও পারে। (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত ১৮১ পৃঃ)

ইবনে 'উমার رضي الله عنه বলেন, একজন লোক অর্ধেক দিন পর্যন্ত না খেলে তার অধিকার থাকে যে, তারপর সে যদি খেতে চায় খেতে পারে এবং এবং সে যদি রোযা রাখতে চায় তাহলে সে রোযা রাখতে পারে।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

একদা হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه সূর্য ঢলার পর রোযা রাখাটা ভালো মনে করায় রোযা থাকলেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

উক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, কেউ যদি নফ্‌ল রোযা রাখার পর কিছু বেলা হলে রোযাটি ভাঙ্গার প্রয়োজন বোধ করে তাহলে সে তা

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
ভাঙ্গতে পারে। পরে তাকে ঐ রোযা ক্বাযা করে দিতে হবে না। তেমনি কেউ যদি সুবহে সাদিক্ব বা সাহারী খাবার সময় থেকে দুপুর পর্যন্ত কিছু না খেয়ে কাটিয়ে দেয় তারপর সে যদি মনে করে যে, বাকি অর্ধেক দিনটা না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে তাহলে সে ঐ দুপুরের সময়ই রোযার নিয়্যাত করে ঐ দিনটা নফ্‌ল সওমে কাটাতে পারে।

রজবের রোযা নিষেধ

ইবনে 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ রজবের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ্ ১২৬ পৃঃ)

খারশাহ্ ইবনে হূর তাবি'ঈ বলেন, আমি রজবের ব্যাপারে 'উমারকে লোকেদের হাতের তালুতে মারতে দেখেছি। পরিশেষে তারা খাবার পাত্রে হাত রাখতে বাধ্য হত। তখন তিনি বলতেন, খাও খাও। এটা তো কেবল সেই মাস যাকে প্রাক ইসলামী যুগের কাফিররা সম্মান করত।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ ৩য় খণ্ড, ১০২ পৃঃ)

অন্য বর্ণনায় এতটা বাড়তি আছে যে, ইসলাম যখন আসে তখন তা ত্যাগ করা হয়। (ত্বাবারানী'র "আওসাত্ব", মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ ৩য় খণ্ড, ৯১৯ পৃঃ; কানযুল 'উম্মাল ৮ম খণ্ড, ৪০৯ পৃঃ)

রজবের রোযার জাল ফাযীলাত

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ﷺ-এর নামে বর্ণিত একটি জাল হাদীসে আছে, নাবী ﷺ নাকি বলেন, রজব আল্লাহর মাস এবং শা'বান আমার মাস আর রমাযান উম্মাতের মাস। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রজবের রোযা রাখে তার জন্য আল্লাহর মহাসন্তোষ অবধারিত হয়ে যায়। এবং তাকে তিনি জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দেবেন।

উক্ত বর্ণনাটি বিরাট বর্ণনা। ওতে এ বর্ণনাও আছে, যে ব্যক্তি রজবের মাসে দু'টি থেকে পনেরটি সিয়াম রাখবে তার নেকী পাহাড়ের মত হবে।.....সে কুষ্ঠ ও শ্বেত এবং পাগলামি রোগ থেকে মুক্তি পাবে।....জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে।.....জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খোলা হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আল্লামাহ্ জালালুদ্দীন সূয়ুত্বী (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি জাল।
(আল্লাআ-লিল মাসনূআহ্ ফিল আহা-দীসিল মাওযূ'আহ্ ২য় খণ্ড, ১১৪-১১৫ পৃঃ)

সহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামে বর্ণিত আর এক জাল হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি রজব মাসে তিনটি সিয়াম রাখবে তার জন্য আল্লাহ এক মাসের সিয়াম লিখে দেবেন....।

এর একজন বর্ণনাকারী 'আম্র ইবনে আযহার হাদীস জাল করত।
(আল্লাআ-লিল মাসনূআহ ফিল আহা-দীসিল মাওযূ'আহ্ ২য় খণ্ড, ১১৪-১১৫ পৃঃ)

তাই এ হাদীসটি জাল। আনাসের নামে অন্য বর্ণনায় আছে, রজবের একটি রোযা এক বছর সিয়ামের মত।.....এই রজব মাসে নূহ (আলায়হিস সালাম) জাহাজে চড়েন। তাই তিনি রোযা রাখেন এবং তিনি তাঁর সাথীদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।.....ইবনে আসাকির-এর বর্ণনায় আছে, নূহ (আলায়হিস সালাম) এবং তাঁর সাথী ও জন্তুরাও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রোযা রেখেছিলেন রজবের প্রথম তারিখে। 'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী এ বর্ণনাগুলো তাঁর রচিত উক্ত জাল হাদীসগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
(আল্লাআ-লিল মাসনূআহ্ ফিল আহা-দীসিল মাওযূ'আহ্ ২য় খণ্ড, ১১৬-১১৭ পৃঃ)

সুতরাং এসব হাদীসই জাল।

সিয়ামে রমাযান ও হাশরের ময়দান

আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾﴾

"খাও এবং পান কর আরামে তার বিনিময়ে যা তোমরা (দুনিয়ার) বিগত দিনগুলোতে পাঠিয়েছিলে।" (সূরা আল হা-ক্বক্বাহ্ ৬৯ : ২৪)

বিশিষ্ট তাবি'ঈ 'আল্লামাহ্ মুজাহিদ (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াতটি সিয়াম পালনকারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। 'আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সে সহাবী যাঁকে নাবী (ﷺ) তাঁর স্বপ্নে দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসে আছে তিনি (ﷺ) বলেন, আমি আমার উম্মাতের এক ব্যক্তিকে দেখলাম তিনি পিপাসায় কাতর হয়ে জিভ বার করছেন। তিনি

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
যখনই হাওযে কাওসারের কাছে হাজির হলেন তখনই তাকে বাধা দেয়া হল এবং তাড়িয়ে দেয়া হল। অতঃপর তার কাছে রমাযানের সিয়াম এল। তারপর তাকে সে পানি পান করালো এবং তৃপ্ত করল।

(ত্বারানী, মাজলিসু শাহরি রমাযান- ৫২ পৃঃ)

হাফিয ইবনে ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেছেন, উসূলে হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ হাদীসটি হাসান বা মধ্যম পর্যায়ের। (কিতাবুর রূহ ১০ম পরিচ্ছেদ, উর্দূ তরজমা ১৫৩-১৫৫ পৃঃ)

রমাযান ও 'আলিমদের তিলাওয়াতে কুরআন

সালাফ সলিহীন তথা আগের যুগের 'আলিমগণ রমাযান মাসে সলাতের মধ্যে এবং সলাতের বাইরে খুব বেশী করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। বিশিষ্ট তাবি'ঈ ইমাম যুহরী (রহ.) রমযান মাস এলে বলতেন, এটা তো কেবলমাত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং খাদ্য খাওয়াবার মাস। ইমাম মালিক (রহ.) রমাযান মাস এলে হাদীস পড়া এবং বিদ্যার মাজলিসগুলো ছেড়ে দিতেন। তখন তিনি কুরআন থেকে তিলাওয়াত করার উপর ঝুঁকে পড়তেন।

বিখ্যাত তাবি'ঈ ক্বতাদাহ্ (রহ.) সর্বদা প্রত্যেক সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। তিনি রমাযানে প্রত্যেক তিন দিনে এবং রমাযানের শেষ দশকে প্রত্যেক রাতে কুরআন খতম করতেন। আর এক তাবি'ঈ ইব্রাহীম নাখ'ঈ (রহ.) কুরআন খতম করতেন রমাযানে প্রত্যেক তিন রাতে এবং রমাযান মাসে প্রত্যেক শেষ দশকে প্রত্যেক দু' রাতে। আর আসওয়াদ (রহ.) গোটা রমাযান মাসে প্রত্যেক দু' রাতে কুরআন খতম করতেন।

(মাজলিসু শাহ্রি রমাযান ২৪ পৃঃ)

কুরআন তিলাওয়াতের নেকী সম্পর্কে বিখ্যাত সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ ﷺ-এর বর্ণনায় নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পড়বে সে ওর বদলে একটি করে নেকী পাবে। আর ঐ একটি নেকী ওর মত দশগুণ বদলে দেয়া হবে। আমি এ কথা বলি না, আলিফ লাম মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ এবং লাম একটি হরফ আর মীমও একটি হরফ। (তিরমিযী, দারিমী, মিশকাত ১৮৬ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি মহান পুণ্যময় লেখকগণ ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে অথচ ঠেকে ঠেকে পড়ে আর তা তার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে সে দু'টি নেকী পাবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৪ পৃঃ)

বিশিষ্ট সহাবী আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হয় নাবী (ﷺ)-এর পড়াটা কেমন ছিল? তিনি বলেন, তিনি তা টান দিয়ে পড়তেন। তারপর তিনি পড়েন : *বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম*। তিনি "*বিসমিল্লা-হ*"-তে টান দিলেন। "*আর্ রহমা-ন*"-এ টান দিলেন। "*আর্ রহীম*"-এ টান দিলেন। (বুখারী, মিশকাত ১৯০ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ক্বিরাআত কেটে কেটে পড়তেন। তিনি বলতেন : "*আল্ হাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন*" তারপর তিনি দম ছেড়ে দিতেন। তারপর তিনি (ﷺ) বলতেন : "*আর্ রহমা-নির রহীম*", তারপর তিনি দম ছেড়ে দিতেন। (তিরমিযী, মিশকাত ১৯১ পৃঃ)

রোযা রাখার রহস্য

রোযা রাখার একটি রহস্য এই যে, রোযা মানুষের চিন্তাভাবনা ও আল্লাহর স্মরণকে একনিষ্ঠ করে। কারণ, প্রবৃত্তি উত্তেজনামূলক জিনিস গ্রহণ করলে তা অমনোযোগিতা সৃষ্টি করে। আর কখনো তা হৃদয়কে শক্ত করে এবং প্রকৃত সত্য থেকে অন্ধকারে রাখে। এজন্যই নাবী (ﷺ) কম খাওয়া ও কম পান করার পথ দেখিয়েছেন। তিনি (ﷺ) বলেন : আদমের সন্তান তার পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন পাত্রকে ভরপুর করে না। আদম সন্তানের জন্য কতিপয় লুকমাই যথেষ্ট যা তার শিরদাঁড়াকে সোজা রাখে। ঐ পানাহার যদি একান্তই জরুরী হয় তাহলে তিনভাগের একভাগ তার খাবার জন্য হবে এবং তিনভাগের একভাগ তার পান করার জন্য হবে। আর তিনভাগের একভাগ তার নিঃশ্বাস নেবার জন্য হবে।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, মিশকাত ৪৪২ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আল্লামাহ্ আবূ সুলায়মান দুররানী বলেন, দেহ যখন ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হয় তখন অন্তরটা পরিষ্কার এবং গলে (নরম) থাকে। আর যখন তা ভরাপেটে থাকে তখন অন্তরটা অন্ধ হয়ে যায়।

(মাজলিসু শাহ্‌রি রমাযান ৪২ পৃঃ)

রোযা রাখার একটি রহস্য হচ্ছে শিরার মধ্যে রক্ত চলাচলের জায়গাগুলোকে সংকীর্ণ করা সিটকে দেয়া। কারণ, ক্ষুধা ও পিপাসার কারণে ঐ শিরাগুলো সিটকে যায়। ফলে মানুষের দেহের মধ্যে শয়তানদের চলাচলের জায়গাগুলো সংকীর্ণ হয়ে যায়। কারণ, সহীহ হাদীসে আছে : আনাস ﷺ-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয় শয়তান মানুষের মধ্যে চলাচল করে তার রক্ত চলাচলের জায়গা দিয়ে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮ পৃঃ)

তাই রোযা রাখলে শয়তানের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা)-গুলো নিস্তেজ হয় এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও রাগের মাত্রা কমে যায়। এজন্যই বিয়ে করতে অপারগ যুবককে নাবী ﷺ রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৬৭ পৃঃ)

জিহাদ ও সফরে রোযা পরিত্যাগ

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ﷺ বলেন, একবার আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাক্কার দিকে সফর করেছিলাম। তখন আমরা রোযা অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমরা একটি জায়গায় নামলাম। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা অবশ্যই তোমাদের শত্রুদের কাছে পৌঁছে গেছ। এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গাটাই তোমাদের জন্য শক্তিবর্দ্ধক উপায়। এ সফরে রোযা ভাঙ্গাটা ইচ্ছেধীন ছিল। তাই আমাদের মধ্যে কেউ রোযা অবস্থায় থাকল। আবার কেউ তা ভেঙ্গে দিল। তারপর আমরা আর একটি জায়গায় নামলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের দুশমনের কাছে সকালে পৌঁছে যাচ্ছ। এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গাটাই তোমাদের জন্য শক্তিবর্দ্ধক উপায়। তাই তোমরা সিয়াম ভেঙ্গে দাও। আর এটা রোযার ছাড় ছিল। ফলে আমরা রোযা ছেড়ে দিলাম। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৫৭ পৃঃ)

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উক্ত হাদীসটি প্রমাণ করে যে, জিহাদের জন্য শক্তি সঞ্চয় করাটা একটি স্বতন্ত্র কারণ। সফর নয়। সেজন্য নাবী ﷺ জিহাদের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশে রোযা ভাঙ্গা ও ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সফরের জন্য কেউ রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য নয়। এজন্য তিনি (ﷺ) প্রথম মঞ্জীলে (নামার জায়গাতে) রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দেননি। (মাজালিস্ শাহরি রমাযান ৩৭ পৃঃ)

আবুদ্ দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে রমাযান মাসে প্রচণ্ড গরমে বের হই। পরিশেষে আমাদের কেউ কেউ রোযার তাপে নিজের হাতটা মাথায় রাখতে থাকে। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ ﷺ এবং 'আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা رضي الله عنه ছাড়া আর কেউ সিয়াম পালনকারী ছিলেন না। তাঁর কাছে যখন এ খবর পৌঁছল যে, সহাবীদের জন্য রোযা রাখাটা কষ্টকর হচ্ছে তখন তিনি সহাবীদের সুবিধার্থে রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ)

عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ يَعْنِي الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا عَلَى هٰذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ.

আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একজোড়া দান করবে তাকে জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্য হতে আওয়াজ দেয়া হবে, হে আল্লাহর দাস! এটা ভালো কাজ। অতএব যে ব্যক্তি সলাত আদায়কারী হবে তাকে সলাত আদায়কারীদের দরজা থেকে ডাক দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিহাদকারীদের মধ্যে হবে তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাক দেয়া হবে। এবং যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারীদের মধ্যে হবে তাকে রাইয়্যান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি সদাক্বাহ্ওয়ালা (দানশীল) হবে তাকে সদাক্বার দরজা থেকে ডাকা হবে। তখন আবূ বাক্র ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার বাবা ও মা আপনার উপরে উৎসর্গিত হোক! যাকে ঐসব দরজা থেকে ডাকা হবে তার তো কোন ক্ষতিই হবে না। অতএব কোন ব্যক্তিকে এ সমস্ত দরজা থেকে ডাকা হবে কি? তিনি বললেন, হাঁ। আর আমি আশা করি তাদের মধ্যে তুমি হবে।

(বুখারী ১ম খণ্ড, ২৫৪-২৫৫পৃঃ)

সমাপ্ত

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রমাণপঞ্জী

১। আল কুরআন, ২। তাফসীর ইবনে কাসীর – ছাপা- দারুল ফিক্‌র; ৩। তাফসীরে কাবীর – মুম্বাই, ৪। এরই টীকায় ছাপা তাফসীরে আবুস্ সউদ, ৫। তাফসীর খাযেন, মিসরী ছাপা; ৬। এরই টীকায় ছাপা তাফসীরে বাগাভী, ৭। তাফসীর দুর্‌রে মানসূর – দারুল মারেফাহ্, বৈরুত ছাপা; ৮। তাফসীর মাযহারী নাদ্‌ওয়াতুল মুসান্নিফীন – দিল্লী ছাপা, ৯। তাফসীর ফাতহুল কাদীর – ছাপা- দারুল ফিক্‌র, ১০। রূহুল আমা-নী – মুনীরিয়্যাহ্ মিসরী ছাপা, ১১। আল মানার মিসরী, ১২। 'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী'র "লুবা-বুন নুকূল ফী আসবা-বিন নুযুল" – দারুল মারেফাহ্, বৈরুত ছাপা; ১৩। তাফসীর ফাতহুল বায়া-ন বূলাক – মিসরী ছাপা, ১৪। মা'আ-রিফুল কুরআন – মুস্তাফায়িয়্যাহ্ দেওবন্দ, ১৫। বুখারী মুজতাবায়ী – দিল্লী ছাপা, ১৬। মুসলিম – রশীদিয়্যাহ্, দিল্লী, ১৭। তিরমিযী – ঐ ছাপা, ১৮। আবূ দাউদ – কানপুর, ১৯। নাসায়ী – রহীমিয়্যাহ্, দিল্লী, ২০। ইবনে মাজাহ্ – বশীর, কলকাতা, ২১। তাহাভী- রহীমিয়্যাহ্ – দেওবন্দ, ২২। 'সুনানে কুবরা' বায়হাক্বী – হায়দ্রাবাদ ছাপা, ২৩। ওরই টীকায় আল জওহারুন নকী, ২৪। মুস্তাদরাকে হাকিম – ঐ, ২৫। সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ – বৈরুত, ২৬। মুসান্নাফ 'আবদুর্ রাযযাক্ব – ঐ ছাপা, ২৭। মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ – মুম্বাই, ২৮। দারাকুত্বনী ফারুকী – দিল্লী, ২৯। মারাসীলে আবূ দাউদ মজীদী – কানপুর, ৩০। মিশকাত – রশীদিয়্যাহ্, দিল্লী, ৩১। বুলূগুল মারাম – ঐ, ৩২। কানযুল 'উম্মাল – হায়দ্রাবাদ ছাপা, ৩৩। তালখীসূল হাবীর আনসারী – দিল্লী, ৩৪। মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ – দারুল কিতাবিল, আরাবী, বৈরুত। ৩৫। ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লায়লা– হায়দ্রাবাদ, ৩৬। মারওয়াযীর ক্বিয়ামুল লায়ল, রিফাহে আম – লাহোর, ৩৭। আল্লাআ-লিল মাসনূআহ্ ফিল আহাদীসিল মাউর্‌যূ'আহ্ – হুসায়নিয়্যাহ্, মিসরী। ৩৮। ফাতহুল বারী – রিয়াদ, ছাপা, ৩৯। 'উমদাতুল কারী – দারুল ফিক্‌র। ৪০। 'আওনুল বারী – বুলাক, মিসরী। ৪১। ফায়যুল বারী – সুরাট, ৪২। শারহে নাবাবী মুসলিম – রশীদিয়্যাহ্, দিল্লী, ৪৩। আত্তালীকাতুস্ সালাফিয়্যাহ্ 'আলান নাসায়ী – সালাফিয়্যাহ্, লাহোর। ৪৪। তুহফাতুল আহওয়াযী – হামীদিয়্যাহ্, দিল্লী, ৪৫। 'আওনুল মা'বূদ- দিল্লী, ৪৬। আল আরফুশ্ শাযী – রহীমিয়্যাহ্, দেওবন্দ, ৪৭। আওজাযুল মাসা-লিক – সাহারানপুর, ৪৮। ফাতহুল 'আল্লাম – বুলাক, মিসরী, ৪৯। মিরকাতুল মাফাতীহ – মুম্বাই, ৫০। মির্'আতুল মাফা-তীহ – লাক্ষ্ণৌ, ৫১। মুসাফফা শারহে ফারসী মুয়াত্ত্বা – রহীমিয়্যাহ্, দিল্লী, ৫২। নাসবুর্ রা-য়াহ ফী তাখরীজে আহাদীসিল হিদায়্যাহ্ – সুরাট, ৫৩। ইন্তিখাবুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব – নাদ্‌ওয়াতুল মুসান্নাফীন, দিল্লী; ইবনে হায্‌ম-এর "আল মুহাল্লা" – মিসরী ১৩৪৯ হিঃ সংস্করণ, ৫৪। ইবনে কুদামাহ্'র "আল মুগনী" – রিয়াদ, ৫৫। ইমাম নাবাবী'র রওযাতুত্ তলিবীন – মকতবা ইসলামী, ৫৬। ইবনে ক্বাইয়িম-এর যাদুল মা'আদ – মুস্তাফাল বাবী হালাবী, মিসর; ৫৭। নায়লুল আওত্বার – বুলাক, মিসরী; ৫৮। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ – রশীদিয়্যাহ্, দিল্লী, ৫৯। ফাতাওয়া –

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft
নাযীরিয়্যাহ্, দিল্লী; ৬০। ফাতাওয়া – সানায়িয়্যাহ্, মুম্বাই; ৬১। সাইয়েদ সাবেক মিসরীর ফিক্হুস্ সুন্নাহ – বৈরুত, ৬২। ইমাম শাফি'ঈ-এর "কিতাবুল উম্ম" – মুম্বাই ছাপা, ৬৩। সুবুলুস্ সালাম – ফারুকী, দিল্লী, ৬৪। হিদায়াহ্ – দিল্লী, ৬৫। ফাতহুল কাদীর – নওলকিশোর, লাক্ষ্ণৌহ্, ৬৬। বাদায়ি ওয়াস্ সানায়ি – মিসরী, ৬৭। আল বাহরুর রায়িক – দারুল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ্, মিসর; ৬৮। ওরই টীকায় মিনহাতুল খালিক, ৬৯। শারহুল ওয়াকিয়াহ্ – মজীদী, কানপুর; ৭০। মারাফিল ফালাহ দামিস্ক ১৩৮৯ হিঃ, ৭১। হাশিয়া তাহতাভী- ঐ ছাপা, ৭২। আল জওহারাতুন্ নাইয়িরাহ্ – দেওবন্দ, ৭৩। দুর্‌রে মুখতার – দিল্লী, ৭৪। শারহুন্ নিকায়াহ্ – ইযাযিয়্যাহ্ দেওবন্দ, ৭৫। হায়াতুল হায়ওয়ান – মিসরী, ৭৬। ইবনে ক্বাইয়িম-এন "আল ওয়াবিলুস্ সাইয়িব" – রিয়াদ, ৭৭। হিসনে হাসীন – দেওবন্দ, ৭৮। আন্ নিহায়াহ্ ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আ-সা-র, ৭৯। এরই টীকায় মুফরাদাতু গারীবিল কুরআন লির রাগিব, ৮০। আল মুগরব ফী তারতীবিল মু'রাব্ হায়দ্রাবাদ, ৮১। দস্তরুল মুত্তাকী – কলকাতা ছাপা, আলা-হি দারায়ন, দিল্লী ছাপা, ৮২। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্-এর কিতাবু ইকতিযা-য়িস্ সিরা-তিল মুসতাক্বীম – শারফিয়্যাহ্, মিসরী ১৯০৭ ইং; ৮৩। ইবনে হাজার 'আসক্বালানী-এর "তাকরীবুত্ তাহযীব" – নওলকিশোর, লাক্ষ্ণৌ ছাপা; ৮৪। ইমাম নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান খান-এর "বাযলুল মানফাআহ্" – আগ্রা, ছাপা; ৮৫। ওরই আর্ রওযাতুন্ নাদিয়্যাহ্ – মিসরী ছাপা, ৮৬। ওরই বাশা-রাতুল ফুস্সা-ক – বেনারস, ১৩০৭ হিঃ; ৮৭। 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ রহমানী-এর "রমাযানুল মুবারাক কে ফাযা-য়িল ওয়া আহকা-ম" – বেনারস, সালাফিয়্যাহ্ ছাপা; ৮৮। 'আল্লামাহ্ ইউসূফ আল কারযা-ভী'র ফিক্হুয্ যাকাত – উর্দু তরজামা, মুম্বাই ছাপা; ৮৯। মাওঃ আশরাফ 'আলী থানবী'র "বেহেস্তী যেওর" – আশরাফী আকসী, ৯০। মাওঃ মুফতী শফীর রুয়াতে হেলাল ও ফটোকে আহকাম - মাকতবা তাফসীরুল কুরআন, দেওবন্দ; ৯১। মাওঃ মুফতী ইসমা'ঈল-এর "ই'তিকা-ফ ফাযা-য়িল ওয়া মাসা-য়িল – মকতবা ওয়াহীদিয়্যাহ্, দেওবন্দ; ৯২। মাওঃ শামসুদ্দীন আহমাদ-এর "কা-নূনে শারী'আত" – করীমী প্রেস, এলাহাবাদ; ৯৩। বেনারস থেকে প্রকাশিত "মাসিক মুহাদ্দিস" – জুন-জুলাই যুগ্ম সংখ্যা- ১৯৮৩ ইং, ৯৪। দিল্লী থেকে প্রকাশিত "মাসিক হুদা" – আগষ্ট ১৯৮০ সংখ্যা, ৯৫। কলকাতার আহলে হাদীস পত্রিকা – অক্টোবর, ১৯৭৫ সংখ্যা; ৯৬। মাওঃ নূর মোহাম্মাদ আজমী'র বঙ্গানুবাদ মিশকাত – ঢাকা ছাপা, ৯৭। লাহোর থেকে প্রকাশিত "আল ই'তিসাম" – ২৬শে রমাযান, ১৪০৮ হিঃ সংখ্যা: ৯৮। তাফসীরে ইবনে জারীর – মাইমানিয়্যাহ্ মিসর ছাপা, ৯৯। জা-মি সগীর দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্ – মিসর, ১০০। রদ্দুল মুহতা-র – দুর্‌রে সা'আ-দাত, ১৩২৪ হিঃ মিসরী; ১০১। আল আরফুশ্ শাযী আলা- জা-মিয়িত তিরমিযী – রহীমিয়্যাহ্, দেওবন্দ ছাপা; ১০২। মাবসুত – মিসরী ছাপা, ১০৩। তাবাকা-তি ইবনে সা'দ, ১০৪। মারওয়াযী'র "ক্বিয়া-মুল লায়ল" – মুলতান ছাপা, ১০৫। ইনসাইক্লোপেড়িয়া অফ ব্রিটানিকা, ১০৬। জিউশ ইনসাইক্লোপিডিয়া, ১০৭। বাইবেল মথি, ১০৮। 'ইল্‌মী ইনতিখাব 'ডাইজেষ্ট' – রমাযান সংখ্যা, ১০৯। ইরশা-দুস্ সা-রী – মিসরী।

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

‘সুনান প্রকাশনী’র প্রকাশিত ও পরিবেশিত গ্রন্থসমূহ

১. আল-কুরআনুল হাকীম (আম্মাপারার তরজমা ও ভাষ্য)

২. রাসূলুল্লাহর ﷺ সালাত এবং ‘আক্বীদাহ্ ও জরুরী মাসআলাহ্

৩. রাসূলুল্লাহর ﷺ সালাত এবং ‘আক্বীদাহ্ ও জরুরী মাসআলাহ্ (ছোট)

৪. আর রিসালাতুস্ সানিয়াহ্ (নামায ও উহার অপরিহার্য করণীয়)
[মূল : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ.)]

৫. হাজ্জ, ‘উমরাহ্ ও যিয়ারত
[মূল : শায়খ ‘আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.)]

৬. মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু

৭. মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়

৮. হাকীকাতুস্ সলাত (ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার ক্বিরাআত)

৯. ইসলাম ও তাসাউফ

১০. কিতাবুদ্ দু‘আ [পকেট সাইজ]

১১. খুত্ববাতুত্ তাওহীদ ওয়াস্ সুন্নাহ্

১২. অসূলে দীন

১৩. সূরা মুল্‌কের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

১৪. ইসলাম ও অর্থনীতি

১৫. ধর্ম ও রাজনীতি

১৬. মুসলিম বিশ্বে ইয়াহূদী চক্রান্ত ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা

১৭. নতুন চাঁদ

১৮. ইসলামের নামে সন্ত্রাস

১৯. মতবাদ ও সমাধান

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২০. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) [জীবনী গ্রন্থ]

২১. ইসলামী পানাহার ও আতিথেয়তা

২২. আমীর ও ইমারতের তত্ত্ব বিশ্লেষণ

২৩. রোযা ও তারাবীহ

২৪. ইসলাম ও দাম্পত্য জীবন

২৫. গৃহের সৌভাগ্য নারী

২৬. ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস

২৭. মহানবী (স.)-এর পথ (আমি এবং আমার সহাবীগণের যে পথ)
[আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ]

২৮. দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিজাল শাস্ত্রবিদ 'আল্লামাহ্ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)
[ঐ]

২৯. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ
[মূল : শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.)
অনুবাদ : আবূ সালমান মুহাম্মাদ ইসহাক্ব]

৩০. হৃদয় সম্প্রসারণ (শির্ক ও বিদ্'আতের ভয়াবহ পরিণতি)
[মূল : ইমাম মুহাম্মাদ বিন 'আলী আশ্ শাওকানী (রহ.)
অনুবাদ : বাশীর বিন মুহাম্মাদ আল মা'সূমী]

৩১. আমাদের নাবী (স.) ও তাঁর আদর্শ
[মূল : 'আল্লামাহ্ ইমাম ইবনে ক্বাইয়িম (রহ.)
অনুবাদ ও সংকলন : মুহাম্মাদ 'আবদুর রহমান (রহ.)]

৩২. ইত্তেবা'য়ে সুন্নাত (সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য ও তার অস্বীকারকারীর কাফির হওয়া সম্পর্কে আলোচনা)
[মূল : শায়খ 'আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.)
অনুবাদ : শায়খ 'আবদুল মাতীন সালাফী (রহ.)]

৩৩. বিদ্'আত ও ভয়াবহ
[প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান]

৩৪. মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি [ঐ]

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩৫. ঈমান ও 'আক্বীদাহ্
[মূল : শায়খ হাফিয আইনুল বারী আলিয়াবী]

৩৬. সিয়াম ও রমাযান [ঐ]

৩৭. ঈদুল আযহা ও কুরবানী [ঐ]

৩৮. একমাত্র ওয়াহীকেই মানতে হবে [ঐ]

৩৯. হাপরে ফুঁ দানকারী অসৎ বন্ধুর প্রভাব
[মূল : 'আবদুল্লাহ বিন সা'দ ইব্রাহীম আল ফালেহ
অনুবাদ : হাবিবুল্লাহ বিন আইয়ূব]

৪০. আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য
[আমীনুল ইসলাম বিন আনসারুল হক]

৪১. পরনিন্দা একটি মারাত্মক ব্যাধি [ঐ]

৪২. দারসুল মীযান ওয়াল মুনশায়িব [ঐ]

৪৩. কায়েদা তা'লীমুল কুরআন [ঐ]

৪৪. تيسير النحو [أمين الإسلام بن أنصار الحق]

৪৫. নামাযের বিধানসূচী এবং নামায আদায়ের পদ্ধতি
[মুহাম্মাদ কামরুল হাছান বিন 'আবদুল মাজাদী]

৪৬. বিদ্'আতীদের ষড়যন্ত্রে শবে বরাত [ঐ]

৪৭. সহীহ ফাযায়েলে 'আমল
[মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম]

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

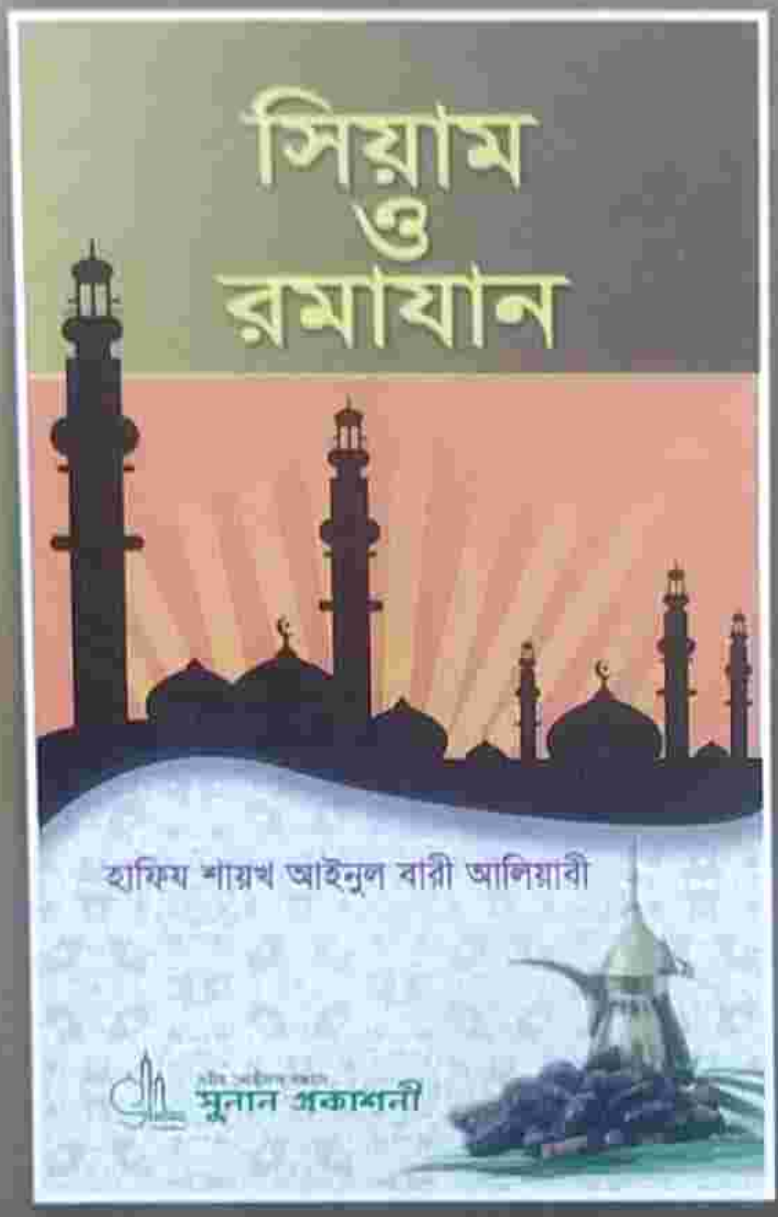

সহীহ 'আক্বীদার সন্ধানে...
সুনান প্রকাশনী
৯০, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : 017 4505 8686, 017 7775 6365
Gmail : sunan.prokashoni@gmail.com

Scanned by CamScanner